আব্দুল হালিম শরর্ লখনভী

আব্দুর রাজ্জাক

ইসাবেলা

আব্দুল হালিম শরর্ লখনভী

আব্দুর রাজ্জাক
অনূদিত

প্রকাশক
জামীল আহমদ ইউসুফ

ইসাবেলা

আব্দুল হালিম শরর্ লখনভী

অনুবাদ ঃ আব্দুর রাজ্জাক

প্রকাশক

জামীল আহমদ ইউসুফ

১৯২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা - ১০০০

মোবাইল ঃ ০১৮২১৯৩৭৪

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮০

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০১

পরিবেশনায়

প্রতিভা সাহিত্য কাফেলা

৪০৩/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।

গ্রাফিক্স, কম্পোজ ও মুদ্রণ

আরজেএম কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স

১৯২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা - ১০০০

ফোন ঃ ৮৩১৮৪২৫

মূল্য ঃ ১২৫.০০ টাকা

ISABELA by Abdul Halim Sharr Lakhnobhi translated by Abdur Razzaq, published by Jamil Ahmad Yusuf 192 Fakirapool, Motijheel, Dhaka-1000. Phone 9318425, Mobile : 018219374.

Price : Tk.125.00 US$3.00

প্রকাশকের কথা

ইসলামই আল্লাহ তাআলার একমাত্র মনোনিত ধর্ম। এছাড়া অন্য কোন ধর্মমতই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘‘আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র মনোনিত দ্বীন ও জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম’’। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ‘‘কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুকে দ্বীন হিসাবে চায় তবে কখনো তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।’’ রাসূল (সা.)এর আবির্ভাবের পর পূর্বেকার সকল আসমানী ধর্ম রহিত হয়েগেছে। এখন আর কারো পক্ষে হযরত ঈসা (আ.) বা মূসা (আ.) এবং তাঁদের আনীত দ্বীনের অনুসরণের সুযোগ নেই। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘‘যদি হযরত মুসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর পক্ষ্যে ও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা’’। (অর্থাৎ তাঁকেও আমার অনুসরনই করতে হত)। অন্য এক হাদীসে (সা.) রয়েছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, সেই সত্তার শপথ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, এই উম্মতের (অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর আবির্ভাবের পর পৃথিবীতে যত মানুষ রয়েছে তাদের যে কেউ) কোন ইয়াহুদী বা নাসারা আমার আবির্ভাবের কথা জানার পরও যদি আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে জাহান্নামবাসীই হবে। কিয়ামতের পূর্বে যখন হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে পূণর্বার আগমন করবেন তখন তিনি দ্বীন ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.) এরই একজন উম্মত ও অনুসারী হয়ে আসবেন।

সারকথা, রাসূল (সা.)-এর আবির্ভাবের পর আর অন্য কোন দ্বীনের অনুসরণের বৈধতা নেই। তাই খ্রীস্টানরা যারা এখনও বাইবেল ও খ্রীস্টবাদের অনুসরণ করেন তারা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। উপরন্তু বাইবেল ও খ্রীষ্টবাদে খ্রীস্টান পাদ্রীরা তাদের ইচ্ছামত হেরফের করেছে। বাইবেলের যা তাদের পছন্দ হয়নি তা বাদ দিয়েছে। তারা যা

চেয়েছে তা সংযোজন করেছে। যথেচ্ছা বিকৃত করেছে একটি আসমানী কিতাবকে। সাজিয়েছে তাদের মনের মত করে। ফলে হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সকল নবীগণ যে একত্ববাদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন, ঈসা (আ.) ও যে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়েছেন তার স্থলে এসেছে ত্রিত্ববাদ। যীশু, মেরী, গড এই তিন ইলাহ বা উপাস্যে বিশ্বাসী বর্তমানের খ্রীস্টানরা। যা নিছক, পরিস্কার শিরক-অংশিদারিত্ব। হযরত ঈসা (আ.) আদৌ এর দাওয়াত দেননি। তাইতো কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ.)কে জিজ্ঞাসা করবেন, "হে মারইয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ-উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?" তখন ঈসা (আ.) বলবেন, "আপনি মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়"।

প্রকৃতপক্ষে খ্রীস্টানরা শুধু তিন ইলাহ উপাস্যেরই উপাসনা করে না বরং তারা তাদের পাদ্রীদেরও উপাসনা করো। পাদ্রীরা খ্রীস্টবাদের জ্ঞানকে গীর্জা ও তাদের মাঝে সীমিত রেখে খ্রীস্টবাদের অনুসারীদেরকে তাদের উপাস্যকে পরিণত করেছে। কুরআনে কারীমে এমর্মে ইরশাদ হয়েছে, "তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পন্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগীগণকে প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে। এবং মারইয়াম তনয় মসীহকেও। কিন্তু তারা এক ইলাহ উপাস্যের ইবাদতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিল"। মোদ্দাকথা-বাইবেল এত বিকৃত হয়েছে যে, এখন তা ভ্রষ্টতায় পূর্ণ। তাই যুগে যুগে প্রকৃত 'সত্যসন্ধানীরা' যখনই বাইবেল, খ্রীস্টবাদ এবং কুরআন ও ইসলামকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, চিন্তা-গবেষণা করেছেন, উভয়ের মাঝে তূলনা করেছেন, তাঁরা অবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের সত্যতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইতিহাস এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আপন বক্ষে ধারণ করে রয়েছে। ইসাবেলার ইসলাম গ্রহণ সেই ধারায় একটি 'কড়ি'। তৎকালীন খ্রীস্টান প্রধান ধর্মযাজক, পাদ্রীর অষ্টাদশ বর্ষিয়া কন্যা ইসাবেলার ইসলাম গ্রহণ সম-সাময়িক পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় তাৎপর্যবহ। পরবর্তীকালের 'সত্য সন্ধানীদের' জন্য শিক্ষনীয়। এ ধরনের গটনাগুলো আলোচনা করতে হয় যাতে সত্যের চাতকদের জন্য বারি কামনার দার খোলে। বর্তমান ও ভবিষ্যতের খ্রীস্টবাদের অনুসারীরা যেন এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। উপরন্তু

বর্তমান বাংলাদেশে যেভাবে এনজিওগুলো সরলমনা মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করে চলছে সে অপতৎপরতায় চপেটাঘাত হয়। সরলমনা মসুলমানরা সতর্ক হন। "ইসাবেলা" বইটি মূল উর্দুতে লিখা। আব্দুল হালিম শরর লখনভী প্রণীত এই উর্দু বইটির সার্থক অনুবাদ করেছেন আমার শ্রদ্ধাষ্পদ নানা, মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক (র.)। আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদৌস নসীব করুন। বইটি প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে সুপরামর্শ ও উৎসাহ যোগিয়েছেন চৌধুরীপাড়া মাদ্‌রাসার সুযোগ্য মুহাদ্দিস শ্রদ্ধাভাজন উস্তাজে মুহতারাম, হযরত মাওলানা মুফতী মুতীউর রাহমান ও হযরত মাওলানা আরীফ উদ্দীন মারুফ সাহেব। সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন-বন্ধু বর আহমদ নাদির, মঈন বিন শফীউদ্দিন। নিখুঁত, ঝলকিত মুদ্রণে বইটির শোভাবর্ধন করেছেন আরজেএম কম্পিউটার্স এন্ড পাবলিশার্স-এর তানজিম উদ্দীন মানজুম ভাই। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বইটি প্রথম প্রকাশনার বন্দরে নোঙ্গর করেছিল ১৯৮০ সালে সাধুভাষায়। এবার দ্বিতীয় সংস্করণ চলতি ভাষায়। বিলম্বে হলেও বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। অনুবাদে ত্রুটি কিংবা মুদ্রণ ভ্রম থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠক কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের অঙ্গিকার রইল। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই শ্রমকে পরকালের নাজাত হিসাবে কবুল করুন। সকল ভ্রষ্টতা থেকে হিফাযত করুন। আমিন।।

জামীল আহমদ ইউসুফ

উপক্রমণিকা

জ্ঞান আল্লাহ্পাকের একটি সিফত বা গুন। তাঁর প্রত্যেকটি সিফতই পরিপূর্ণ, ঘটতি বাড়তি থেকে মুক্ত। তিনি আপন অসীম ভান্ডার থেকে যৎকিঞ্চিত জ্ঞান মানুষকে দান করে তাকে আপন খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের আসনে আসীন করে গৌরবান্বিত করেছেন। অতএব জ্ঞান মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদের অধিকারী হওয়ার জন্যই মনুষ সৃষ্টির সেরা। অপরাপর সকল সৃষ্টি মানুষের সেবক। আর এইমানুষকে সিজদা করার সুযোগ লাভে মা'সুম ফিরিস্তাগণ হয়েছে ধন্য। সৃষ্টি জগতে মানুষের এই চরম উন্নতি ও মহা সৌভাগ্যের মূল কারণ হলো তার খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান।

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে জ্ঞানী নয়। খোদা মানুষকে জ্ঞান আহরণের শক্তি ও প্রেরণা দান করেছেন এবং জ্ঞানের উৎস দান করেছেন 'আল কুরআন'। মানুষ হাদীসের সহায়তা ব্যাতিরেকে সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞান আহরণে অক্ষম, অতএব কুরআন এবং হাদীস উভয়ই খোদাপ্রদত্ত একমাত্র জ্ঞানের উৎস। মানুষ তার খোদপ্রদত্ত জ্ঞানের উৎস কুরআন-হাদীসে গবেষণা ও সাধনার মাধ্যমে লাভ করতে পারে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান। কুরআনের আঁলো অন্তরে প্রজ্জলিত না করে জগতের অপর কোন বস্তুকে জ্ঞানের উৎস মনে করে যদি মানুষ সাধনা করে, তবে যেহেতু জগত ক্ষণস্থায়ী, জগতের সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, অতএব তার এই ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বস্তুর সাধনালব্ধ তথাকথিত জ্ঞানের সাহায্যে সে ইহজগতেই কিছুটা তৃপ্তি লাভ করতে পারে; চিরস্থায়ী পরজগতে এর কোনই সুফল লাভ হবে না।

কুরআন-হাদীসের অগাধ জ্ঞান সাধনায় অত্মোৎসর্গকারী ওলামায়ে কিরামের জ্ঞান এবং ক্ষণস্থায়ী জগতের বাস্প, বিদ্যুৎ, পরমানু ও মানবিক দর্শনের সাধক বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণের জ্ঞানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ও আপোষহীন দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ওলামায়ে কিরাম

নবীগণের ওয়ারিস। জগদ্বাসীকে উভয় জগতের বিপজ্জনক পথ থেকে হুঁশিয়ারী করণ ও শান্তির পথ প্রদর্শন নবীগনের কাজ। নবীগনের অবর্তমানে উক্ত কাজের দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পিত হয়েছে ওলামায়ে কিরামের উপর। কাজেই ওলামাগণ জগদ্বাসীকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে বিপজ্জনক কোন পথ অবলম্বন করতে দেখলে তাতে বাধা প্রদান করেন। কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত বুদ্ধিমানেরা উক্ত পথে কোন প্রকার বিপদ দেখতে না পেয়ে যদি ওলামায়ে কিরামের বিরোধিতা করে তবে দুনিয়ায়ও বিপদগ্রস্ত হয়। এই চিরাচরিত নীতি।

হিন্দু ভারতের সংখ্যালঘিষ্ট বর্ণহিন্দুদের ঘৃণিত ব্যবহার ও অত্যাচারে সংখ্যগরিষ্ট সাধারণ হিন্দুগণ ছিল জর্জরিত। বর্ণহিন্দুগণ যাদেরকে জন্মগতভাবে অস্পৃশ্য সাব্যস্ত করত, কোনঠাসা করে রেখেছিল, মুসলিম শাসনাধীনে যোগ্যতা হিসবে তারা পেয়েছিল মনুষ্যত্বের মর্যাদা। ইসলামী ন্যায় নীতি ও সাম্যের সুফল উপভোগের সুযোগ পেয়ে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠত 'দিল্লিশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা'। বিদেশী মুসলিম শাসন এবং জন্মগত নীচ জাতীয় হিন্দুর উচ্চাসন লাভ বর্ণহিন্দুদের নজরে ছিল অসহনীয়। কজেই তারা যোগ্যতা হিসাবে রাষ্ট্রিয় উচ্চ উচ্চ আসনে অধিষ্টিত থেকেও অত্যন্ত গুপ্তভাবে মুসলিম বিরোধী প্রচারনা চালাতে থাকে। সুদীর্ঘ সাত শত বছরের গুপ্ত প্রচেষ্টায় তারা তাদের সাধনায় সফলতা লাভ করে।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানবতার শত্রু ইহুদের প্ররোচণায় প্ররোচিত ইউরোপীয় খৃস্টানদের কতিপয় ব্যবসায়ী দল নিরেট ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই ভারতে যাতায়াত করত। সাময়িকভাবে কিছু মাল বেচা কেনা করে তারা পুনরায় স্বদেশে চলে যেত। বর্ণহিন্দুরা এই ইউরোপীয় খৃস্টানদেরকে তাদের মুসলিম বিরোধী গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সহায়ক রূপে গ্রহণ করে। ফলে তারাই এক সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর নামে ব্যবসার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করার জন্য এক খন্ড জমি ভাড়ায় পাওয়ার দরখাস্ত নিয়ে দিল্লির দরবারে আনাগোনা করতে লাগল। তৎকালীন ওলামা সমাজ আসমানী জ্ঞানের আলোকে অনুভব করতে পারলেন, এই ইংরেজ কম্পানীর আন্তরিক উদ্দেশ্য সৎ নয়। তারা শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে এদেশে আগমন করেনি, বরং এদশের শাসন দন্ড

অধিকার করে এদেশবাসীকে খৃস্ট ধর্মে দিক্ষিত করাই এদের আসল উদ্দেশ্য। কাজেই তারা সরকারকে অনুরোধ জানালেন, এই ইংরেজ কম্পানীকে কিছুতেই যেন এ দেশে বসবাসের অধিকার দেয়া না হয়। অপর দিকে জাগতিক জ্ঞানের অধিকারী দরবারীগণ সরকারকে বুঝালেন এই কম্পানীকে বসবাসের অধিকার দিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে এদেশের লাভ ব্যতিত লোকসানের কোনই আশঙ্কা নেই। ওলামাদের কথা উপেক্ষিত হল এবং এর প্রতিফলও দু'শত বছর ইংরেজের গোলামী করে দেশবাসী হাড়ে হাড়ে টের পেল। তারা বুঝতে সক্ষম হল, ইংরেজ দেশের মিত্র নয় বরং চরম শত্রু। বহু জান মাল কুরবানীর পর দেশবাসী পুনরায় ইংরেজের গোলামী থেকে খালাস পায়। জন্ম হয় পাকিস্তানের। পরিস্থিতির চাপে পড়ে হিন্দুস্থানী ও পাকিস্তানী খৃস্টানদের উপর আসল দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়ে ইংরেজ খৃস্টানরা সরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের মুখের বোল সর্বদাই টপকাতে থাকে। নানাপ্রকার গুপ্ত ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত থাকে। দেশের দু'অংশের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিরাট বৈষম্য সৃষ্টি করে দেয়। দেশীয় অমুসলিম সম্প্রদায় এবং প্রতিবেসী রাষ্ট্রিয় শক্তির উসকানী মূলক তৎপরতায় অসংখ্য জানমাল ধংস্বের মাধ্যমে উক্ত আত্ম কলহের চরম পরিণতি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এবার সাদা চামড়াওয়ালা খৃস্টানরা বাংগালীর দরদী সেজে জনকল্যাণ ও দেশোন্নয়নের সুসজ্জিত ডালা নিয়ে ময়দানে অবতরণ করে। বাংগালীকে পাপ মুক্ত করার জন্য নামমাত্র মূল্যে ও বিনা মূল্যে সুন্দর সুন্দর বই পুস্তক বিতরনের মাধ্যমে এক খোদাকে ছেড়ে তিন খোদার আশ্রয় গ্রহণে খৃস্ট ধর্মের দাওয়াত বহু কাল থেকেই চলে আসছিল। (মুসলমান ছেলেদের উক্ত বই পুস্তক খরিদ করে উক্ত খৃস্টানদের সম্মুখেই অগ্নিদগ্ধ করতে এবং মুদী দোকনীকে তা প্রচুর পরিমানে খরিদ করে সওদার পুটুলী বাঁধতে দেখা যায়।) ডাকযোগে খৃস্ট ধর্ম শিক্ষা দেয়ার প্রচষ্টাও চলেছে। মুসলমানের ঈমান বিনষ্ট হয় এরূপ ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তর বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী লিখে পাঠিয়ে পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে লোভনীয় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।

এবারও বাংলাদেশে তারা যে পরিকল্পনা নিয়ে আগমন করেছে, তা মারাত্মক লোভনীয় ব্যাপার। এবার তারা বাংগালীকে সবদিক দিয়ে

উন্নত করে ছাড়বে। শুনা যায়, এবার তারা বাংলাদেশে নব্বই কোটী টাকার জমি খরিদ করবে। বহু যায়গায় তারা জমি খরিদ করে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। তারা বাংগালীদের জন্য বাংলাদেশে অসংখ্য আদর্শ গ্রাম স্থাপন করবে। সেখানে বৈদেশিক সাহায্যে সাধারণ শিক্ষাগার, পাঠাগার, কারিগরী বিদ্যালয়, হাসপাতাল, খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগের মাধ্যমে স্বাস্থ ও জ্ঞানার্জনের সকল ব্যবস্থা মৌজুদ থাকবে। রাস্তাঘাট মেরামত, খাওয়ার পানির ব্যবস্থা, ঝড়-তুফান, বান-বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত বাংগালীর সব ধরনের খেদমতে তারা থাকবে তৎপর। নিরক্ষরতা ও বেকারত্বের অভিশাপ উধাও হয়ে যাবে। দেশবাসী শিক্ষিত, জ্ঞানী, শিল্পি স্বাস্থ্যবান ও বলবন হয়ে আনন্দময় সুখী জীবন উপভোগ করবে। পুঁজীর অভাবে শিল্প কারখানা অথবা ব্যবসা বণিজ্য করতে অক্ষম ব্যক্তিরা এই দেশবন্ধু খৃস্টানদের পছন্দসই জমি পুনরায় মূল্য ফেরত পাওয়ার শর্তে বিক্রয় করে প্রচুর পুঁজী অর্জন করতে পারেন। অবশ্য জমি বিক্রয়ের জন্য 'সাফকবালা' দলিল করে দিতে হবে। কিন্তু ফেরত পাওয়ার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন হবে না, কেননা বাংগালদিের নিকট সাদা চামড়াওয়ালা সাহেবদের কথাই দলিল। এই সাহেবরা যখন জীপগাড়ী নিয়ে তাদের পছন্দসই স্থানে ঘাঁঠি স্থাপনোদ্দেশ্যে জায়গা নির্বাচনের জন্য সফর করতে থাকে, তখন দেশের আধুনিক সমাজ নিজ এলাকায় তাদের পদধুলি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কতইনা আবদার করতে থাকে। আর তা অতি স্বাভাবিক কথা, কেননা, দেশের প্রতি তাদের মায়া নির্ভেজাল; দেশের উন্নতির জন্য তাদের আকাঙ্খা প্রবল। কিন্তু আল কুরআনের পরশ পেয়ে যাদের হৃদয় আলোকিত সেই ওলামা সমাজের সাবধানবাণী আবার ঘোষিত হয় ঃ

বাংলাদেশী ভাই বোনেরা হুঁশিয়ার! খৃস্টানদের ধোকায় পড়ো না। তারা তোমাদের বন্ধু নয়, – শত্রু। তারা তোমাদের দরদী নহে, ভোগী। তারা তোমাদেরকে দেওয়ার জন্য আসে নি, খাওয়ার জন্য এসেছে। তোমরা দেখছ তারা তোমাদেরকে বহু কিছু দিচ্ছে, কিন্তু তা ধোকা ছাড়া কিছুই নয়। আসামের জঙ্গলে এক শ্রেণীর লোক হাজার হাজার টাকা খরচ করে বিরাট বিরাট কলার বাগান করে কলার

ব্যবসার জন্য নয়, বন্য হাতীর প্রতি দয়া করে তাদের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্যও নয়, বরং ধোকা দিয়ে মযবুত খোয়ারে বন্দী করে চিরজীবনের গোলাম বানানোর জন্যই এত টাকা পয়সা ও খাদ্য রসদের ছড়াছড়ি। কায়দামত বন্দী করার পর মনিব তার গোলাম হাতীকে জাবজ্জীবনই খাদ্য খাওয়ায়, কিন্তু হাতীর প্রয়াজন অনুপাতে নয়, বরং মনিবের প্রয়োজন অনুপাতে। বাংগালী, সাবধান! এই খৃস্টান শিকারীর দল তোমাদের সামনে বিরাট খেদমতের ভান্ডার খুলে ধরেছে শুধু কায়দামত খোয়ারে বন্দী করে তোমাদের নিজস্ব পুঁজীটুকু থেকেও তোমাদের বঞ্চিত করে জাবজ্জীবন গোলাম বানানোর জন্য এবং সবশেষে তোমাদের অন্তরের ঈমান রত্নটুকুও কেড়ে নিয়ে চির জাহান্নামী বানানোর জন্য।

বাংগালীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে খৃস্টানরা কুম্ভিরাশ্রু বর্ষত করে। অথচ সাদা চামড়াওয়ালা খৃস্টানরা তাদেরই নিজ দেশীয় কালো চামড়াওয়ালা খৃস্টানদের প্রতি যে অমানষিক অত্যাচার ও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত চিরকাল করে আসছে, এ জন্য দুঃখিত হওয়ার সময় তদের নেই। তারা বাংগালীর জন্য দুঃখিত। বর্তমান সভ্যতার যুগেও আফ্রিকার সুদূর পল্লি অঞ্চল থেকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সাহায্যে ঘেরাও করে কালো চামড়াওয়ালা অধিবাসীদের বন্দী করে হাটে বাজারে বিক্রয় করার খবর ইত্তেফাকের পুরান কপিতে মিলবে। ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই সাদা চামড়াওয়ালা খৃস্টান। জগদ্বাসীর পাপের চিন্তায় তারা মহাচিন্তিত। খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে তিন খোদার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া পাপমুক্তির আর কোন ব্যবস্থাই তাদের ধারণায় নেই, কাজেই খৃস্টান ধর্মের প্রতি সবরকমের দাওয়াত সুদূর বাংলাদেশে এসেও তারা চালাচ্ছে। অথচ তাদের কেন্দ্রভূমি ইংল্যান্ড এমনকি লন্ডন শহরের মহাজাঁকজমকশালী গির্জাগুলো থেকেও তাদের কল্পিত তিন খোদা বহুকাল পূর্বেই বিতাড়িত হয়েছে। গির্জার ঘন্টা ধ্বনি আর শুনা যায় না। খাদেমদের খেদমত থেকেও গির্জাগুলো আজ বঞ্চিত। একযুগে লন্ডনে মসজিদ বলে কোন কিছুর কল্পনাও করা যেত না। অথচ আজ সেখানে তাবলীগ জামাতের মেহনতের ফলে বহু গির্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। খৃস্টান সরকার স্বানন্দে গির্জাগুলো মুসলমানদের

নিকট বিক্রয় করেছে এবং করছে। নিজ দেশে খৃস্ট ধর্মকে যারা টিকিয়ে রাখতে পারেনি, পরদেশে বকধার্মিক সেজে ধর্ম প্রচারের বাড়াবাড়ির পিছনে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। সে রহস্য পরদেশী লোকদের পাপমোচনে নয়, তাদের উন্নতি কামনায় নয়, বরং সে রহস্য হলো সাম্রাজ্য লিপ্সা। ইতহাস এর জলন্ত সাক্ষি।

যে ধুর্ত জাতী একসময় বনিকের মানদন্ড হাতে নিয়ে এক চামড়া পরিমাণ ভূমি ভাড়ায় গ্রহণ করে, জেঁকে বসেছিল; তারপর গুপ্ত ষড়যন্ত্র ও উসকানির মাধ্যমে জনসাধারনের অন্তরে সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে এ দেশের রাজদন্ড অধিকার করে দু'শ বছর পর্যন্ত দেশবাসীকে পরাধীন গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, দু'শ্ব বছর পর যারা স্বাধীনতা হারা বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর ঐক্য শক্তির নিকট হার মেনে সিংহাসন ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হয়েছিল, তারা পুনরায় এসেছে দুঃখ এবং পাপ মোচন করার জন্য বলে যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, তবে তা হবে তোমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, যে ভুল শোধরানোর অবকাশ হয়ত আর তোমাদের দেয়া হবে না। এক চামড়া পরিমান ভূমি ভাড়ায় গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে যারা দু'শ বছর পর্যন্ত তোমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, সেই ধূর্ত জাতী এবার আর ভাড়া করে নয় তোমাদের নিকট থেকে সাফকাবলা দলিল মূল্য ৯০ কোটি টাকার ভূমি খরিদ করে সুনির্বাচিত স্থান সমূহে ঘাটি করে বসছে। আদর্শ গ্রামের নামে সুন্দর সুন্দর বস্তি স্থাপন করে দেশের আনাচে কানাচে বিশৃঙ্খলা ও অবহেলিত ভাবে পড়ে থাকা খৃস্টানদের খুঁজে এনে সুশৃঙ্খলভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে তারা আপন সাদা চামড়াওয়ালা প্রভূদের গেরিলা ফৌজরূপে ব্যবহৃত হওয়া বিচিত্র নয়। এসব খৃস্টান বস্তির খৃস্টান বাসিন্দারা এ দেশেরই নাগরিক, এ দেশেরই ভোটার। ভবিষ্যতে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে প্রতিদ্বন্দিতায় বিজয়ী হয়ে বিদেশী সাদা চামড়াওয়ালা খৃস্টানদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। কারণে অকারণে তারা তোমাদের সাথে দ্বন্দ বাধাতে পারে। যদি কখনো এমন হয়, আর তোমরা ন্যায্যভাবেও তার প্রতিকার করতে যাও, তবুও সারা বিশ্বের খৃস্টান শক্তিবর্গের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু খৃস্টানদের উপর যুলমের অভিযোগ পৌছবে। সারা বিশ্বের রেডিও টেলিভিশণ ও পত্র-

পত্রিকার অমূলক গলাবাজীর কারণে পরিস্থিতি অত্যন্ত ঘোলাটে হয়ে পড়বে। হয়ত হঠাৎ একদিন খবর পাবে যে, অত্যাচারী সংখ্যাগুরু বাংগালীদের শায়েস্তা করার জন্য সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের বুকে হাজীর, বাংলাদেশের স্বাধিনতা টলটলায়মান।

বাংলাদেশী ভাই-বোনেরা, সাবধান! যদি দেশের প্রতি মায়া-মমতা থাকে তবে খৃস্টানদের নিকট জমি বিক্রয় করো না। তাদের কোন প্রকার সাহায্য গ্রহণ করো না। মূল্যে বা বিনামূল্যে কোন প্রকারেই কোন জিনিসের আদান প্রদান তাদের সাথে করো না। কোন প্রকার ঝগড়াও তাদের সাথে বাঁধিও না। তারা গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে আসলে তোমরা সরে পড়। এ সহজ পথেই কেবল তোমরা তাদের ধোকার ফাঁদ থেকে বাঁচতে পার। খোদা হাফেজ।

আবহমান কাল থেকে আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম এবং পরবর্তীকালে ওলামায়ে কিরামের সাবধান বাণী জগদ্বাসী শুনে আসছে। কিয়ামত পর্যন্তই এরূপ চলতে থাকবে।

এবার আমরা ইসাবেলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। 'আল ইসলামু নূরু, ওয়াল কুফরু যুলমাহ্' ইসলাম আলো এবং কুফর অন্ধকার। যেখানে ইসলাম বিদ্যমান কুফর সেখানে পৌঁছতে পারে না। ইসলাম বা আল কুরআনের আলো থেকে দূরে সরে পড়ার কারণেই আজ কুফরি দাওয়াত মুসলমানের ঘরেও পৌছতেছে। ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত মুসলমানগণ খৃস্টানদের প্রচারিত নবী রাসূলগণের নাম যুক্ত সুন্দর সুন্দর বই পেয়ে কিনে পাঠ করে। নিরক্ষর পিতা আপন লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে দ্বারা পড়িয়ে শুনার জন্যও এই সস্তা পুস্তক খরিদ করে নেয়। তা পড়ে শুনে তাতে লিখিত ঈমানের পরিপন্থী কথাগুলো বিশ্বাস করে বেঈমান হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে এমন একটি বই প্রকাশের প্রয়োজনিয়তা অনুভূত হচ্ছিল যা পাঠে বাংলাদেশী হিন্দু, মুসলীম, বৌদ্ধ খৃস্টান সকলেই খৃস্ট ধর্মের অসারতা ও ইসলামের বাস্তবতা সম্বন্ধে সহজ সরল ও প্রামান্যভাবে মোটামুটি জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়ে খৃস্ট ধর্মের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। প্রায় পয়ত্রিশ বছর পূর্বে ঢাকার মাদ্রাসা আশরাফুল উলুমে পাঠ্যাবস্থায় 'আযবালা' নামক উক্ত বিষয় সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত

সত্য ঘটনার উপর লিখিত উর্দূ বইয়ের প্রশংসা শুনেছিলাম, কিন্তু দেখার সুযোগ ঘটে নি। পরবর্তীকালে একদিন গওহর ডাঙ্গা খাদেমুল ইসলাম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মওলানা আব্দুল মান্নান সাহেব দামাত বারাকাতুহুর পক্ষ থেকে সেই ঐতিহাসিক উর্দু উপন্যাসটির এক কপি অনুবাদের দায়িত্বভারসহ আমার কাছে পৌঁছে। বইটি পাঠ করে আমি খুশীতে আত্মহারা হয়ে যাই। এর অনুবাদের দায়িত্ব প্রাপ্তিকে পরম সৌভাগ্য এবং এ দায়িত্ব পালনকে আমার জীবনের অন্যতম ইসলামী খেদমত মনে করি।

আমার অনুসন্ধানে বইটির নাম উর্দু হরফে 'আযবালা', কিন্তু এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ইযাবেলা এবং বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'ইসাবেলা'-ই রাখা হলো।

স্পেন যখন মুসলীম শাসনাধীনে আসে তখন কর্ডোভা নগরীর একটি বিখ্যাত প্রমোদুদ্যানে ওমর লাহমী এবং মায়য নামক দুই মুসলিম যুবক খৃস্ট ধর্মের সমালোচনায় লিপ্ত ছিল। অদুরেই কয়েকজন সঙ্গিনীসহ খৃস্ট জগতের প্রধান পাদ্রীর কন্যা ইসাবেলা পরোক্ষভাবে মুসলিম যুবক দুজনের আলোচনা শুনছিল। যুবক দুজন এক খৃস্টানদের কিছু ধর্মীয় প্রশ্নে তাদের নিকট কোনই জবাব নেই বলে মন্তব্য করল। ইসাবেলা একথা শুনে অত্যন্ত মর্মপীড়া অনুভব করল এবং চ্যালেঞ্জ করল, যদি আপনারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের সম্মতি পত্র লিখে দিতে পারেন তবে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে আমরা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে প্রস্তুত। যুবক দু'জন তৎক্ষনাৎ সম্মতিপত্র লিখে দিলেন। তারপর ইসাবেলা পাদ্রী সমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। একে একে তিনটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইসাবেলা ও তার সঙ্গীদের অন্তর খৃষ্টান ধর্মের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ইসাবেলা গুপ্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইসাবেলার পিতা-মাতা ও সমস্ত খৃস্টানের মুখে চুনকালী পড়ে। খৃস্টান ধর্মের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার পিতা প্রধান পাদ্রী সব চেষ্টায় নিরাশ হয়ে লজ্জায় ক্ষোভে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। হত্যার জন্য তাকে জল্লাদ বাহিনীর কাছে সপোর্দ করে। জল্লাদ বাহিনী তাকে অনাহারে তিলে তিলে শুকিয়ে মারার জন্য পাতালপুরীর অন্ধ কুঠায় লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখে। ঈমানের বলে বলিয়ান ইসাবেলা জল্লাদ বাহিনীর বন্দীশালা থেকে অত্যাশ্চর্জভাবে

উধাও হয়ে যায় এবং ইসলামের তাবলীগে আত্মনিয়োগ করে। অসংখ্য খৃস্টান নরনারী তার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে।

লেখক গঠনাগুলো তার পুস্তকে উপন্যাসাকারে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যে, একবার হাতে পেলে পাঠ শেষ না করে পুস্তক ত্যাগ করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক বাইবেল দ্বারাই বাইবেলের ধর্মকে বাতিল প্রমাণিত করা হয়েছে। আর এও প্রমাণ করা হয়েছে যে, যারা বর্তমান যুগে নিজেকে খৃস্টান বলে দাবী করে তাদের প্রত্যেকের দাবীই মিথ্যা। তারা কেউই খৃস্টান নয় বরং তারা সকলেই ভ্রষ্ট। বইটি পাঠ করলে উপলব্ধি হবে যে, বাইবেল নিয়ে আষ্ফালনকারী বিশ্বের পাদ্রী সমাজ চোখ থাকতে অন্ধ, কান থাকতে বধির, অন্তর থাকতে অজ্ঞান।

আল্লাহ্পকের বিশেষ রহ্মতে বইটির অনুবাদ এই নগন্য খাদেমের হাতে সমাধা হল। উর্দু বইয়ের ভিতর যে মাধুর্য আমি নিজে উপলব্ধি করতে পেরেছি, অনুবাদে হয়ত তা সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

বর্তামন যুগের বহু খৃস্টানই তাদের ধর্মের গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। অতএব এই বইটি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃস্টান সকলের জন্যই অত্যন্ত জরুরী। খৃস্টান ধর্ম নিয়ে যারা বেশী আস্ফালন করে, এই বইয়ের দুই একটি প্রশ্ন তাদের সামনে তুলে ধরলেই তারা পাত তাড়ি গুটাতে বাধ্য। বাংলাদেশে সুপরিচিত ‘বিশ্বনবী’ নামক বইটি প্রকাশের পর হযরত মাওলানা শামসুলহক ফরিদপুরী (র.)কে বলতে শুনেছিলাম, ‘মাওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের ‘মোস্তফা চরিত’ যারা পাঠ করেছেন, ‘বিশ্বনবী’ পাঠ করা তাদের জন্য ওয়াজিব। তেমনি আমার ধারনায় ইসলামী আকায়িদের জ্ঞান লাভের পূর্বে খৃস্টানদের প্রচারিত পুস্তকাদি যারা পাঠ করেছেন, ইসাবেলা অথবা অনুরূপ কোন পুস্তক পাঠ করা তাদের জন্য ওয়াজিব।

আল্লাহ্পাক এই পুস্তকের লিখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উছিলারূপে কবুল করুন, আমীন।

আবদুর রাজ্জাক
পোঃ হাজীগঞ্জ, ফরীদপুর।

ইসাবেলা

মনোরম উদ্যান

স্পেনের কর্ডোভা নগরীর সুবিখ্যাত উদ্যানটি ছিল আপন শ্যামলিমায় নয়নাভিরাম ও রূপ-মাধুর্যে তুলনাহীন। সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণ বিলাসীদের ভিড় এখানে লেগেই থাকত। এই উদ্যানের এক পাশে উপবিষ্ট দুটি মুসলিম যুবক ধর্মীয় আলোচনায় লিপ্ত। মহাক্লান্ত দিনমনী আপন সফরের সামান গুটিয়ে ম্লানমুখে সন্ধ্যার আঁচলে গা'ঢাকতে চলেছে। পাখিদের কলকাকলী প্রাকৃতিক সুর ঝঙ্কারে ক্লান্ত-পথিকদের অন্তরে এক স্নিগ্ধ শান্তিধারা প্রবাহিত করছে। ঠিক এমনি এক গোধুলি লগ্নে স্পেনের 'ইসাবেলা' নামে পরিচিত এক খৃস্টান নন্দিনী তার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরীসহ উদ্যানের এক মনোমুগ্ধকর স্থানে উপবেশন পূর্বক তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিল।

ইসাবেলা তৎকালীন প্রধান খৃস্টান ধর্মযাজক বা পাদ্রীর অষ্টাদশ বর্ষিয়া কন্যা। স্রষ্টাপ্রদত্ত অসাধারণ রূপ ও অঙ্গ সৌষ্ঠবে সে যেন বেহেস্তী হুর। মনে হয় কোন সুখ্যাত আমীর অথবা জনপ্রিয় নেতার হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া পুরনার্থে তার জন্ম হয়েছে। কিন্তু ইসাবেলার পিতা তাকে কুমারী মরিয়মের পবিত্র রূহের প্রতিমা স্বরূপ দুনিয়ায় রাখতে ইচ্ছুক। তাই কোন পুরুষের সাথে কন্যার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে তিনি রাজি নন। পাদ্রী সাহেব তার আন্তরিক বাসনা পুরণার্থে প্রিয় কন্যা, সৌন্দর্যের রাণী ইসাবেলাকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। কাজেই ইসাবেলা ধর্মীয় আলোচনায় বিশেষ উৎসাহের সাথে অংশ গ্রহণে আগ্রহী। সে সময় ধর্মীয় শিক্ষা ও আলোচনাই ছিল শিক্ষা ও সভ্যতার প্রধান মাপকাঠি।

উদ্যানের এক কোনে গোলাপ পুষ্পের কেয়ারী সমূহের মাঝে উপবিষ্ট মুসলিম যুবকদ্বয়ের বাহ্যিক আকৃতি ও বেশভূষায় মনে হচ্ছে তারাও কোন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। একটি ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে তারা আলোচনা করছিল। যুবকদ্বয়ের একজনের নাম ওমর লাহমী, অপর জনের নাম মাআ'য।

মাআ'যের প্রশ্ন ঃ খৃস্টীয় মতবাদে তাদের খোদা যীশুর প্রেরীত রাসূল পলের লিখিত এক পত্রে তিনি লিখেছেন, "শরীয়ত একটি অভিশাপ। আর যীশু আগমন করে এই অভিশাপ থেকে খৃস্টীয়গণকে মুক্ত করেছেন"। পলের এই বাক্যটির তাৎপর্য কি ?

ওমর লাহমী (উচ্চহাস্যে) "এ কথার তাৎপর্য আপনি আমার নিকট বুঝতে চান? অথচ স্বয়ং পাদ্রী সাহেবগণই এ কথা...... ।"

অদূরে উপবিষ্ট ইসাবেলা চমকে ওঠল এবং তার এক শিক্ষিতা সহচরকে বলল, দেখ, এই মুসলমানরা আমাদের ধর্মের সমালোচনা করছে। একটু নিরব থেকে শোন তারা কি বলে।

সহচরী ঃ এই মুসলমানেরা এদেশে আসা অবধি আমাদের ধর্মের জন্য একটি বিপদরূপে দেখা দিয়েছে।

ইসাবেলা ঃ তুমিতো নিজের কথাই আরম্ভ করে দিলে একটু নিরব থেকে এদের কথা শোন; দেখ, এরা কি বলে।

মা'আয ঃ এ আপনি কি বলেন, স্বয়ং পাদ্রীগণও একথা বুঝতে অক্ষম। তবে কি তারা না বুঝেই খৃস্ট ধর্মের অনুসরণ করছে?

ওমর লাহমী ঃ জী হ্যাঁ। কোন একজন বড় পাদ্রীকে এই প্রশ্নটি করে দেখুন, তবেই বুঝতে পারবেন, সে কি উত্তর দেয়। যা হোক এতো পরের কথা; এখন বলুন, পলের এই বাক্যে আপনার কি অভিযোগ ?

মাআ'য ঃ আমার কোন অভিযোগ নেই, আমি শুধু তার এই কথার তাৎপর্য বুঝতে চাই। আর যেহেতু আপনার খৃস্টানগণের সাথে আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয় এবং তাদের পুস্তকাদিও আপনি যথেষ্ট পাঠ করেছেন, তাই কথাটি পরিস্কারভাবে বুঝবার জন্য আমি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করলাম। আমি জানতে চাচ্ছি, যখন শরীয়ত একটি অভিশাপ, আর হযরত ঈসা (আ.) এই অভিশাপ থেকে খৃস্টীয়দের মুক্তি দেয়ার জন্যই আগমন করেছিলেন; তবে তো চুরি, ব্যাভিচার, ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইত্যাদিও অবৈধ হওয়ার কথা হয়। অথচ কোন খৃস্টানই এসব অপকর্মকে বৈধ বলে না।

ওমর লাহমী ঃ শরীয়ত অভিশাপ হওঁয়ার সাথে চুরি এবং ব্যাভিচারের সম্পর্ক কি? আপনার কথার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না।

মাআ'য ঃ আমার বলার উদ্দেশ্য হলো হযরত মুসা (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাওরাত হলো একটি শরীয়ত বা উম্মতের জন্য পার্থিব জীবন-যাপনের বিধান। এই গ্রন্থে নির্দেশ আছে, চুরি কর না, ব্যাভিচার করনা, প্রতিবেশীকে দুঃখ, দিওনা নর হত্যা করনা, পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করনা ইত্যাদি। এখন কথা এই যে, মূলতঃ শরীয়তই যদি অভিশাপ হয় তবে শরীয়তের উপর তারাও চলছে, যা পলের বাক্যানুযায়ী জাজ্বল্যমান অভিশাপ। কিন্তু কথা হল এই যে সকল খৃস্টান চুরি, ব্যাভিচার ইত্যাদি অপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখছে তারা সবাই অভিশপ্ত, কেননা শরীয়ত অভিশাপ হওয়া সত্বেও তারা তার অনুসরণ করছে।

ওমর লাহ্মী ঃ ছুবহানাল্লাহ! আপনি এমন এক প্রশ্ন আমার কাছে করেছেন যা আমি নিজেই খৃস্টানদের কাছে উথাপন করে থাকি।

মাআ'য ঃ তাহলে খৃস্টানদের তরফ থেকে আপনি এ প্রশ্নের কি উত্তর পেয়েছেন?

ওমর লাহ্মী ঃ আমি বহুবার এই প্রশ্ন পাদ্রীদের কাছে করেছি, কিন্তু তারা এর কি উত্তর দিবে? কিছুক্ষণ আবোল তাবোল বকে সকলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এমন সময় দূর থেকে মাগরিবের আযানের মধুর সূর লহরী ভেসে আসে। যুবকদ্বয় নিকটস্থ এক হাউযে ওযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। ইসাবেলা এই আকর্ষণীয় আলোচনাটি একাগ্রতার সাথে শুনল। আর যেহেতু যীশুর এলাহিয়্যাত অর্থাৎ খোদায়িত্বের বিষয়ে গবেষণা করার কিছু সুযোগ তার ঘটেছে তাই যুবকদ্বয়ের অভিযোগের গুরুত্ব সে গভীরভাবে উপলব্ধি করছে। সে গভরি চিন্তায় নিমগ্ন, যেন মুসলিম যুবকদ্বয়কে তাদের অভিযোগের যথাপোযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সে তার চিন্তাভাবনার চুড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও কোন উত্তর খুঁজে পেল না। অতঃপর এই চিন্তা নিমগ্নাবস্থায়ই সে সহচরীগণ সহ এই বলে উঠে দাড়াল যে, এই অভিযোগের উত্তর পিতাজীর নিকট থেকে অবশ্যই জানতে হবে।

ইসাবেলা আপন সহচরীগণকে এক চৌরাস্তায় ছেড়ে কর্ডোভা নগরীর পূর্ব প্রান্তের তোরণটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

জিজ্ঞাসা

পরমা সুন্দরী যুবতী ইসাবেলা কর্ডোভা নগরীর পুর্বদ্বারাভ্যান্তরে প্রবেশ মাত্রই সোজা 'ক্বছরে শুহাদা'' নামক বিরাট রাজপ্রাসাদ মুখি সড়কটির ওপর পা রাখল। সে যুগের ইসলামী সরকার স্পেনকে সাজসজ্জায় ও বিলাস ব্যবস্থায় এক নব বধুর রূপ দান করেছিলেন। নগরীর রাজপথগুলোকে সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রারম্ভেই সুদর্শন ঝুলন্ত বেলোয়াড়ী ঝাড়ফানুস হতে এমন উজ্জ্বল আলোচ্ছটা বের হত (ঐতিহাসিতক ডা. ডায়রের মতে) ঐ আলোর সাহায্যে পথচারীরা বিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারত। ক্বছরে শুহাদার মসৃণ সরল রাজপথে বেলোয়াড়ী ঝাড়ফানুসের আলোকে ইসাবেলা চিন্তিত ও অবনত মস্তকে তার বাস ভবনের দিকে চলছে। আজ তার চালচলনে অসাধারণ গাম্ভীর্য পরিস্ফুটিত। তার অভ্যাস ছিল প্রত্যহ সান্ধ্য ভ্রমনের পর ঘরে ফিরার পথে সে তার দু'একজন সহচরীর সাথে অবশ্যই দেখা করত। কিন্তু আজ সে এক গভীর চিন্তায় বিভোর। আধা ঘন্টা পথ চলার পর সে তার প্রাসাদসমতুল্য বাসভবনে পৌঁছল। পরিচারিকা ইসাবেলার অপেক্ষায় ছিল। সে তাকে দেখা মাত্রই অবনত মস্তকে সালাম করল। অতঃপর আজ অপেক্ষাকৃত বিলম্বে ঘরে পৌঁছার কারণ জিজ্ঞেস করলে ইসাবেলা একটি মামুলি উত্তর দিয়ে তাকে বিদায় করল। অতঃপর অপর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে সোফায় বসে একটি ধর্মীয় পুস্তকে মনোনিবেশ করল। পরিচারিকা টেবিলে খাবার পবিবেশন করে ইসাবেলাকে খাদ্য গ্রহনে আহ্বান করে। কিন্তু সে তার চিন্তায় এতই বিভোর যে, পরিচারিকার কোন কথায়ই ভ্রুক্ষেপ না করে পুস্তকেই নিমগ্ন থাকে। যে পুস্তকে সে গবেষণায় রত ছিল তা ছিল বাইবেল। তাতে সে পলের লিখিত সেই পত্রখানা গভীর মনোনিবেশে পাঠ করছিল-যাতে শরীয়তকে অভিশাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে পুনঃ পুনঃ পত্রখানা

পাঠ করছিল, কিন্তু তার তাৎপর্য বুঝতে মোটেই সক্ষম হচ্ছিল না। যতই সে তা নিয়ে গবেষণা করছিল, ততই অভিযোগটি তার হৃদয়ে মজবুত হয়ে শিকড় গাড়ছিল, যা সে উদ্যানের এক কোণে উপবিষ্ট মুসলমান যুবক দু'টির আলোচনা শুনেছিল। অবশেষে তার মস্তিস্ক যখন আর চিন্তা করতে সক্ষম ছিল না অথচ পলের পত্র সমস্যার কোনই সমাধান খুঁজে পেল না, তখন সে এই কথা বলে বাইবেল রেখে দিল যে, পিতাজী ব্যতীত এই হেয়ালীর সমাধান অসম্ভব। তিনি অনায়েসেই এর সমাধান দিতে পারবেন।

ইসাবেলা মনে মনে বলতে লাগল, এত চিন্তার কি প্রয়োজন ? এ কি এমনই প্রশ্ন যার কোন সমাধান নেই ? আমিতো বুঝতে পারিনি বলে আমার দৃষ্টিতে তা একটি বিরাট প্রশ্ন, কিন্তু পিতাজীর নিকট তা কোন প্রশ্নই নয়। কেননা আজ সমগ্র স্পেনে ইলমে এলাহিয়্যাতে (যীশুর খোদায়িত্বের দর্শনে) তার চেয়ে বড় জ্ঞানী আর কেউ নেই।

এই ভেবে সে খাওয়ার টেবিলে খেতে বসল। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পুনরায় বাইবেল পাঠে মননিবেশ করল। কিছুক্ষণ পর বিছানায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন রোববার ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সে গির্জায় গেল। গির্জার অনুষ্ঠানাদি সমাপনান্তে ঘরে প্রত্যাবর্তনের পর স্পেনের সর্ববৃহৎ গির্জার প্রধান পাদ্রী তার প্রিয়কন্যা ইসাবেলাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

বেটি! আজ তুমি এলাহিয়্যাত কলেজে বাইবেলের কোন পাঠ অধ্যায় করেছ? যেহেতু আজকাল তুমি বাইবেলের সুক্ষ্ম ভেদ বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করছ, কাজেই এ সম্বন্ধীয় যে বাক্য তোমার বোধগম্য হবে না তা আমার কাছে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিবে। ইসাবেলা (পিতার হস্ত চুম্বন করে) পিতা ঃ আজ আমি বাইবেল ইউহান্না ৩য় অধ্যায় ২১ নং পদ অধ্যয়ন করেছি, যদি অনুমতি হয় তবে একটি প্রশ্ন করতে চাই, কেননা এখনও আমি তা বুঝতে সক্ষম হইনি।

পাদ্রী ঃ বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন কর বেটি! এখনই আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ইসাবেলা ঃ প্রশ্নটি হলো, ওল্ড টেস্টামেন্টে হযরত মুসার মাধ্যমে যে বারটি নির্দেশ প্রেরিত হয়েছে তা শরীয়ত সম্পর্কিত নয় কি ?

পাদ্রী ঃ হ্যাঁ, এর সম্পূর্ণই শরীয়ত সম্পর্কিত।

ইসাবেলা ঃ খোদাওন্দ প্রেরিত পল তাঁর এক পত্রে লিখেছেন, শরীয়ত একটি অভিশাপ ?

পাদ্রী ঃ অবশ্যই শরীয়ত একটি অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই তো যীশু দুনিয়ায় আগমন করেছেন এবং আমাদের শরীয়তের উৎপীড়ন হতে মুক্তি দিয়ে গেছেন।

ইসাবেলা ঃ বেশ, বুঝতে পারলাম যে, শরীয়ত একটি অভিশাপ, এমন অভীশাপ যা হতে মুক্তি দেয়ার জন্য আমাদের খোদাওন্দকে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হয়েছে; সুতরাং এ কথার অর্থ হলো শরীয়তের অনুসরণ করাও অভিশাপ।

পাদ্রী ঃ সম্পূর্ণ অভিশাপ। এখন শরীয়তের স্থলে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উপর ঈমান স্থাপনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের মুক্তি। কেননা শরীয়তের প্রয়োজন ঐ সময় পর্যন্তই ছিল, যতক্ষণ আমাদের খোদাওন্দ ক্রুশবিদ্ধ হননি।

ইসাবেলা ঃ তবে কি আমাদের জন্য চুরি করাও বৈধ ?

পাদ্রী ঃ এই প্রশ্নের সাথে চুরির কি সম্পর্ক? দেখ বেটি! একটু চিন্তা ভাবনা করে প্রশ্ন করো, অন্য কেউ যদি শুনতে পায় তবে তোমাকে বোকা সাব্যস্ত করবে।

ইসাবেলা ঃ ক্ষমা করুন, সম্ভবতঃ আমি আমার উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে ব্যক্ত করতে পারিনি। আমার উদ্দেশ্য হল, এসব নির্দেশ যাকে আপনি এইমাত্র শরীয়তের গন্ডিভুক্ত করলেন তার একটি হল, চুরি কর না, দ্বিতীয়টি হল প্রতিবেশীকে দুঃখ দিও না, তৃতীয়টি হল পিতা-মাতার সাথে অবাধ্যাচরন কর না। এইসব নির্দেশ শরীয়তের অন্তর্ভূক্ত এবং 'শরীয়ত' খোদাওন্দ প্রেরিত পলের বর্ণনা মতে অভিশাপ। সুতরাং ঐ নির্দেশাবলির অনুসরণ করা অর্থাৎ চুরি না করা, ব্যভিচার না করা, ইত্যাদিও অভিশাপরূপে গণ্য হল। আর এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় যে, চুরি না করা, পিতা-মাতাকে দুঃখ না দেওয়াও অভিশাপ।

পাদ্রী ঃ বেটি, তুমি কি আমার সাথে বিতর্ক আরম্ভ করেছ? এখনও তুমি শরীয়তের শ্রেণী বিভাগ বুঝতে সক্ষম হওনি! কিন্তু সে যাই হোক, প্রথমে বলতো এই ঘৃণিত অভিযোগটি তুমি কার কাছ থেকে শুনেছো? কোন শয়তান তোমার অন্তরে এমন জঘন্য খেয়াল ঢুকিয়েছে?

ইসাবেলা পিতার এইরূপ প্রশ্নে উদ্যানাভ্যন্তরে ওমর লাহমী ও মাআ'যের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোপকথনের সম্পূর্ণ ঘটনা তার পিতাকে বলল।

পাদ্রী ঃ বেটি তুমি জান যে, এই হতভাগা মুসলমানরা সাংঘাতিক কাফের এবং আমাদের পবিত্র ধর্মের চিরশত্রু। মনে রাখবে শয়তানী খেয়াল সমূহের অপক্রিয়াই পবিত্র ধর্মগ্রন্থাবলির উপর অভিযোগে উৎসাহ যোগায়। বেটি, এখনই তওবা কর, আর ভবিষ্যতে মুসলমানদের কোন কথায় কর্ণপাত করবে না। তারা নিজেরাই ধর্মদ্রোহী এবং বিধর্মী, সত্য ধর্মের বদনাম করাই ওদের ধর্ম। বেটি ইসাবেলা! তুমি কি তাদের সম্বন্ধে কিছু জান? ওদের ধর্মে মানুষের রক্তপাত ঘটান ঈমান ও সওয়াবের কাজ। দেখ, আমাদের দেশ স্পেনে তারা জিহাদের নামে কতশত নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করেছে। আর এখন জানতে পারলাম, মুসলমানদের কাছ থেকে তুমি এই অভিযোগ শুনেছো। যদি স্বয়ং তোমার অন্তর হতে এই অভিযোগের উৎপত্তি হত তবে আমি অবশ্যই তা খন্ডন করতাম। কিন্তু ঐ কাফেরদের কত কথার উত্তর দেয়া সম্ভব?

পিতার কথায় ইসাবেলার খুব অনুশোচনা হল। সে মনে মনে বলতে থাকে, আমি অনর্থক মুসলমানদের কথা উল্লেখ করলাম; যদি এমন না করতাম তবে আজ পিতাজীর নিকট থেকে এ গুরুতর সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই পেয়ে যেতাম। যা হোক কোন চিন্তা নেই। আমি এ ব্যাপারে আমার অধ্যাপক মহোদয়ের কাছ থেকে জবাব জেনে নিতে পারব। কলেজে অধ্যাপনার সময় যেমন আমি আমার অবোধগম্য প্রশ্নাদি পেশ করে তার নিকট থেকে বুঝে নেই, তেমনই এই বিদঘুটে প্রশ্নটিও তার কাছে উত্থাপন করলে সরল সমাধান পাব।

পরদিনই ইসাবেলা উক্ত অভিযোগটি তার অধ্যাপকের কাছে উত্থাপন করল, কিন্তু তিনিও এর কোন যুক্তিযুক্ত সমাধান দিয়ে তাকে তুষ্ট করতে পারলেন না। এ যাবত বেচারী ইসাবেলা ধারণা করছিল, তার জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য সমস্যাটি তার কাছে জটিলরূপে দেখা দিয়েছে, নতুবা ধর্মীয় নেতৃবর্গের পক্ষে এর সমাধান দেয়া সহজ বটে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল যে, এ প্রশ্নটি নিশ্চয়ই কোন সাধারণ প্রশ্ন নয়। অতএব তার হৃদয়ে একটি সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হল এবং ক্রমশই তা শক্তিশালী হতে লাগল।

চিঠি

কয়েকদিন পর এক অপরাহ্নে ইসাবেলা কতিপয় সহপাঠিনী ও সহচরীর সঙ্গে পুনরায় ঐ উদ্যানে গমন করল, যে স্থানে পূর্বোল্লেখিত দুজন মুসলমান যুবক বাক্যালাপে রত হয়েছিল। ইসাবেলা তার সঙ্গিনীদের নিয়ে উপবেশন করার পরক্ষণেই দেখা গেল, ওমর লাহমী এবং মাআ'যও তাদের পূর্বস্থানে হাজির এবং বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় মশগুল।

মাআ'য ঃ আজ আমি অতি আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় এক খবর শুনেছি।

ওমর ঃ (চমকিত হয়ে) তা কি ?

মাআ'য ঃ সেদিন আপনি পলের লিখিত পত্রের যে কথাটির উপর অভিযোগ করেছিলেন তা কর্ডোভার সর্বশ্রেষ্ঠ পাদ্রীর কানে পৌঁছেছে, যার ফলে পাদ্রীগণের মধ্যে এক অভুতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর একথাও জানা গেছে যে, অনেক সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে এ কারণে খৃস্ট ধর্মের সত্যতার প্রশ্নের অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে।

ওমর ঃ আরে ভাই! বিষয়টা একটা খোশ গল্পের মত মনে হচ্ছে। আমাদের আলোচনা তখন কে শুনেছিল।

মাআ'য ঃ আমাদের আলোচনা কেউ না শুনলে পাদ্রীমহলে এই চাঞ্চল্য কি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে ?

ওমর ঃ চাঞ্চল্যের একটা কিছু কারণ তো থাকতে হবে ? আমাদের এই অভিযোগ কি পাদ্রীমহলে এই-ই প্রথম?

মাআ'য ঃ গতকাল আমি যা শুনেছি আর যে কারণে খৃস্টান সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে তা হলো আমাদের সেদিনের অভিযোগ। ইতিমধ্যে পাদ্রীগনের মধ্যে এই অভিযোগ নিয়ে কয়েকটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর এ সংবাদ আমি খৃস্টানদের মাধ্যমেই পেয়েছি।

ওমর ঃ শুধু একটি মাত্র অভিযোগেই খৃস্টান সমাজে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, অথচ খৃস্টানদের সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসই হাস্যোৎপাদক। তাদের এ বিশ্বাসটি কি কম হাস্যোৎপাদক যে, পাপ করল আদম আর পাপী সাব্যস্ত হল সমস্ত মানব, এবং শাস্তিও পেল সকলে। সমস্ত পাপী মানুষের পাপের শাস্তি একজন নিষ্পাপ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার পিছনেই বা কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে? আর এই সমস্ত পাপের বোঝা বহন করার জন্য স্বয়ং খোদার পুত্রকে দুনিয়ায় আগমন করতে হল এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগ করতে হল একজন দুর্বল অক্ষম মানুষকে খোদা বানিয়ে দেয়া কি কম বাহাদুরী ? এই সব অভিযোগের উত্তর যদি খৃস্টানদের নিকট থাকে তবে তারা তা পেশ করুক।

মাআ'য ঃ (উচ্চ হাস্যে) যদি এসব অযৌক্তিক কথা খৃস্টান সমাজ হতে প্রচার না হত তবে তাদের যোগ্যতা কিভাবে জানা যেত? যুক্তিপূর্ণ কথাত সকলেই বলতে চায়, কিন্তু যুক্তিহীন কথাগুলির প্রণয়নকারীওত কেউ থাকবে?

ওমর ঃ আমার বিবেচনায় খৃস্টানদের এই চাঞ্চল্য থেকে আমাদের কিছু ফায়দা গ্রহণ করা উচিত।

মাআ'য ঃ প্রস্তাবটি খুবই যুক্তিপূর্ণ। আমাদের মতে এই সময় আমাদের একটি দেয়ালপত্রের মাধ্যমে খৃস্টানদের সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথাগুলি তাতে লিখে প্রকাশ করার এটা মোক্ষম সময়।

ওমর ঃ উত্তম প্রস্তাব আমার বিশ্বাস, এরূপ দেয়ালপত্রে সমগ্র স্পেনের খৃস্টানদের মধ্যে দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে।

অদূরে উদ্যানে এক কোণে উপবিষ্ট ইসাবেলা ও তার সহপাঠিনীরা মনযোগ সহকারে এই আলোচনা শুনে রাগে দাঁত ঘষছিল। ইসাবেলার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। সে সহচরীদের বলল, এই মুসলমানদের অভিযোগের জবাব দেয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য এবং এদের সর্বপ্রকার সন্দেহমুক্ত করে খৃস্টানদের যৌক্তিকতা তাদের সম্মুখে তুলে ধরতে পারলে সম্ভবতঃ খোদাওন্দ যীশু এদের আপন আশ্রয়ে স্থান দিবেন। যদি এরা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তবে সমগ্র স্পেনের খৃস্টান সমাজের জন্য এরা এমন এক বিরাট বিজয় রূপে প্রতিয়মান হবে যে,

এরপর মুসলমানগণ সারা জীবনে আর মস্তক উত্তোলন করতে সাহসী হবে না। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ) খোদাওন্দ! এই কাফের এবং খৃস্টধর্মের দুষমনদের তুমি নিজের কোলে টেনে নাও, যেন দুনিয়ায় তোমার গৌরব সুউচ্চ হয়।

সহচরী ঃ শোন ইসাবেলা এরা যে সাংঘাতিক কাফের। শয়তানকে পরিত্যাগ করে খোদাওন্দ যীশুর আচল এরা স্পর্শ করতে পারবে? তদুপরি বিপদ হলো আমাদের পাদ্রীগণ এদের ভয় করে। তোমার ব্যাকুলতা দেখে আমি গতকালই আমাদের এলাকার পাদ্রী সাহেবগণ সমীপে শরীয়ত এবং অভিশাপের প্রশ্ন তুলেছিলাম। তাঁরা এই বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন যে, "এ কাফেরদের কোন কথায় ভ্রুক্ষেপ করাই আমাদের অনুচিত, এদের অভিযোগের জবাব আলোচনা সমালোচনা বা তর্ক বিতর্ক নয়, বরং এদের প্রকৃত জবাব হল তলোয়ার।" বলত যদি আমাদের পাদ্রী সাহেবগণের অবস্থাই এইরূপ হয়, তবে মুসলমানদের এত স্পর্ধা কেন হবে না?

ইসাবেলা ঃ আসল কথা হল, আমাদের পাদ্রী সাহেবগণ এই অপবিত্র কাফেরদের সম্পর্কীয় কোন কথা বলতেই ঘৃণা বোধ করেন, তাই তাঁরা চুপ থাকেন। তাই বলে তুমি এই ধারণা করতে পার না যে, এই কাফেরদের অভিযোগের জবাব দিতে তারা অক্ষম। অবশ্য যখন তারা জানতে পারবেন যে, অভিযোগ সমূহের জবাব প্রাপ্তহলে বহু মুসলমান খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত; তখন পাদ্রী সাহেবগণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে এদের জবাব দিবেন।

সহচরী ঃ বেশ, তবে এ সম্পর্কে এক চুক্তিপত্র মুসলমানদের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে এদেরকে পাদ্রী সাহেবদের সামনে উপস্থিত করে সামনা সামনি আলোচনা করা উচিত। তা হলে একদিকে যেমন খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদগণ অভিযোগের জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন, তেমনি অপরদিকে এই কাফের মুসলমানগণ আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

ইসাবেলা ঃ খুব ভাল কথা! কিন্তু এই মুসলমানগণ কি এ কথায় রাজী হবে?

সহচরী ঃ কেন হবে না? এই কিছুক্ষণ পূর্বে তুমি এদের মুখে কি শুনলে?

ইসাবেলা ঃ তবে আর বিলম্ব কেন, এদের এখনই বলে দাও, যেন আমাদের পাদ্রী সাহেবগণের সাথে আলোচনার জন্য তারা প্রস্তুত থাকে। এই নাও, আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি চিঠিটি তাদের এখনই পৌঁছে দাও। অতঃপর দেখ, তারা কি জবাব দেয়।

সহচরী ঃ আমাদের পন্ডিতদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করা দরকার যেন এমন না হয় যে, এই মুসলমানগণ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হলো অথচ আমাদের পাদ্রী সাহেবগণ প্রস্তুত নন।

ইসাবেলা ঃ যদি ওরা লিখে দিতে পারে যে, "প্রশ্নের উত্তর পেলে আমরা খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করব" তবে আমাদের পন্ডিতমন্ডলী অবশ্যই এদের সাথে আলোচনা করবেন।

ইসাবেলা অতঃপর চিঠি লিখল ঃ

ক্ষমা করবেন, আপনাদের ব্যক্তিগত আলোচনা আমরা গভীর মনযোগের সাথে শুনেছি। কিন্তু যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ের সাথে আমাদেরও আন্তরিক সম্পর্ক আছে তাই আশা করি, আমাদের এই অনধিকার চর্চা আপনাদের কাছে অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না। আপনি এইমাত্র আপনার সঙ্গীকে বলেছেন, "যদি খৃস্টানদের পাদ্রীগণ শরীয়ত এবং অভিশাপ প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন, তবে আমরা খৃস্টান হয়ে যাব।" আপনি খৃস্টানদের শরীয়ত এবং অভিশাপ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। অতএব আমরা যীশুর কতিপয় সেবিকা আপনার চ্যালেঞ্জকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করলাম, এই শর্তে যে, আপনি এ ব্যাপারে একটি লিখিত ওয়াদাপত্র প্রদান করবেন।

ইতি-
যীশুর জনৈক
সেবিকা

সহচরী ওমর লাহমীর কাছে গিয়ে চিঠিটি তাকে দিল। ওমর লাহমী তখনি তা মাআ'যকে দেখাল, এবং সানন্দে জবাব লিখল ঃ

ধন্যবাদ! আমি অঙ্গীকার করছি, যদি আপনার ধর্মীয় গুরুজনেরা শরীয়ত এবং অভিশাপের গোলক ধাঁধার সমাধান দিতে পারেন, তবে

নিশ্চিত জানবেন যে, আমি এবং আমার সাথীগণসহ অবশ্যই আপনার ধর্ম অবলম্বন করব। বলুন কোন স্থানে, কোন সময়ে আলোচনার জন্য হাজির হব।

ইতি-
ইসলামের নগণ্য খাদেম,
ওমর লাহমী

ইসাবেলা এই লেখা পাঠ করে উত্তর দিল ঃ

সময় এবং স্থান সম্পর্কে আগামীকাল আমি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আপনাকে জনাব দিব।

ইতি-
খাদেমা ইসাবেলা

কর্ডোভা উদ্যান থেকে বের হয়ে ইসাবেলার সর্বপ্রথম চিন্তা এই হল যে, মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার জন্য কোন খৃস্টীয় ধর্মবেত্তাকে প্রস্তুত করা কর্তব্য। তাই ঘরে ফেরার পূর্বে তার কলেজের অধ্যাপকের নিকট পৌঁছল এবং সমস্ত ঘটনা তাঁর নিকট ব্যক্ত করল। অধ্যাপক স্বয়ং একজন পাদ্রী এবং যীশুর খোদায়ীত্যের দর্শনে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইসাবেলার অস্বস্তি দেখে তিরস্কার করলেন এবং বললেন "এ কি এমনই কোন প্রশ্ন, যার জন্য এত অস্থির হতে হবে? ইসাবেলা ওমর লাহমীর লিখিত সে চিঠি অধ্যাপককে দেখাল যাতে সে লিখে দিয়েছিল যে, যদি খৃস্টানগণ তার প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে পারে তবে সে তার সাথিগণসহ খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করবে।" চিঠিটি পাঠ করে অধ্যাপক আলোচ্য ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন এবং এও বুঝতে সক্ষম হলেন যে, ব্যাপারটি সাধারণ নয়, অতএব আরও কতিপয় বিখ্যাত ধর্মবেত্তার সহায়তারও বিশেষ প্রয়োজন।

অতঃপর অধ্যাপক ইসাবেলাকে সান্তনা দিয়ে বিদায় করলেন এবং বলে দিলেন, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে আলোচনার সময় এবং স্থান নির্ধারণ করা হবে।

ইসাবেলা বিদায় গ্রহণ করে চিন্তিত হৃদয়েই গৃহে পৌঁছল, এবং সারারাত তার নেহায়েত অস্থিরতার মধ্যে কাটল। ঐ এক চিন্তাই তার মস্তিষ্কে বারংবার আঘাত করতে লাগল যে, আগামীকাল পরিস্থিতি কোন রূপ ধারণ করবে ? যদি আমাদের ধর্মবেত্তাগণ মুসলমানদের অভিযোগের মীমাংসা করে দিতে অক্ষম হন, তবে সমগ্র স্পেনের খৃস্টানদের নাক চিরতরে কর্তিত হবে। কোন প্রকারে রাত্রি অতিবাহিত হল। ইসাবেলা তার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বাইবেল নিয়ে গবেষণায় নিবিষ্ট হল। দিবা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হওয়ার পর সে তার দুইজন সহচরীসহ অধ্যাপক মহোদয়ের গৃহাভিমুখে যাত্রা করল, পৌঁছার পর তারা দেখতে পেল শহরের বড় বড় পাদ্রী তথায় জমায়েত হয়েছেন এবং সকলেই যেন অপর কারো জন্য অপেক্ষমান। ইতিমধ্যে একজন বিশিষ্ট পাদ্রী শুভাগমন করলেন এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করার মহান দায়িত্ব তার উপরই ন্যাস্ত হল।

অতঃপর ইসাবেলার অধ্যাপক মহোদয় দন্ডায়মান হয়ে যীশুর গুনকীর্তন সমাপনান্তে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এক বক্তৃতা প্রদান করলেন। বক্তৃতায় তিনি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য এবং সকল বিধর্মী মুসলমানকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টায় অসীম সাহসের সাথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উপস্থিত ধর্মবেত্তাগণকে আহ্বান জানালেন।

জনৈক পাদ্রী ঃ আমিতো ধারণা করেছিলাম, কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্যই আমাদের আহ্বান করা হয়েছে কিন্তু এখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম অতি সাধারণ ব্যাপার। ঐ বিধর্মীদের এখনই এই স্থানে ডেকে আনা হোক, আমাদের মধ্য হতে যে কেউ তাদের অভিযোগের মীমাংসা করে দেবে।

দ্বিতীয় পাদ্রী ঃ ব্যাপারটি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, মুসলমানদের সাথে বিতর্ক আমাদের অহরহই হয়ে থাকে; কিন্তু যেহেতু ব্যাপক প্রচারিত হয়েছে যে, মুসলমানদের কোন অভিযোগের উত্তর খৃস্টানদের কছে নেই, কাজেই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ, আলোচনার জন্য একটি সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে মুসলমানদের জানিয়ে দেয়া হোক।

জনৈক পাদ্রী ঃ আপনার প্রস্তাবটি যুক্তিপূর্ণ। ইসাবেলার পিতা স্বয়ং বড় গীর্জার প্রধান যাজক; কাজেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করা এবং আলোচনার ব্যাপারে তাঁর সম্মতি লাভ করাও আমাদের জন্য সহজতর হবে। কেননা তিনিই হবেন আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যম।

দ্বিতীয় পাদ্রী ঃ ইসাবেলার পিতা সমগ্র স্পেনের প্রধান পাদ্রী। আর সকলেই জানে যে, আজ খৃস্টধর্মের সূক্ষ্ম তত্ব ও গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে অধিক অভিজ্ঞ আর কেউ নেই। অতএব এ ব্যাপারে তাঁর সহায়তা অত্যন্ত জরুরী।

মিখাইল (ইসাবেলার অধ্যাপক) ঃ তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোট কথা সমবেত সকলেই প্রস্তাবটি সমর্থন করল এবং মোকাবেলার জন্য দিন ধার্য করা হল রবিবার। ইসাবেলার কথায় অধ্যাপক মিখাইল ওমর লাহমীর নামে একটি চিঠিও লিখে দিল, যাতে সে নির্বিঘ্নে গির্জায় প্রবেশ করতে পারে।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রায় দুই ঘন্টা বাকী আছে। ইসাবেলা উদ্যানে যাওয়ার পূর্বে তার জরুরী কর্মগুলি সমাধা করে নিল। ইতোমধ্যে তার দুইজন সহচরীও এসে পৌঁছল্ সে তাদের সঙ্গে নিয়ে সানন্দে উদ্যানের দিকে যাত্রা করল। উদ্যানে পৌঁছে দেখতে পেল ওমর লাহমী ও মাআ'য তাদের আরো কতিপয় সঙ্গীসহ সেখানে উপস্থিত। ইসাবেলা স্বহস্তে অধ্যপক মিখাইলের লিখিত চিঠিটি ওমর লাহমীকে প্রদান করল। তা উন্মুক্ত করে তারা সকলেই পাঠ করল।

মাআ'য ঃ (ইসাবেলাকে লক্ষ্য করে) আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার এই প্রচেষ্টার ফলে যদি আমাদের উভয় পক্ষের কারো হৃদয় সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়, তবে এর প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আপনাকেই প্রদান করবেন।

ওমর লাহমী ঃ (সাথীদের লক্ষ্য করে) এই ভদ্রমহিলা খৃস্টিয় ফিলসফী এবং যীশুর খোদায়িত্বের দর্শনে অভিজ্ঞ। দেখুন, এর আন্ত রিক প্রেরণা কত মহৎ। আমাদের কুফরীর অন্ধকার হতে উদ্ধার করবার জন্য কত চেষ্টা করছেন।

ইসাবেলা ঃ আমি আমার খোদাওন্দ যীশুর এক নগন্য সেবিকা মাত্র। আপনারা আমাদের আহবানে সাড়া প্রদান করেছেন সে জন্য আপনাদের জানাই ধন্যবাদ!

জনৈক মুসলিম ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্! দেখুন, খৃস্টনগণ কত বড় মুশরিক, যীশুকে বলে খোদা! নিশ্চয়ই এদের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, নতুবা জন্ম মৃত্যুর অধীন একজন মানুষকে............।

ওমর লাহমী ঃ আপনিতো এখানেই বিতর্ক আরম্ভ করে দিলেন, এর মিমাংসাতো আগামীকাল বড় গির্জার অভ্যন্তরে ঘটবে (ইসাবেলাকে লক্ষ্য করে) আপনি আমাদের পক্ষ হতে পাদ্রী সাহেবগনকে এ সম্বন্ধে নিশ্চিতকরে দিবেন যে, আমরা সকালে নাশ্‌তা ইত্যাদি সমাধান করে বড় গির্জায় হাজির হব।

ইসাবেলা অন্যান্য দিনের মত উদ্যানে বসে আলাপে মশগুল না হয়ে আপন সহচরীগণসহ উদ্যান হতে বের হয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। কেননা তাকে ঘরে ফিরে পরদিনের সভার এন্তেযাম ও জরুরী পরামর্শ করতে হবে।

প্রথম অধিবেশন

ইসাবেলা ঘরে পৌঁছে নিজ কাজে ব্যস্ত হল অপরদিকে ওমর লাহমী এবং মাআ'যও ঘরে পৌঁছে কুরআন হাকীম এবং বাইবেল নিয়ে গবেষণায় মননিবেশ করেন। যে সব জরুরী বিষয়ে আলোচনা করতে হবে তা সংক্ষেপে নোট করে নেন।

সকালেই জানা গেল আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের খবর কর্ডোভা নগরীর আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কারো কর্ণে পৌঁছতে বাকী নেই। সবাই দলে দলে গীর্জায় যেতে শুরু করল। কতিপয় বিশিষ্ট মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন মুসলমানকে গির্জায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। ফলে অগণিত মুসলমান গির্জার বহিরাঙ্গণ হতেই নিরাশ হৃদয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। ওমর লাহমী, মাআ'য এবং কর্ডোভার কতিপয়

উলামায়ে ইসলাম গীর্জার দ্বারে পৌঁছলেন। কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার পর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তারা দেখলেন কর্ডোভার বিখ্যাত পাদ্রীগণ মুসলমানেরা যাতে খৃস্টধর্মের ছায়ায় স্থান লাভ করতে পারে তদুদ্দেশ্যে প্রার্থনায় রত আছেন। কিছুক্ষণ পর আলোচনা শুরু হল। ইসাবেলা এবং তার সহচরীগণ সকলেই সভায় উপস্থিত।

মিখাইল ঃ জানতে পারলাম, খৃস্ট ধর্ম সম্পর্কে আপনাদের অন্তরে কিছু সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে, তার নিরসনকল্পে আপনারা এখানে শুভাগমন করেছেন। আর এ ওয়াদাও করেছেন যে, সঠিক উত্তর পেলে আপনারা ইসলাম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন।

ওমর লাহমী ঃ খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের ধর্মের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোনরূপ সন্দেহ নেই, বরং আমাদের ইয়াকীন এবং দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের ধর্মটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যদি আপনারা নিজ ধর্ম বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং সন্তোষ জনক উত্তর প্রদানে সক্ষম হন, তবে নিশ্চয়ই আমরা সকলে নিঃসন্দেহে আপনাদের ধর্ম গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি।

অতঃপর অধ্যাপক মিখাইল পাদ্রীগণের মধ্য হতে জনৈক প্রবীণ ব্যক্তিকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করলেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে ওমর লাহমীর সম্মুখে এসে উপবেশন করলেন। এই প্রবীণ পাদ্রীর নাম পিটার্স। আরবী ভাষা ও ইসলামী ধর্মগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শি বলে তার অসম্ভব রকম খ্যাতি রয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করে তিনি খৃস্টান জগতে বিশেষ গৌরবের আসন দখল করে আছেন। মোটকথা সমগ্র স্পেনে মুসলমানদের সাথে তর্কযুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য তিনিই সুযোগ্য ব্যক্তি। তিনি ওমর লাহমীর সাথে বিশেষ গাম্ভীর্য সহকারে ও মুরুব্বীয়ানা ভঙ্গিতে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন ঃ

আমি শুনতে পেলাম খোদাওন্দ প্রেরিত পল শরীয়তকে অভিশাপ বলে ব্যক্ত করেছেন, যে সম্বন্ধে আপনার এক বিরাট অভিযোগ। যাহোক, এটাতো একটা আনুসঙ্গিক প্রশ্ন; বুনিয়াদী বা মৌলিক বিষয়ের উপর আলোচনা হওয়া কর্তব্য। আপনারা মুসলমান এবং কুরআনের উপর বিশ্বাসী; কাজেই খোদাওন্দ যীশু এবং খৃস্টধর্মের ফয়সালা আপনাদের কুরআন দ্বারা হওয়াই সমিচীন।

ওমর ঃ আমি আমার চিঠির মাধ্যমে পূর্বেই আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দিয়েছি; আপনি আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেও তা স্বীকার করেছেন। অথচ আপনি এখন অন্য বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করতে উন্মুখ। আমি লিখে দিয়েছি শরীয়ত এবং অভিশাপ সম্বন্ধে আলোচনা হবে, এখন তাতে আপনার আপত্তির কি কারন থাকতে পারে ?

পিটার্স ঃ আমরা আপনার আসল প্রশ্নের জবাব দিতেও প্রস্তুত, তবে প্রথমে মৌলিক বিষয়ের সমাধান হোক এবং তাও আপনাদের কুরআন দ্বারাই করা হবে। খোদাওন্দ যীশুকে আপনাদের কুরআনে কি রূহুল্লাহ, কালিমাতুল্লাহ বলা হয় নি? তার সম্বন্ধে কি কুরআনে লেখা হয় নি যে, তিনি মৃতকে জিন্দা করতেন ? অতএব, যদি আপনাদের ঈমান কুরআনের উপর থাকে, তবে যীশুর 'ইব্‌নুল্লাহ (খোদার পুত্র) হওয়ায় আপনাদের সন্দেহ কেন?

ওমর লাহমী ঃ আপনি তো একটি স্বতন্ত্র বিতর্ক শুরু করে দিলেন, যার সাথে আজকের আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। আমাদেরকে তো শুধু শরীয়ত এবং অভিশাপের সম্পর্কটি বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই এখানে আহবান করা হয়েছে। যদি আপনার উক্ত বিষয়ে কিছু বলবার থাকে, তবে বলুন নতুবা আমাদের বিদায় দিন।

পিটার্স ঃ আমি তো আপনাদেরই কুরআন আপনাদের সামনে পেশ করছি এবং চাচ্ছি যে, প্রথমে মৌলিক বিষয়ের সমাধান হয়ে যাক, কিন্তু আপনি মূল থেকে সরে গিয়ে শাখা প্র-শাখায় বিচরণ করতে চাচ্ছেন। এর দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, এর কোন জাবাব আপনার কাছে নেই।

ওমর ঃ বেশ কথা! আপনি মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করতে চান, অথচ আপনি ধর্ম গ্রন্থাদি হতে দূরে থেকে এবং কুরআনের আশ্রয় গ্রহণ করে ? যদি মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতে হয় তবে আসুন সর্বপ্রথম এই আলোচনা হোক যে, হযরত আদম (আ.) গোনাহ্ করেছিলেন কিনা। যদি তিনি গোনাহ করেছিলেন বলে সাব্যস্ত হয় তবে এই কথার উপর আলোচনা হবে যে, ঐ গোনাহ বংশানুক্রমে মানব জাতির মধ্যে সংক্রমিত হয়ে আসছে কি না। অর্থাৎ আমাদের

গোনাহের দরুণ সমস্ত মানুষ সভাবতঃ ও জন্মগত ভাবেই গোনাহ্গার হয়ে থাকে বলে প্রমানিত হয়, তবে আলোচনা হবে যে, গোনাহ্ কিভাবে বিদূরিত হতে পারে। অতঃপর যীশুর বেগোনাহ্ বা নিস্পাপ হওয়া সম্বন্ধে বাইবেল অনুযায়ী আলোচনা হবে। এর পর আপনাকে প্রমাণ দিতে হবে যে, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এবং সমস্ত গোনাহ মানুষের পরিবর্তে তিন দিন পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান করেছেন। কুরআন আপনাদের সম্পর্কে কি বলে সে আলোচনা নিস্প্রয়োজন, আপনাদের দাবী বাইবেল দ্বারাই প্রমাণিত হওয়া বিধেয়।

পিটার্স ঃ আপনার সমস্ত কথাই বেকার। আমরাত কুরআন দ্বারাই প্রমান করব যে, যীশু রূহুল্লাহ ছিলেন, তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন অতএব খৃস্ট ধর্ম সত্য।

ওমর ঃ বেশ, আমি এ ব্যাপারে (ইসাবেলার দিকে ইঙ্গিত করে) আপনাকে বিচারক মনোনিত করলাম। এখন আপনাকেই ফয়সালা করতে হবে যে, আমি আপনার চিঠির জবাবে কি লিখেছিলাম এবং আপনারা কেন আমাদেরকে এখানে আহবান করেছেন?

ইসাবেলা ঃ আসল আলোচ্য বিষয় এটাই যে, শরীয়ত অভিশাপ কিনা। যদি অভিশাপ হয়, তবে তা অনুসরণ করে খৃস্টানগণ কেন অভিশপ্ত হচ্ছে। কিন্তু শ্রদ্ধেয় পিটার্সের কথাও অমূলক নয় তবে এতে আমার ফয়সালা হলো প্রথমে আপনার অভিযোগেরই জবাব দেয়া হোক, অতঃপর শ্রদ্ধেয় পিটার্স কুরআন হতে যে প্রশ্ন করবেন আপনি তার জবাব দিবেন।

ওমর ঃ আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত থাকা সত্বেও আপনাকে অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে আলোচনার স্বাধীনতা দেয়া আমার খুশীর উপর নির্ভরশীল। যা হোক আমি আপনার কাছে ওয়াদা করছি, যদি আপনি আমার প্রশ্নের সমাধান দিতে পারেন, তবে আমিও আপনাকে স্বাধীন মত প্রশ্ন করবার অনমুতি দিব। কিন্তু আমার দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা যখন খৃস্টান হয়ে যাব, তখন আর অতিরিক্ত প্রশ্নেরই কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

পিটার্স ঃ আচ্ছা জনাব! আপনার প্রশ্নটি একটু খুলে বর্ণনা করুণ যেন তার উদ্দেশ্য সবিস্তারে প্রকাশ হয়।

ওমর ঃ আপনি আমার এক একটি কথার জবাব ক্রমান্বয়ে দিতে থাকুন; তাহলে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সবিস্তারে প্রকাশ পাবে। বলুন, ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত "তুমি ব্যভিচার কর না, চুরি কর না, নরহত্যা কর না, প্রতবেশীকে দুঃখ দিও না" ইত্যাদি আদেশগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত কিনা ?

পিটার্স ঃ অবশ্যই এগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত আদেশ।

ওমর ঃ আর শরীয়ত সম্পর্কে পলের ফতোয়া কি?

পিটার্স ঃ 'ফতোয়া' কি তা বুঝতে পারলাম না।

ওমর ঃ আপনি আমার কথা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছেন, অবশ্য জবাব প্রদানে দ্বিধায় পতিত হয়েছেন। পল শরীয়তকে অভিশাপ বলে কিনা, এ কথার জবাব দিন।

পিটার্স ঃ পল শরীয়তকে এই অর্থে অভিশাপ বলেছেন যে, শরীয়তের মগজ বা সার বিষয় স্বয়ং যীশুর রূপ ধারণ করে আগমন করেছে। এমতাবস্থায় মগজ পরিত্যাগ করে ছিলকা কামড়াতে থাকা মূর্খতা নয় কি?

ওমর ঃ আমিও এটাই বলতে চাই যে, পল শরীয়তকে দেহ এবং যীশুকে আত্মা আখ্যায়িত করে শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন। আর যেহেতু আপনারই স্বীকৃত মতে ওল্ড টেস্টামেন্টের ঐ আদেশগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত; অতএব, হত্যা, ব্যভিচার, ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও অভিশাপ।

পিটার্স ঃ আসল কথা হলো, পবিত্র আত্মার শুভ দৃষ্টির সহায়তা ব্যতীত এই সব সূক্ষ্ম তত্ব বোধগম্য হওয়া আপনার জন্য অসম্ভব। আর কোন বিষয় কারো বোধগম্য না হলেই তা ভুল বলে প্রমাণিত হয় না। খোদাওন্দ প্রেরিত পল শুধু বাহ্যিক শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন, সর্বপ্রকার শরীয়তকে নয়।

ওমর ঃ যথার্থ বলেছেন! পল দৈহিক শরীয়তকে অভিশাপ বলেছেন এতে কোনই সন্দেহ নেই। এখন আপনি বলুন, ব্যভিচার, চুরি, পিতা মাতার অবাধ্যাচরণ ইত্যাদি হতে বিরত থাকা কি দৈহিক বা বাহ্যিক শরীয়তের বিষয় নয়?

পিটার্স ঃ আপনি তো ঐ এক কথার উপরই দাড়িয়ে আছেন। জেনে রাখুন, পলের মোকাবেলায় যীশুর বাক্যই অগ্রণ্য। আর যীশু বলেছেন, "তোমরা শরীয়তের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য কর।" (মথি লিখিত বাইবেল দ্রষ্টব্য)।

ওমর ঃ আপনার কথায় প্রমানিত হল যে, মানুষের মুক্তির জন্য শরীয়ত ব্যবস্থা পালন অত্যাবশ্যকীয়। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আপনারা আপনাদের খোদাওন্দের পুত্রকে ক্রুশে হত্যা করে পাপের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী কেন রচনা করেছেন? শরীয়তের ব্যবস্থানুযায়ী চলাই যদি আবশ্যকীয় হয় তবে এই অনর্থক প্রায়শ্চিত্তের ঝামেলা খাড়া করার কি প্রয়োজন? যীশু আত্মহত্যা করে বা নিহত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে যাওয়ার পরেও কি শরীয়ত ব্যবস্থার নির্দেশ মোতাবেক চলার প্রয়োজন বাকী রয়ে গেল।

পিটার্স ঃ আমাদের খোদাওন্দ তাঁর ব্যবস্থার নির্দেশ মোতাবেক চলার আদেশ আমাদের দিয়েছেন বলেই আমরা তদ্রুপ চলি। এ ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানি না। অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত শুধু শরীয়তের অনুসরণ দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে না।

ওমর ঃ তবেত মুসা, দাউদ, সুলায়মান, আউয়ূব, ইউসূফ, নূহ এবং অন্যান্য আম্বিয়া (আ.) ও তাদের উম্মতগণ মুক্তি পাবেন না বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা তাদের নিকট শরীয়ত ব্যতীত মুক্তির অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না।

পিটার্স ঃ খোদাওন্দ যীশুর পূর্বে মুক্তির ব্যবস্থা শরীয়তই ছিল, কিন্তু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দ্বারা উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং এই প্রায়শ্চিত্তই সাব্যস্ত হয়েছে মুক্তির উপায়।

ওমর ঃ আপনি সর্বপ্রথম পলের বাক্যানুযায়ী শরীয়তকে অভিশাপ বলে স্বীকার করেছেন। অতঃপর অভিশাপ হওয়া অস্বীকার করেছেন, কিন্তু এই শরীয়তই যে একমাত্র মুক্তির ব্যবস্থা এখন একথা স্বীকার করতে আপনি সম্মত নন। আপনি কি আপনার পূর্ববর্তী কোন মহৎজনের বাক্যকে আপনার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেত পারেন ?

এক ব্যক্তি ঃ মহোদয়গণ! আসল কথা হলো এই বিষয়ের আলোচনা সম্পূর্ণ ধর্মহীনতা। এর সম্পূর্ণই গুপ্তভেদ সম্পর্কিত ব্যাপার।

খোদাওন্দ প্রেরিত পল শরীয়তকে নিঃসন্দেহে অভিশাপ বলেছেন এবং বাস্তবেও তা অভিশাপ, কিন্তু আপনারা এই সব গুপ্ত ভেদ বুঝবার যোগ্যতা রাখেন না। আমাদের মুক্তির এক মাত্র উপায় যীশুর খোদায়িত্ব এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্ত। কেননা তিনি গোনাহ্ থেকে মুক্ত এবং পবিত্র দেহ বিশিষ্ট খোদা ছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ নিজেরা আপোসে ঝগড়া বাধাইও না! তোমরা তো শ্রদ্ধেয় পিটার্সের কথার প্রতিবাদ শুরু করে দিয়েছ।

ওমর ঃ গলদ এবং ভিত্তিহীন কথার পরিণতি এই রূপই হয়ে থাকে। এখন আপনাদেরই আর এক ব্যক্তি যীশুর প্রায়শ্চিত্ত এবং খোদায়িত্বের বিতর্ক শুরু করে দিয়েছেন। প্রথমে শরীয়ত এবং অভিশাপের ব্যাপার শেষ হতে দিন।

পিটার্স ঃ আপনাকে সঠিক জবাব দেয়া হয়ে গিয়েছে। এখন এক সপ্তাহের সময় দেয়া যাচ্ছে যদি এই সময়ের মধ্যে আপনার অন্তরের খটকা বিদূরীত না হয়, তবে পুনরায় এখানে আসতে পারেন।

ওমর ঃ আপনি শরীয়তকে অভিশাপ মনে করেন না। আর আপনারই অপর ভাই বলছেন, শরীয়ত অবশ্যই অভিশাপ এবং পল যা লিখেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এখন বলুন আপনাদের উভয়ের মধ্যে কার কথা সত্য?

পিটার্স ঃ যারা খৃস্ট ধর্মের গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধে এরূপ বলে তারা অজ্ঞ। অতএব আপনি তাদের কথার প্রতি মোটেই লক্ষ্য করবেন না।

ওমর ঃ (ইসাবেলাকে উদ্দেশ্য করে) আপনি বলুন, এই উভয়ের মধ্যে কে সত্য ? আর শরীয়তকে অভিশাপ লেখার ব্যাপারে কি পল ভুল করেছেন ?

ইসাবেলা ঃ আমিত আপনাদের আলোচনা শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি মাত্র। কাজেই কোন পক্ষের ব্যাপরেই দখল দিতে আমি অক্ষম। অবশ্য আমি আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহোদয় সমীপে আবেদন করছি যে, তিনি তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে অত্র সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করুন। কেননা আমাদের সম্মানিত অতিথির কথা আর কি বলব ? আমি নিজেই এখনও এ সম্বন্ধে বুঝতে সক্ষম হইনি।

ইসাবেলার এই কথায় উপস্থিত খৃস্টানগণের উপর যেন বজ্রাঘাত হল। সবাই একে অন্যের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগল। কিছুক্ষণ হতভম্ব অবস্থায় থাকার পর অধ্যপক মিখাইল দন্ডায়মান হলো এবং সভাকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা শুরু করলেন ঃ

ভাইসব! আমরা এখানে নিজ নিজ ঈমান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি। আর নিঃসন্দেহে এটা একটি পবিত্র কাজ। কিন্তু এ কাজে সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন সত্যকে গ্রহণ করার আগ্রহ এবং নিষ্ঠা পরিপূর্ণ হৃদয়। ঈমান এমনই একটি বিষয় যা খোদাওন্দের কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত মানুষ শুধু তার নিজ চেষ্টায় অর্জন করতে পারে না। অতএব আসুন, আপনারা এবং আমরা সকলে মিলে খোদাওন্দের দরবারে মিনতি সহকারে প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমাদের উপর আজকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ব উদঘাটিত করে দিন এবং খৃস্টধর্মের গুপ্তভেদ আমাদের বুঝিয়ে দিন। (সমবেত খৃস্টানদের তরফ থেকে উচ্চঃস্বরে আওয়াজ উত্থিত হল, আমীন!) মহোদয়গণ! শরীয়ত অভিশাপ কি না তা একটি বেহুদা প্রশ্ন। আসল কথা হলো, খৃস্ট ধর্মের মূল তত্ব ও মূল বিশ্বাসের জ্ঞান আমাদের মুসলিম ভাইগণের নেই। কাজেই তারা অমূলক প্রশ্ন করে থাকেন। আমাদের ধর্মের সারাংশ শুধু দুটি কথার দ্বারাই প্রকাশ হয়। খোদাওন্দ যীশুর খোদায়ীত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত। এই দুটি যে ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হয়েছে, গোটা খৃস্ট ধর্মের সম্পূর্ণ গুপ্তভেদই সে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। পিতাজী খোদাওন্দের এটা কত বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে প্রেরণ করেছেন, যিনি জগতে আগমন করে কেবল আমাদেরই জন্য কত যাতনা সহ্য করেছেন। এমনকি ক্রুশে মৃত্যু বরণ করে আমাদের পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। কাজেই আমি আমার বন্ধু ওমর লাহমী এবং তর সঙ্গীদের নিকট এই আবেদন করব যে, আপনারা শরীয়ত এবং অভিশাপের নিরর্থক আলোচনা পরিত্যাগ করে খোদাওন্দ যীশুর পবিত্র অস্তিত্ব এবং এর অভূতপূর্ব প্রায়শ্চিত্তের উপর গভীর চিন্তা করুন এবং খৃস্ট ধর্মের উপর ঈমান স্থাপন করুন।

ওমর ঃ আমরা এখানে খোশ-আলাপের উদ্দেশ্যে আগমন করিনি। আমরা একটি নীতি মালার অধীনে নিয়মতান্ত্রিক আলোচনা করতে

ইচ্ছুক। আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় চিঠির মাধ্যমে পূর্বেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যার সাক্ষ্য আমাদের বোন ইসাবেলা স্বয়ং। এখন আপনারা চাচ্ছেন যে, আমি নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগ করে যীশুর খোদায়ীত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করি। বেশ আমি এর জন্যও প্রস্তুত আছি, তবে এই শর্তের উপর যে, আপনাকে লিখে দিতে হবে, "শরীয়তের আলোচনা পরিত্যাগ করে শুধু যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হবে"।

পিটার্স ঃ আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি আলোচনা না করুন; বরং আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন পরিত্রান পূর্বক মৌলিক বিষয়ের উপর চিন্তা করুন।

ওমর ঃ তাহলে আপনারা আমাদেরকে এখানে কেন ডেকেছেন ? চিন্তা করার জন্য তো গির্জা অথবা মসজিদের কোন প্রয়োজন নেই। যদি আপনারা আলোচনা করতে অসম্মত হন, তবে পরিষ্কারভাবে তা জ্ঞাপন করুন, যেন সময়ের অপব্যয় থেকে আমরা রক্ষা পাই।

মিখাইল ঃ মহামান্য পিটার্সের কথায় আপনার অন্তরে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য এ নয় যে, এই সম্পর্কীয় আলোচনা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেয়া হোক, বরং উদ্দেশ্য হল, আপনি মৌলিক বিষয়ের উপর চিন্তা করে প্রশ্ন করতে পারেন। যা হোক, এখন বেলা দ্বি-প্রহর হয়ে গেছে, আপনাদের আহার করতে হবে। অতএব বলুন, পুনরায় কোনদিন আপনাদের শুভাগমণ হবে ?

ওমর ঃ এখনইত সর্বোত্তম সময়। কে বলতে পারে ভবিষ্যতে এমন শুভযোগ আর ঘটবে কিনা ?

মিখাইল ঃ আপনাদের তো নামাযও পড়তে হবে?

ওমর ঃ নামায আমরা এই গির্জায়ই পড়ে নিব। ইসলামে নামাযের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত নয়।

পিটার্স ঃ আমার মতে আগামী রবিবার পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হোক।

ওমর ঃ কিন্তু আমার অভিমত হল, আলোচনা মুলতবী করা না হোক। হয়তো খোদা আমাদের সবাইকে সত্য সরল পথে পরিচালিত করবেন।

মিখাইল ঃ আচ্ছা, তবে আজকের মত আগামীকালও আলোচনা হোক এবং দ্বি-প্রহরের মধ্যেই শেষ করা হোক।

ইসাবেলা ঃ যদি আগামী কালই পুনরায় আলোচনা করতে হয়, তবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত নয় বরং সন্ধ্যা পর্যন্ত তা' চলতে দেয়া হোক, যেন একটি সুফল লাভে আমরা সমর্থ হই।

মিখাইল ঃ কখনই নয়, আমাদের কি অন্য কোন কাজ নেই?

ইসাবেলা ঃ আমার ধারণায় এই কাজের চেয়ে বেশী জরুরী অন্য কোন কাজ হতে পারে না।

মোট কথা, পরদিন সোমবার সকাল থেকে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত পূনরায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হল। প্রথম অধিবেশন এ পর্যন্তই সমাপ্ত হল। ওমর লাহমী সমবেত খৃস্টানগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীগণসহ গৃহে রওয়ানা হলেন। পাদ্রীগণ এবং ইসাবেলা গির্জার অভ্যন্তরেই উপবিষ্ট রইলেন।

জনৈক পাদ্রী ঃ বড়ই আফসোছ যে, আপনারা এই বিধর্মীদের অভিযোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং আমাদের পবিত্র ধর্মকে বিদ্রুপের বস্তুতে পরিনত করেছেন। এই বিধর্মীদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা শুধু তাদের সম্মুখে কুরআন খুলে ধরা। মহামান্য পিটার্স তো প্রথমে এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু আফসোছ যে, এরা চালাকির সাহায্যে আত্মরক্ষা করল এবং শরীয়তের আলোচনা আকড়িয়ে রইল। আগামী দিনের আলোচনাও যদি আজকের নিয়মে চলতে থাকে তবে তাদের অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হবে। কারণ যে সকল বিষয়ে অবগত হতে চায়, তা খোদাওন্দের নিরেট গুপ্ত ভেদ সম্বন্ধীয় ব্যাপার, যা কেবল পাদ্রীগণই তপস্যা বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম, অপর কেউ নয়।

মিখাইল ঃ আসলে আমাদের আলোচনার সূচনাই গলদ্ হয়েছে। নতুবা কেবল কুরআন দ্বারাই এদের জব্দ করা সম্ভব হত। কুরআনে কি খোদাওন্দ যীশুকে সৃষ্টি এবং জীবিতকারী উল্লেখ করা হয়নি? ঐ কুরআনেই কি তাঁকে রূহুল্লাহ্ বলা হয়নি?

পিটার্স ঃ কিন্তু আগামী দিনের আলোচনার বিষয়ও তো নির্ধারিত হয়েছে যে, কেবল যীশুর খোদায়ীত্ব ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আলোচনা হবে। দেখ, আমি এই কুরআনের রাস্তায়ই তাদেরকে অতি সহজ ও

সুন্দরভাবে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মিখাইল ওদের কথা বলার সুযোগ করে দিল।

মিখাইল ঃ আপনি অনর্থক আমাকে অপরাধী করবেন না। এই সব আপনারই কৃতকর্ম।

জনৈক পাদ্রী ঃ আপোসে ঝগড়ায় কি লাভ? যদি আগামী কাল যীশুর খোদায়িত্ব সম্বন্ধই আলোচনা হয়, তবে তখন দেখা যাবে;আমাদের খৃস্ট ধর্ম কোন তাসের ঘর নয় যে, হাত লাগালেই ভেঙ্গে পড়বে?

এই সমস্ত আলোচনার পর সমবেত খৃস্টানগণও গীর্জা হতে বের হয়ে যায়। ইসাবেলা এবং তার সহচরী ও সহপাঠীগণও রাস্তায় বের হয় এবং আলোচনা করতে থাকে –

ইসাবেলা ঃ দেখলে, মুসলমানদের অগোচরে তো বলা হয় যে, আমাদের সাথে মোকাবেলার ক্ষমতা তাদের নেই। অথচ আজ পরস্পর মোকাবেলা হওয়ায় সকলেরই ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমার পিতাজী এক বিশেষ প্রয়োজনে উপাসনা সমাপনান্তে গির্জা হতে বের হয়ে গৃহে চলে গিয়েছেন, কারণ অধ্যাপক মিখাইল ও পিটার্সের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর পিতার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তা না হলে তিনি এ বিধর্মীদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতেন।

সহচরী ঃ আসল কথা হলো, এদের প্রশ্নটি বড় সাংঘাতিক, এমতাবস্থায় তোমার পিতাজী গির্জায় উপস্থিত থাকলেই বা কি করতে পারতেন ?

দ্বিতীয় সহচরী ঃ আমার মনে হয় আমাদের ধর্মীয় আকায়েদ-দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য ধর্মীয় বিষয় এবং এর মূল নীতিসমূহই কাঁচা। নতুবা আমাদের পাদ্রীগণকে এরূপ অপদস্ত কেন হতে হল?

ইসাবেলা ঃ তওবা, তওবা! তুমি তো শুধু একবারের আলোচনায়ই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। স্মরণ রেখ, আমাদের ধর্মীয় আকায়েদ অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু ঐ সকল বিষয় বুঝিয়ে দেয়ার জন্য সুযোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। আগামীকাল খোদাওন্দের খোদায়ীত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হবে, তখন দেখ ঐসব বিধর্মীর কি দূর্গতি ঘটে।

আলোচনারত মেয়েরা হাটতে হাটতে এক চৌরাস্তায় এসে পৌঁছ লো এবং সেখান থেকে সকলে আপন আপন গৃহাভিমুখে চলে গেল।

দ্বিতীয় অধিবেশন

সোমবার।

সকাল থেকেই বড় গির্জা পাদ্রীদের আনাগোনা পুনরায় শুরু হয়। ইসাবেলার সাথে আজ বহু খৃস্টান মহিলা সভায় আগমন করেছে। এই চিত্তাকর্ষক সম্মেলনের মহামূল্যবান আলোচনার আনন্দ উপভোগের জন্য আজ তারা অত্যাধিক উৎসুক। অল্পক্ষণ পরেই ওমর লাহমী, মাআ'য এবং আরো কতিপয় ওলামায়ে ইসলাম গির্জায় প্রবেশ করলেন। তাদের দর্শন মাত্রই পাদ্রীসাহেবগণের চেহারায় এক নিরুৎসাহের ভাব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠল এবং তারা পরস্পর ফিসফিস্ শব্দে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর ওমর লাহমী সভাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

আজকের আলোচ্য বিষয় "যীশুর খোদায়ীত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত'- গতকাল এই কথাই সভায় সাব্যস্ত হয়েছে। আর যেহেতু একই সময়ে দুটি বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না, তাই এদুটির যে কোন একটি বিষয়কে প্রথমে আলোচনার জন্য নির্ধারিত করা হোক।

পিটার্স ঃ উক্ত দু'টি বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে একই এবং এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে, কাজেই আপনি এর যে কোন একটি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করতে পারেন।

ওমর লাহমী সর্বপ্রথম কুরআন মজিদের সূরায়ে লুকমান থেকে কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সমবেত জনতার উপর এক পবিত্র মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। বিশেষ ভাবে ইসাবেলার চেহারায় এক নৈসর্গীক পরিবর্তন দেখা দিল। এমনকি তিলাওয়াত শেষ না হতেই সে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। তার সহচরীবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে উঠাল। পিটার্স ও মিখাইল ইসাবেলার মুখমন্ডলের নিকট ঝুঁকে পড়ে তার এরূপ হওয়ার কারণ

জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কিন্তু কোন উত্তরের পরিবর্তে চক্ষু হতে অশ্রু নির্গত হয়ে তার গোলাপী গন্ডযুগল সিক্ত হতে লাগল।

যথেষ্ট পরিচর্যার পর ইসাবেলার জ্ঞান ফিরে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের পর সে বলল, কিছুদিন যাবত অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম জনিত দুর্বলতার ফলেই সম্ভবত ঃ এরূপ হয়েছিল। যা হোক এ জন্য আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। সভার কাজ আপনারা রীতিমত চালিয়ে যান। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কোন কোন পাদ্রীর অন্তরে সন্দেহের উদয় হয়েছিল যে, সম্ভবতঃ কুরআনের আয়াত ইসাবেলাকে প্রভাবান্বিত করেছে। কিন্তু ইসাবেলার জবাবে তাদের সন্দেহ বিদূরিত হলো। সভার কাজ পুনরায় চালু হলো। ওমর লাহমী সভা শান্ত ভাব ধারণ করার পর দাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন ঃ

মহোদয়গণ! আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, খৃস্টীয় আকায়েদের প্রকৃত ভিত্তি যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এখন শুধু প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি কথা জানতে চাই। যীশুর খোদায়িত্বের মিমাংসাও এ কথার মাধ্যমেই হবে। কথাটি হলো, প্রায়শ্চিত্তের জন্য খোদা-পুত্রের কি প্রয়োজন ছিল ? এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন একজন সাধু ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেই চলত, যিনি সম্পূর্ণ পাপী মানবের পক্ষ থেকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আপন জীবন বিসর্জন দিতেন, স্বয়ং খোদার পুত্রকে কেন ক্রুশ বিদ্ধ করা হলো?

এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য মহামান্য পিটার্সকেই পুনরায় নির্বাচন করা হলো; কিন্তু অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অত্যন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্বের ভিতর তিনি দাঁড়াতে বাধ্য হলেন এবং প্রকম্পিত স্বরে জবাব দিতে আরম্ভ করলেন।

পিটার্স ঃ প্রায়শ্চিত্তের জন্য খোদা-পুত্রেরই প্রয়োজন ছিল, কেননা সমস্ত মানবই পাপী, চাই সে নবী বা রাসূলই হোক না কেন। আর এই কথা স্পষ্ট যে, কোন পাপী কখনও অন্য পাপীর জন্য সুপারিশকারী হতে পারেনা। যেহেতু খোদাওন্দ যীশু স্বয়ং খোদারই একমাত্র পুত্র, তাই তিনি গোনাহ্ থেকে পবিত্র এবং নিজেও খোদা ছিলেন, কাজেই গোনাহগারদের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনিই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন।

ওমর ঃ বেশ, তবে আর একটি কথা ব্যক্ত করুন, ক্রশবিদ্ধ করে যীশুর কোন জিনিসটিকে হত্যা করা হয়েছে? তা কি যীশুর খোদায়িত্ব না তার মানবত্ত্ব? যদি যীশুর খোদায়িত্ব নিহত হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, একত্ব গুণের অধিকারী স্বয়ং খোদার সত্তার উপরই মৃত্যু এসেছে অর্থাৎ স্বয়ং খোদারই মৃত্যু ঘটেছে। আর যদি বলা হয়, যীশুর মানবত্ব ক্রশবিদ্ধ হয়েছে এবং তার মানবত্বই সম্পূর্ণ যাতনা সহ্য করেছে, তবে তো আপনার দেয়া জবাবটি অর্থহীন সাব্যস্ত হবে। কেননা, এমতাবস্থায় কোন মানুষকে ক্রশবিদ্ধ করাই যুক্তিযুক্ত ছিল, খোদাকে নয়। কারণ এদুই অবস্থাতে শুধু মানবত্বের ক্রশবিদ্ধ হওয়া নিহিত ছিল, খোদায়িত্বের নয়। তাই খোদার পুত্রকে ক্রশবিদ্ধ করার মধ্যে তাঁর খোদায়িত্বকে বাঁচিয়ে রেখে শুধু মানবত্বকে নিহত করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে যে কোন একজন মানুষকে ক্রশবিদ্ধ করলেই এ উদ্দেশ্য সাধিত হত।

পিটার্স ঃ নিঃসন্দেহে খোদাওন্দে যীশু পরিপূর্ণ খোদা এবং পরিপূর্ণ মানব ছিলেন, অর্থাৎ খোদা এবং মানুষের পরিপূর্ণ গুন এবং ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল। কিন্তু তাঁর মানবত্ব ও গুনও খোদায়িত্ব গুনের ন্যায় নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিল। অতএব প্রায়শ্চিত্তের জন্য ক্রশবিদ্ধ হওয়ার উপযুক্ত একমাত্র ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। যেহেতু অন্যান্য মানব সকলেই গোনাহ্‌গার, কাজেই প্রায়শ্চিত্ত অপর কারো দ্বারা সম্ভব ছিল না।

ওমর ঃ যার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত চলতে পারে এমন কোন নিষ্পাপ মানুষ দুনিয়ায় না থাকায় আসমান হতে স্বয়ং খোদাকে নিচে নেমে আসতে হলো; আর এখানে এসেও তাঁর খোদায়িত্ব ক্রশে নিহত না হয়ে শুধু মানবত্বটুকুই নিহত হল। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য কোন একজন নিষ্পাপ মানুষের প্রয়োজন ছিল। এমতাবস্থায় খোদা স্বয়ং না এসে যার দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত চলতে পারে এমন একজন নিষ্পাপ মনুষ এখানে পয়দা করে নিজে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার স্থলে উক্ত মানুষটিকে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রায়শ্চিত্তের কর্ম সাধন করলেন না কেন?

পিটার্স ঃ খোদা কেন এরূপ না করে প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে স্বয়ং আগমন করেছেন, আমরা তার কিছুই বলতে পারি না, খোদার ভেদ খোদাই জানেন। অবশ্য একটি কথা বোধগম্য হয় যে, প্রায়শ্চিত্তের

জন্য স্বয়ং খোদার আগমন তাঁর চূড়ান্ত স্নেহ ও ভালবাসার পরিচায়ক। খোদা আপন বান্দাগণকে এত ভালবেসেছেন যে, সমস্ত পাপী বান্দার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার উদ্দেশ্যে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রেরণ করলেন। তাঁর পরিবর্তে কোন মানুষকে ব্যবহার করলে এ উদ্দেশ্য কখনই পূর্ণ হত না।

ওমর ঃ যদি খোদা আপন বান্দাদেরকে এরূপ ভালবাসতে চাচ্ছিলেন, তবে তিনি মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই আপন পুত্রকে প্রেরণ করে ক্রুশে হত্যা করেননি কেন? যীশুর আগমনের পূর্বযুগের মানুষের সাথে কি তাঁর কোন ভালবাসা ছিল না? হাজার হাজার বছর পরে তিনি এই ভালবাসার প্রকাশ কেন করলেন?

পিটার্স ঃ এ রহস্যের ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ। খোদার ভেদ খোদাই জানেন।

ওমর ঃ আমার প্রশ্নটি পূর্ববৎই রয়ে গেল। শুধু ভেদ বলার দ্বারা কিছুই হয় না। বরং এ কথাই বলুন যে, ক্রুশের সাহায্যে শুধু মানবত্বেরই মৃত্যু হয়েছে, কাজেই এতদুদ্দেশ্যে স্বয়ং খোদার আগমন সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রমাণিত হল। অন্য কোন মানুষকে ক্রুশে জীবন বিসর্জন দেয়ার জন্য ব্যবহার করলেই উত্তম হত।

পিটার্স ঃ আমি পূর্বেই জবাব দিয়েছি যে, অন্যসব মানুষ গোনাহ্গার হওয়ার কারণে তারা প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত ছিল না। খোদাওন্দ যীশুর মানবত্বকে ক্রুশে বিদ্ধ করে এই জন্যই নিহত করা হয়েছিল যে, তিনিই ছিলেন একমাত্র পাপহীনতার প্রতীক।

ওমর ঃ যেহেতু যীশুর মানবত্ব সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিল কাজেই সমস্ত মানুষের পাপের বোঝা তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া অবশ্যক হল! পাদ্রী সাহেব! আপনার বক্তব্য কেবল আমি কেন আপনি নিজেই বুঝতে অক্ষম। আচ্ছা আপনি বলুন তো, যদি খোদার একমাত্র পুত্র সমস্ত পাপী মানুষের পাপের বোঝা মাথায় বহন করার স্থলে তাদের জন্য এমন কোন সৎ কাজ করে যেতেন, যা সকলের পাপের চেয়ে অধিক ভারী হয়, তবে কোন অসুবিধা হত কি? এরূপ করা হলে না হত নিষ্পাপ নিরপরাধ যীশুর উপর অপরের পাপের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার প্রয়োজন, না হত তাঁকে ক্রুশে হত্যা করার প্রয়োজন। আর এতে মানবত্ব ও খোদায়িত্বের দ্বন্দ্বের উৎপত্তিও কোন দিন হত না।

পাপের প্রতিশেধক পুণ্য। যীশুকে জগদ্বাসীর পাপের উপর জয়ী হওয়ার জন্য এমন কোন পুণ্যের কাজ করার প্রয়োজন ছিল, যা সকল মানুষের পাপ হরণের জন্য যথেষ্ট হয়। পাপের সাথে মোকাবেলা করার পন্থা আত্মহত্যা নয়।

পিটার্স ঃ খোদাকে পরামর্শ দেয়ার অধিকার আমাদের নেই। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি করেছেন। খোদাকে সবক দেয়া আপনার বেআ'দবী।

ওমর ঃ এ কথাটি আপনি জ্ঞাত আছেন কি যে, খোদাওন্দ যীশু সতী-সাধ্বী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই জন্ম গ্রহণের সম্বন্ধ মানুষের সাথে না খোদার সাথে? অর্থাৎ মরিয়মের উদর থেকে মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে না খোদা জন্মগ্রহন করেছেন।

পিটার্স ঃ খোদা তো জন্ম গ্রহণ করা থেকে পবিত্র। যীশুর অভ্যন্তরে যে মানবত্ব ছিল তাই জন্ম গ্রহণ করেছে মাত্র।

ওমর ঃ আর ক্রুশে কার মৃত্যু হয়েছে? খোদার না মানুষের?

পিটার্স ঃ খোদা মৃত্যু থেকেও পবিত্র। ক্রুশে মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে, অর্থাৎ যীশুর মানবত্বের।

ওমর ঃ অর্থাৎ জন্ম এবং মৃত্যুর সম্বন্ধ যীশুর মানবত্বের সাথে যুক্ত, খোদায়িত্বের সাথে নয়।

পিটার্স ঃ নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য।

ওমর ঃ (বাইবেল আইয়ুব খন্ড হাতে নিয়ে) এই দেখুন, আইয়ুবের কিতাব ১৪ঃ১৫ পদে লিখিত হয়েছে, "নারী থেকে যার জন্ম হয়েছে সেই পাপী।" একথা প্রমাণ করে মরিয়মের গর্ভে খোদায়িত্বের জন্ম হয়নি বরং মানবত্বের জন্ম হয়েছে, অতএব হযরত আইয়ুবের ফয়সালা অনুযায়ী যীশুর মানবত্বও পাপী সাব্যস্ত হল। আরো দেখুন, রোমীও ২৩ঃ৬ পদে লিখিত রয়েছে, "পাপের মজুরী মৃত্যু" অর্থাৎ যার মৃত্যু হয় সে ব্যক্তি যে পাপী ছিল মৃত্যুই তার প্রকাশ্য প্রমাণ। আর যেহেতু আপনার কথা মতে যীশুর খোদায়িত্বের মৃত্যু হয়নি, মৃত্যু হয়েছে তার মানবত্বের। আর একথা দ্বারা তার মানবত্বের পাপী হওয়া প্রমাণীত হল। কেননা তার মৃত্যু হয়েছে, অতএব মৃত্যু দ্বারা তার মানবত্ব প্রমাণ হওয়ায় এ কথা বুঝা যায় যে, "যীশুর মানবত্বের মৃত্যু দ্বারা সমস্ত

মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে।" আমার দেয়া প্রমাণ অনুযায়ী উক্ত মানবত্বও পাপী ছিল। অতএব আমার সেই প্রশ্ন পুনরায় দেখা দিল যে, খোদা অন্য কোন মানুষকে ক্রুশে নিহত করে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করলেন না কেন, যাতে খোদার খোদায়িত্ব কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেত? আর আপনি একথাও বলেছেন যে, পাপীর দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। অতএব যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রায়শ্চিত্ত কর্ম সমাধা হয়নি।

পিটার্স ঃ (অতিরিক্ত ঘাবড়িয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে সিক্ত ও শুষ্ক কণ্ঠে) আমি তো বললাম যে, এসব খোদার ভেদ, খোদা যে রূপ চেয়েছেন করেছেন। এ বিষয়ে আমি অথবা আপনি অভিযোগ করার কে?

ওমর ঃ আপনার ধর্মের ভিত্তি যদি খোদার ভেদের উপরেই দাঁড় করানো হয়ে থাকে তবে আপনারা আমাদেরকে এখানে কেন ডেকেছেন আর দু'দিন ব্যাপী আপনাদের এবং আমাদের অমূল্য সময় কেন নষ্ট করলেন?

যেহেতু খোদয়িত্ব দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনার সাথে ইসাবেলার বিশেষ আন্তরিক আকর্ষণ ছিল, কাজেই সে এই সভার আলোচনাসমূহ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনছিল এবং ক্রোধে ও ক্ষোভে পাদ্রীদের উদ্দেশ্যে অলক্ষে দাঁত ঘষছিল। কেননা সে লক্ষ্য করছিল যে, যখনই তারা প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য কোন পথ খুঁজে না পায়, তখনই ভেদের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে অধ্যাপক মিখাইল দাড়ালেন এবং বক্তব্য শুরু করলেন-

মহোদয়গণ আজ খৃস্ট ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মোকাবেলার দিন। কিন্তু আপনারা জানেন, ইসলাম কিরূপ ধর্ম? ইসলাম চার চারটি বিবাহকে আবশ্যকীয় বলে ঘোষণা দিয়েছে। ইসলাম অমুসলিমদের পাইকারীভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের পয়গাম্বর স্বয়ং এগারজন মহিলাকে বিবাহ করেছেন এবং............।"

ওমর ঃ আমাদের প্রশ্নের জবাব দেয়া যদি আপনাদের সামর্থ্যে না কুলায়, তবে তা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিন। তারপর ইসলামের বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ আপনাদের আছে তা পেশ করুন। আমরা সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত। কাউকে ঘরে ডেকে

এনে প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পরিবর্তে অন্তর্বেদনা দায়ক বাক্যবান বর্ষণ করাই কি আপনাদের ভদ্রতা? বোন ইসাবেলা! আপনি নিজেই বলুন, পাদ্রী সাহেবদের এই আচরণ কি শোভনীয়?

একথা শোনা মাত্র ইসাবেলার আর বিলম্ব সইল না। তৎক্ষনাৎ সে দাড়িয়ে ভারাক্রান্ত ও গম্ভীর স্বরে বলতে শুরু করল ঃ

আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কথা মনোযোগের সাথে শুনেছি, কিন্তু বড়ই দুঃখ যে, মহামান্য পিটার্স, আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মিখাইল কেউ প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হননি। ওমর লাহমীর দাবী সম্পূর্ণ ন্যায্য। হয়তো আপনারা তার প্রশ্নের জবাব দিন, নতুবা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করুন। কিন্তু আমার ধারণা, এর কোনটিই আপনাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। অতএব এই আলোচনা এখানেই ক্ষান্ত করা হোক, যেন খৃস্ট ধর্ম আপনাদের দ্বারা আরও হাসির বস্তুতে পরিণত না হয় এবং আপনাদের অজ্ঞানতার আবরণ আর উন্মোচিত না হয়। আশ্চর্যের বিষয় যে,

পিটার্স ঃ ইসাবেলা তোমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে কি? এরূপ বাজে কথা বলার জন্য তুমি কেন অগ্রসর হয়েছ? (সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে) অবশ্যই মেয়েটির ঘাড়ে শয়তান আরোহন করেছে। খোদাওন্দ যীশুর আশ্রয় হতে সে অপসারিত হয়ে গিয়েছে। হয়ত সে উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

ইসাবেলা ঃ অবুঝ বালিকার উপর ক্রোধ উদগিরণ না করে সম্ভব হলে মুসলমানদের প্রশ্নের উত্তর দিন, নতুবা সভা ভঙ্গ করে দিন। আমার উপর যত দোষারোপ করা হয়েছে আমি এখানে তার জবাব দিতে সম্মত নই। আমার ন্যায্য কথা বলার পরিণতি যদি এই হয়, তবে আপনারা আমাকে পাগল বলেই মনে করুন।

মিখাইল ঃ খামোশ ইসাবেলা! এখনও বক্ বক্ করে চলছিস? জিহ্বা সংযত কর। মুলমানদের সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তর আমরা প্রদান করেছি। যদি তোর সাহস থাকে, তবে মঞ্চে এসে তুই তাদের কথার জবাব দে।

জনৈক পাদ্রী ঃ মনে হয় এই বালিকা ভিতরে ভিতরে কাফির হয়ে গিয়েছে, সে আবার কাফিরদের প্রশ্নের জবাব কি দেবে? এই বে'আদব বালিকার সম্মানিত পিতার নিকট ওর আচরণ সম্পর্কীয় সম্পূর্ণ ব্যাপার এমনকি তার গতি বিধির সংবাদও জানানো কর্তব্য।

ক্যাথরীন ঃ (ইসাবেলার সহচরী) বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আপনারা ইনসাফ থেকে বহু দূরে সরে পড়েছেন। ইসাবেলার উপরই সকলে ভেঙ্গে পড়েছেন। কেউ তাকে পাগল বলছেন, কেউ বা চোখ রাঙ্গানী দিয়েছেন। কিন্তু আসল কথার দিকে অগ্রসর হতে কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। ইসাবেলা তো সম্পূর্ণ সত্য বলেছে যে, আপনারা মুসলমানদের প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হয়েছেন, কিন্তু এ কথার অর্থ তো এই নয় যে, খৃস্ট ধর্মটিই অবিশ্বাস যোগ্য; বরং আপনারা সকলেই অযোগ্য এবং নিজ নিজ অযোগ্যতার দ্বারা আপনারাই পবিত্র খৃস্ট ধর্মকে অবিশ্বাসযোগ্য করেছেন।

পিটার্স এ মেয়েগুলিকে এ স্থান থেকে বের করে দাও। অভাগিনীদের আমাদের কথার মধ্যে দখল দিতে কে বলেছে?

ওমর ঃ যদি অনুমতি হয়, ইসাবেলার কথাগুলির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

মিখাইল ঃ এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার, অতএব এ সম্বন্ধে কথা বলা আপনার অনধিকার চর্চা।

দ্বিতীয় পাদ্রী ঃ যদি এই অভাগিনীরা কাফির হয়ে গিয়ে থাকে?

মিখাইল ঃ যাক্, এখনও আমরা এ কথা বলতে পারি না। আমার ধারণা এ মেয়েগুলি নেহায়েত অজ্ঞ, তাই এরা চায় যে, এ আলোচনার ফয়সালা এখনই হয়ে যাক। অথচ এ সকল ব্যাপারে ফয়সালা হতে কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে পারে।

পাদ্রী সাহেবগণ সভার আলোচ্য বিষয় পরিত্যাগ করে উক্ত মেয়ে দুটির সম্বন্ধে আলোচনা সমালোচনা এবং তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার দোষারোপ করতে লাগলেন। এই গোলযোগ দেখে ওমর লাহমী তার খোদা প্রদত্ত সুমধুর সুরে কুরআন শরীফ থেকে সূরায়ে মরিয়মের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন, যার আওয়াজ সভাস্থ লোকদের কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র পূর্ণ সভা নিরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। প্রধান প্রধান পাদ্রীগণ নিজ নিজ কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করলেন, যেন কুরআনে হাকীমের প্রতিক্রিয়া তাদের অন্তরে শুরু না হয়ে যায়। যেহেতু সূরায়ে মরিয়মের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁরা সতী সাধ্বী জননীর প্রশংসা করা হয়েছে এবং ইহুদিগণ কর্তৃক আরোপিত সর্ব

প্রকার দোষ হতে তাঁকে মুক্ত এবং পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে তাই সমবেত খৃস্টানগণের অন্তরে সূরায়ে মরিয়মের বিশেষ প্রতিক্রিয়া শুরু হল। বিশেষতঃ ইসাবেলার চেহারা প্রতিক্রিয়ায় আরক্তিম হয়ে উঠল। অতিকষ্টে এবার সে নিজেকে প্রকৃতস্থ রাখল এবং ধীর গম্ভীর ভাবে বসে কুরআন শুনতে লাগল। কুরআন তিলাওয়াত সমাপ্ত হওয়ার পর ইসাবেলা উঠে দাড়াল এবং সভাকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল ঃ

মহোদয়গণ! আপনারা জেনে রাখুন, খৃস্ট ধর্মের উপরই আমি দৃঢ়ভাবে বহাল আছি; আমি একজন গোঁড়া খৃস্টান। কাজেই খৃস্টান সমাজের কিঞ্চিত অবমাননা সহ্য করতে আমি কিছুতেই রাজী নই। আমার বলার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মুসলমানদের প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে নেই, বরং উদ্দেশ্য হলো, মাননীয় পাদ্রী সাহেবগণ জবাব দেওয়ার প্রতি লক্ষই করছেন না। কেননা তাদের ধারণা খৃস্টীয় ধর্মতত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য পবিত্র আত্মার সহায়তার প্রয়োজন। অথচ মুসলমানগণ এ কথাকে আমাদের দুর্বলতা বলে ধারণা করছেণ আশা করি, আমার প্রতি আপনাদের ভুল ধারণা নিরসন হয়েছে। এখন আমার অনুরোধ, আসল আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হোক।

জনৈক পাদ্রী ঃ এই বিধর্মীদের সাথে আলোচনার আর একটুও প্রয়োজন নেই। এ যাবত যা হয়েছে তাতেই আমাদের ঈমানের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই বিধর্মীদের গির্জা হতে এখনই বের করে দেয়া হোক।

দ্বিতীয় পাদ্রী ঃ উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কোন কথা না বলে চিন্তা ভাবনা করে ব্যাপারটির সমাধান করুন। আমার মতও এটাই যে, আলোচনা ক্ষান্ত করা হোক; কেননা এতে কোনই সুফল নেই।

ওমর ঃ মহোদয়গণ! যীশুর প্রদত্ত শিক্ষার উপর আপনাদের অত্যন্ত গৌরব করতে দেখা যায় যে, "এক গালে কেউ চপেটাঘাত করলে অপর গাল তার সামনে এগিয়ে দাও।" কিন্তু এর কোন্ শিক্ষা আমরা এখানে দেখছি? আমরা কি জোর পূর্বক এখানে এসেছি? না আপনারা আমাদের এখানে ডেকে এনেছেন? এখনও যদি পরিষ্কার বলে দিন যে, আপনারা আলোচনা করতে অসম্মত তবে আমরা এখনই চলে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি যে,

আমাদের কর্তব্য আমরা সমাধা করেছি এবং খোদা আমাদের প্রচেষ্টাকে বিফল করবেন না। এখন বলুন, আমরা কি চলে যাব, আপনারা আলোচনার চালিয়ে যেতে চান?

পিটার্স ঃ মৌলভী সাহেব! কথা হলো, আপনারা খৃস্ট ধর্মের নিগুড় তত্ত্ব বুঝতে অনিচ্ছুক। আর এ উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এখানে আগমণ করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। আর যদি আমাদের ধারণা ভুল হয় এবং আপনারা এ আলোচনা চালিয়ে যেতে চান, তবে আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর আপনাদেরকে দিতে হবে।

ওমর ঃ খুব ভাল কথা! আমি আপনাকে অনুমিত দিচ্ছি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করুন। আমরা সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

পিটার্স ঃ কুরআনে ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেলের প্রশংসা বর্ণিত হয় নাই কি? পবিত্র ইঞ্জিলের উপর কি আপনি ঈমান রাখেন?

ওমর ঃ কুরআন শরীফে ইঞ্জিলের প্রশংসা নিঃসন্দেহে এসেছে আর আমাদের সমগ্র মুসলমানের ঈমান কুরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যাবুর এবং অন্যান্য যাবতীয় আসমানী কিতাবের উপরই আছে।

পিটার্স ঃ তবে আপনারা আমাদের ইঞ্জিল কেন অবিশ্বাস করেন?

ওমর ঃ এই জন্য যে, এগুলো ইঞ্জিল নয়। যদি কেউ কোন খোশ গল্পের পুস্তকের নাম ইঞ্জিল রেখে দেয়, তবে তার নাম ইঞ্জিল রাখা হয়েছে বলে তাকে ইঞ্জিলের ন্যায় মান্য করা আবশ্যকীয় হতে পারে না। কুরআন মজীদে যে ইঞ্জিলের প্রশংসা করা হয়েছে তা আমাদের সামনে পেশ করুন।

পিটার্স ঃ কুরআনের ইঞ্জিল আর আমাদের ইঞ্জিল এক নয় তার প্রমাণ?

ওমর ঃ প্রমাণ হলো, কুরআনে প্রকৃত ইঞ্জিলের প্রশংসা করে আপনাদের ইঞ্জিলকে মিথ্যা বলা হয়েছে এবং এর ভুলগুলোকে সংশোধন করে দিয়েছে।

পিটার্স ঃ বলুনত, আমাদের ইঞ্জিলের ভুল বর্ণনা সমূহ কি?

ওমর ঃ যেমন মথির ইঞ্জিল ১২ঃ ৪৬-৫০, লুক ৮ ঃ ১৯-২১ পদে হযরত মরিয়মকে খোদাদ্রোহী লিখেছে। অথচ কুরআন তাঁকে সিদ্দীকা (খোদার প্রতি চূড়ান্ত বিশ্বাস স্থাপনকারিনী) বলে আখ্যায়িত করেছে।

যার অর্থ এই যে, তিনি খোদাদ্রোহী ছিলেন না, বরং সাধ্বী এবং মোমেনা ছিলেন। মথির ইঞ্জিল উক্ত মন্তব্যই পুনরায় যীশু সম্বন্ধে লিখেছে, "সে নেহায়েত দুর্দান্ত এবং আপন জননীর সাথে অসৎ ব্যবহারকারী ছিল। অথচ তাওরাতে মায়ের তাযমী এবং সম্মান করার নির্দেশ এসেছে। কুরআন ঈসা (আ.)- এর উপর আপনাদের ইঞ্জিল কর্তৃক আরোপিত দুর্নামের প্রতিবাদ করে বলেছে, ঈসা (আ.) বলেছেন, "আমি আমার মায়ের অনুগত এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।" গালাতীয় ৩ঃ১৩ পদে দেখা যায় "যীশু অভিশপ্ত ছিলেন এবং এই কারণেই তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল।" আর কুরআন তাকে রুহুল্লাহ্, কলিমাতুল্লাহ্ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মানের অধিকারী করে ঘোষণা করেছে।

পিটার্স ঃ আপনি ভুল বলেছেন, আমাদের ইঞ্জিলে তো যীশুকে খোদা লেখা হয়েছে।

ওমর ঃ অবশ্যই হয়েছে, আর এটাত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনাদের নিকট স্বয়ং খোদাও অভিশপ্ত হতে পারেন। আপনারা যীশুকে খোদা মেনেও তাকে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করেছেন, অথচ এতটুকু চিন্তা করেননি যে, খোদা যিনি সর্ব প্রকার সৌন্দর্যের কেন্দ্র এবং সর্বগুণের উৎস তিনি কি ভাবে অভিশাপের যোগ্য হতে পারেন প্রকৃত অভিশাপের যোগ্যত শয়তান; খোদা নন। খোদার সাথে অভিশাপের সম্বন্ধে চিন্তা করাই যে নিরেট মুর্খতা। ইসলাম হযরত ঈসা (আ.) কে খোদা নন, বরং মানুষ বলে, তাকে গোনাহ হতে সম্পূর্ন পবিত্র এবং মাসুম বলে স্বীকার করে। এখন আপনি বলুন অভিশপ্ত খোদা আর নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষ এ'দুয়ের মধ্যে কে উত্তম?

পিটার্স ঃ আলোচনাত এই সম্বন্ধে যে, আপনারা ইঞ্জিল কেন অমান্য করেন, অথচ আপনি অভিশাপের আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। আপনার কাছে যদি কোন আসল ইঞ্জিল থাকে তবে তা আমাদের সামনে পেশ করুন।

ওমর ঃ আমাদের নিকট দাবি করার কোন অধিকার নেই। তবে প্রথমে আপনি আপনার ইঞ্জিলকে স্বার্থবাজদের রচিত, জাল এবং মানুষের তৈরী বলে স্বীকার করুন। অতঃপর আসল ইঞ্জিল পেশ করার

দাবী করুন। আমিত প্রমাণ করেছি যে, কুরআনে-হাকীম আপনাদের বর্তমান ইঞ্জিলকে সত্য বলে নয় বরং মিথ্যা বলে ঘোষণা করে এবং তা বর্তমান ইঞ্জিলের ভুলসমূহকে সবিস্তারে প্রকাশ করে দিয়েছে। আচ্ছা বলুনত ঐ ইঞ্জিল কখনও কুরআন সমর্থিত হতে পারে? যাতে যীশুকে খোদা বলা হয়েছে এবং তাকে শুলবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে? কুরআন বলে, যীশু ঘোষণা করেছেন আমি আল্লাহর বান্দা।

অন্যত্র বলে, ঈসা নিহত হন নাই, তিনি শুলবিদ্ধ হন নাই।

এখন বলুনত কুরআন আপনাদের ইঞ্জিলকে সত্য ঘোষণা করল, না মিথ্যা?

পিটার্স ঃ কুরআন খোদাওন্দ যীশুকে রূহুল্লা এবং কালিমাতুল্লাহ লেখা হয় নাই কি? যদি হয়ে থাকে তবে কুরআনের এই কথার দ্বারা তিনি যে এক মানবাতিত সত্ত্বা তা প্রমাণিত হয় না কি?

ওমর ঃ নিশ্চয় কুরআনে তাকে কালিমাতুল্লাহ লেখা হয়েছে, কিন্তু কুরআন বলে যে আল্লাহর কালিমা বা নিদর্শনাবলী অগণিত তাই সে এ কথাও বলেছে যে, যদি সমুদ্র কালি হত, বৃক্ষরাজী কলম হত তবুও আল্লাহ্‌র কালমা বা নির্দেশাবলী লিখে শেষ করা যেত না, কেননা তা অসীম। অতএব হযরত ঈসা (আ.)-ও আল্লাহ্‌র অসীম কালিমাসমূহের মধ্য হতে একটি কালিমা। এখন রইল যীশুর রুহুল্লা হওয়ার কথা। এ কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি খোদা বা মানবাতীত কিছু ছিলেন। কেননা হযরত আদম (আ.)-এর সম্বন্ধেও কুরআনে এই শব্দই এসেছে। যেমন খোদা বলেছেন, যখন আদমকে পূর্ণরূপে গঠন করলাম অতঃপর তার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুকে দিলাম । অতএব প্রমাণিত হল হযরত ঈসা (আ.)-ও হযরত আদম (আ.)-এর মতই একজন মানুষ। যদি তিনি খোদা হন, তবে হযরত আদম স্বয়ং এবং তাঁরা বংশধর সকলেই খোদা।

পিটার্স ঃ যদি কুরআনে আদমকেও রূহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে তবে তা কুরআনের ভুল। খোদাওন্দ যীশু ব্যতীত অপর কেউ রূহুল্লাহ্ নন।

ওমর ঃ আপনার শিক্ষানুযায়ী সম্পূর্ণ কুরআনই ভুল। কিন্তু যেহেতু আপনি কুরআন দ্বারাই হযরত ঈসা (আ.)-এর খোদায়িত্বের প্রমাণ দিতে চাচ্ছেন, তাই আমিও কুরআন দ্বারাই বর্ণনা করলাম যে,

তিনি খোদা নন। যদি রূহুল্লাহ্ হওয়ার কারণেই তিনি খোদা হতে পারেন, তবে ঐ কারণেই হযরত আদম (আ.)-ও খোদা হন। যদি আপনার ধারণায় তা কুরআনের ভুল হয় তবে আপনি স্বয়ং কুরআন কেন পেশ করছেন?

ইসাবেলা ঃ আপনারা মুহাম্মদকে খোদা কেন মানেন অথচ তিনি মানব সমাজের মধ্যে পরস্পর রক্তারক্তির ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, অমুসলিমদের হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

ওমর ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ। এরূপ বিশ্বাস হতে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করি। আমাদের প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোদা নয়, বরং শুধু মানুষ বলে মানি; কিন্তু সমস্ত নবীদের প্রধান এবং সমস্ত মহৎজনের মাথার মুকুট বলে তাঁকে জানি। আমাদের ঈমানের মূল হল আল্লাহ্ই একমাত্র মাবুদ, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রাসূল। যে ব্যক্তি তাঁকে খোদা বলে, সে কাফির এবং ইসলাম হতে বহির্ভূত। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন, তিনি জগতে রক্তারক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য তিনি অমুসলিমদের সাথে নিশ্চয়ই জিহাদ করেছেন। আর তা এই জন্য করেছেন যে, বিধর্মীগণ তাঁকে এবং তাঁর আনীত ধর্মকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য সচেষ্ট ছিল। আর যারা এরূপ করেনি তাদের তিনি স্পর্শও করেননি। কেননা কুরআন ঘোষণা দিয়েছে, "আল্লাহ্র রাস্তায় তোমরা ঐসব লোকের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়।"

মিখাইল ঃ আপনি পুনঃ পুনঃ বলছেন যে, আমাদের ইঞ্জিল আসল ইঞ্জিল নয়। অথচ তা হাওয়ারীগণ পবিত্র আত্মার সহায়তায় লিখেছেন। কুরআন হাওয়ারীগণকে মু'মিন বলেছে এবং তাদের প্রশংসা করেছে। তদুপরি সারা বিশ্বের খৃস্টানগণ আমাদের ইঞ্জিলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন।

ওমর ঃ প্রশ্ন এই যে, এই ইঞ্জিলের সম্বন্ধ যে হাওয়ারীগণের সাথে করা হয়, তারাই এটা সংকলন করেছেন, অথবা কতিপয় অংশীবাদী (মুশরিক) নিজেরা রচনা করে হাওয়ারীগণের নামে চালিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং খৃস্টানগণও এই ইঞ্জিল হাওয়ারীগণের সংকলিত বলে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেননি। দ্বিতীয় কথা এই যে, ইসলাম সংকলিত ইঞ্জিলের

সমর্থক নয়, সে সংকলন হাওয়ারীগণের হউক বা কোন রাসূলেরই হউক। ইসলাম তো শুধু ঐ ইঞ্জিলের প্রশংসা করে, যা স্বয়ং আল্লাহ্ সরাসরি হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ্ বলেন, "আমি ঈসা (আ.) কে ইঞ্জিল প্রদান করেছি" এবং হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, "আমাকে আল্লাহ্ কিতাব দিয়েছেন।" আপনারা বলছেন, এই ইঞ্জিল হাওয়ারীগণ সংকলন করেছেন, অথচ কুরআন বলে, ইঞ্জিল আল্লাহ্র তরফ থেকে সরাসরি যীশুর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছার পর হঠাৎ স্পেনের প্রধান পাদ্রী ইসাবেলার পিতা সভায় উপস্থিত হয়ে সমবেত পাদ্রীগণকে ক্রোধোম্মত্ত অবস্থায় তিরষ্কার করে বলতে লাগলেন ঃ

তোমরা এখানে কিসের আড্ডা জমিয়েছ? পবিত্র গির্জার অভ্যন্তরে বসে বিধর্মীগণের সাথে কথা বলছ এবং খৃস্টানদের আকায়েদ ও ঈমান নষ্ট করছ। খৃস্টানগণ অহরহ আমার নিকট তোমাদের অযোগ্যতার জন্য বিলাপ করতে থাকে আর বলে "বহু খৃস্টান আপন ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি আপনার কন্যা ইসাবেলার মধ্যেও স্বাধীনতার ভাব দেখা দিয়েছে।" (কন্যার প্রতি লক্ষ্য করে) ইসাবেলা! তোকে এখানে কে আসতে বলেছে, আর এই অশুভ আলোচনার আড্ডায় তুই কেন যোগ দিয়েছিস? তুই গুপ্ত ভাবে কুরআন পাঠ করে থাকিস, তোর গতিবিধির সম্পূর্ণ খবর আমার জানা আছে। যাক এতো একটি অজ্ঞ বালিকা, কিন্তু তোমাদের কি হয়েছে গির্জায় বসে বিধর্মীদের সাথে আলাপ করছ আর খোদাওন্দ যীশুর আত্মাকে অসন্তুষ্ট করছ? যদি ভবিষ্যতে পুনরায় তোমরা এরূপ কর, তবে আমি তোমাদের বরখাস্ত করে দেব।

প্রধান পাদ্রীর এহেন হুমকিতে সমস্ত পাদ্রীর চৈতন্য লোপ পাওয়ার উপক্রম হল। ইসাবেলার চেহারা ফেকাসে হয়ে গেল। পাদ্রীদের কি সাধ্য যে, প্রধান পাদ্রীর সাথে কথা বলে! বহু চেষ্টায় কিঞ্চিত সাহস সঞ্চয় করে জনৈক পাদ্রী দন্ডায়মান হয়ে বলতে আরম্ভ করল ঃ

মহামান্য পিতা! আপিনি যথার্থ বলেছেন। অবশ্যই এ বিধর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনায় ক্ষতি ব্যতীত কোনই লাভ নেই। কিন্তু হে

পিতা! আপনি কি সমগ্র স্পেনের মধ্যে আমাদেরকে লাঞ্ছিত করতে ইচ্ছুক? আপনার অভিমত কি এই যে, স্পেনে খৃস্ট ধর্ম বিলুপ্ত হোক? খোদাওন্দ যীশুর শপথ! যদি এ সময় আমরা বিধর্মীদের কথার প্রতিবাদ না করি, তবে সমগ্র স্পেনে কাউকেও চেহারা দেখানো আমাদের জন্য অসাধ্য হয়ে পড়বে। আমি একথাও নিবেদন করব যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমানদের কোন অভিযোগের জবাব দিতে সক্ষম হয়নি। যদি আমার বিনীত প্রার্থনা অগ্রাহ্য না হয়, তবে আমি এও নিবেদন করতে চাই যে, আপনার সহায়তা ছাড়া মুসলমানদের অভিযোগের সমাধান অসম্ভব। কেননা আজ সমগ্র স্পেনে আপনার পবিত্র সত্ত্বা ব্যতীত যীশুর অপর কোন সেবক এমন নেই যার দ্বারা এই গুরু দায়িত্ব সমাধা হতে পারে এবং উপযুক্ত জবাব প্রদানে বিধর্মীদের মুখ চিরতরে বন্ধ করতে পারে। যদি এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আপনার দ্বারা খৃস্টধর্মের সহায়তা না হয়, তবে হে পবিত্র পিতা! এর পরিণতি আমাদের এবং আমাদের ধর্মের জন্য ভয়াবহ রূপে দেখা দেবে। আর আমাদের ধর্ম প্রচারকগণ সর্বত্র অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে। আমরা আশা করতে পারি যে, আপনি স্বয়ং খোদাওন্দ যীশুর সহায়তায় এই বিধর্মীদের অভিযোগের সমাধা করার জন্য অগ্রসর হবেন?

প্রধান পাদ্রী ঃ তোমরা নিজেরাই এ মুসলমানদের ডেকে এনে ব্যাপারটিকে গুরুত্বপূর্ণ করেছ। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের এই তুচ্ছ অভিযোগের জবাব দিতে তোমরা অক্ষম। খোদায়িত্বের দর্শন পাঠ করে তোমরা মূর্খ হয়ে গেছ। এই মুসলমানগণ জবাব পেলে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে কি?

মিখাইল ঃ হ্যাঁ, তারা এই রূপ ওয়াদা করেছে এবং এ সম্বন্ধে এক লিখিত প্রতিশ্রুতিও আমাদেরকে দিয়েছে।

প্রধান পাদ্রী ঃ (ওমর লাহমীকে উদ্দেশ্য করে) বলুন, আপনার কি প্রশ্ন?

ওমর ঃ যদি শান্তভাবে আমার কথাগুলো শুনেন, তবে আমি নিবেদন করতে পারি। আপনি আমাদের সাথে যে ব্যবহার করেছেন এবং খৃস্টীয় সভ্যতার যে আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, তার প্ররিপ্রেক্ষিতে

আপনার সাথে আমাদের আর কোন কথা না বলাই কর্তব্য। কিন্তু যেহেতু আমি সত্যের সন্ধান প্রার্থী এবং চাই যে, আপনার দ্বারা হেদায়েতের আলোকপ্রাপ্ত হই, তার জন্যই আপনার সাথে কথা বলায় আকাঙ্খী, এই শর্তে যে, আপনি শান্তভাবে আমার কথাগুলো শুনবেন।

প্রধান পাদ্রী ঃ জনাব আমার কথাগুলো একটু রুক্ষ হয়ে গেছে, আশা করি আপনারা এর জন্য দুঃখিত হবেন না। যদি আমার কথায় আপনাদের কোন দুঃখ হয়ে থাকে তবে আমি ক্ষমা প্রার্থণা করছি। নিঃসন্দেহে আপনারা সত্যের অন্বেষী বলে মনে হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খোদাওন্দ যীশু স্বয়ং আপনাদের হাত ধরে সত্য পথ প্রদর্শন করবেন। আচ্ছা, আপনারা আমার গৃহে আগামীকাল যে কোন সময় শুভাগমণ করুন; সেখানে প্রশান্ত চিত্তে আপনাদের আন্তরিক সন্দেহগুলোর নিরসন করা হবে। (পাদ্রীদের প্রতি লক্ষ্য করে) আপনারও অবশ্যই আসবেন যেন মুসলমানদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জ্ঞান আপনাদের লাভ হয় এবং ভবিষ্যতে আপনারও তাদের জবাব দিতে সক্ষম হন। (ওমর লাহমী ও তার সঙ্গীদের) আপনারা আগামী কাল সকালেই আগমন করুন, আমার গরীবালয়ের দ্বার আপনাদের জন্য সদা উন্মুক্ত।

তৃতীয় অধিবেশন

কর্ডোভার ঐতিহাসিক উদ্যানে কোন এক শুভ সন্ধ্যায় ওমর লাহমী প্রমুখের সাথে স্পেন সুন্দরী ইসাবেলা ও তার সহচারীবৃন্দের সাক্ষাতের পর থেকে এ যাবত যা কিছু ঘটেছে, তার ফলাফল এক সময় পাঠক পাঠিকার সামনে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। আপাততঃ ইসাবেলার মধ্যে যে মানসিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তার কিছুটা দৃশ্য আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি।

ইসাবেলার সুশৃঙ্খল প্রাত্যহিক কার্যাদির মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ওমর লাহমীর উত্থাপিত অভিযোগ সমূহ নিয়ে গবেষণাই

বর্তমানে তার প্রধান কাজ। কলেজের পুস্তকাদির অনুশীলন, প্রমোদ ভ্রমন, সহচরীদের সাথে সাক্ষাত ইত্যাদি সবকিছু উক্ত গবেষণার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। ওমর লাহমী এবং পাদ্রীদের আলোচনার ফলে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, মুসলমানদের প্রশ্নের কোন উত্তর খৃস্টানদের নিকট নেই। মোট কথা সে আপন ধর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। খৃস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর স্থির থাকার মত কোন অবলম্বনই খুঁজে পাচ্ছে না। ইতিমধ্যে সে কয়েকবার লুকিয়ে ওমর লাহমীর সাথে দেখা করে ইসলাম সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ গ্রহণ করেছে।

কর্ডোভার বড় গির্জা ক্যাথিড্রেলের প্রধান পাদ্রী সাহেব ওমর লাহমীকে বলেছিলেন আগামীকাল আপনারা আমার গৃহে আসুন তৎসহ পাদ্রীদেরও তথায় আহ্বান করেছিলেন। তদানুযায়ী পরদিন ওমর লাহমী আপন কতিপয় সাথী এবং আরো কয়েকজন ওলামাসহ প্রধান পাদ্রী সাহেবের বাসভবনে পৌঁছলেন। পাদ্রী সাহেব যথেষ্ট সম্মানের সাথে তাদের এক বিশিষ্ট কক্ষে বসলেন। নানা প্রকার ফলফলাদি দ্বারা তাদেরকে আপ্যায়িত করলেন। ইতোমধ্যে চল্লিশেরও অধিক সংখ্যক খৃস্টীয় ধর্মবেত্তা এসে সমবেত হলেন। কিছুক্ষণ পর প্রধান পাদ্রী সাহেব এই বলে ওমর লাহমীর সাথে আলোচনা আরম্ভ করলেন ঃ

আপনি কি প্রশ্ন করবেন তা জ্ঞাত আছি। কিন্তু আনুসঙ্গিক এবং দীর্ঘ আলোচনার পক্ষপাতি আমি নই। অতি সল্প সময়ের মধ্যে আমি কাজ শেষ করব। দিনের স্থলে ঘন্টার স্থলে মিনিটের মধ্যেই ফলাফল দেখা দিবে। আমি চাই, ইসলাম এবং খৃস্ট ধর্মকে তার শিক্ষার মাধ্যমে যাচাই করা হোক। যে ধর্মের শিক্ষা উত্তম তাই হলো সত্য ধর্ম। ঠিক নয় কি?

ওমর ঃ কোন কথায় আমার আপত্তি নেই। আপনি যে ধারায় চলতে চান বলুন   আমি প্রস্তুত। নিশ্চয়ই ইসলাম এবং খৃস্ট ধর্মের তুলনামূলক শিক্ষার দ্বারা সত্য মিথ্যার ফয়সালা হওয়া সম্ভব।

প্রধান পাদ্রী ঃ উত্তম, উত্তম! নিশ্চয়ই পবিত্র আত্মার শুভ দৃষ্টি আপনাদের উপর অবিস্থত রয়েছে। আপনারা শীঘ্রই অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে আলোর দিকে আসতে সক্ষম হবেন। বেশ, আপনারা

আলোচনায় আমার নির্ধারিত ধারা সমর্থন করেছেন, এখন আমি সামনে অগ্রসর হচ্ছি। দেখুন, ধর্মের দু'টি অংশ ঃ একটি হলো তার শাখা-প্রশাখা, অপরটি হলো মূল অথবা সারাংশ। আমি খৃস্ট ধর্মের সারাংশ আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি, যা একটি মাত্র শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয়। এর মোকাবেলায় আপনাকেও একটি মাত্র শব্দ দ্বারা ইসলামের সারাংশ পেশ করতে হবে। আপনি রাজী আছেন কি?

ওমর ঃ বলুন আপনার সব কথায় আমি সম্মত।

প্রধান পাদ্রী ঃ (পাদ্রীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে) দেখ, আলোচনা তাকেই বলা হয়, যাতে একটি মাত্র শব্দে সকল সমস্যার সমাধান! (ওমর লাহমীকে) বেশ, তবে শুনুন, খৃস্ট ধর্মের সার হল "মহব্বত"। দেখুন, মহব্বত এমন একটি শব্দ যারা মধ্যে খৃস্ট ধর্মের সার নির্যাস নিহিত রয়েছে। এখন আপনাকেও এমন একটি শব্দ পেশ করতে হবে, যার মধ্যে ইসলামের সার নির্যাস নিহিত থাকে।

ওমর ঃ আমি এ জন্য গর্বিত যে, ইসলামও তার শিক্ষার সারাংশ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, অথচ তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইসলামের মূল এবং সমস্ত শাখা-প্রশাখা। ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশাবলীর সার নির্যাস হল "তাওহীদ"।

প্রধান পাদ্রী ঃ যদি ইসলামের শিক্ষার সার "তাওহিদ" হয়, মহব্বত তা থেকে বহির্ভূত রয়ে গেল। তদুপরি তাওহীদকে তো আমরাও আমাদের ধর্মের সার বলে থাকি।

ওমর ঃ যদি তাওহীদ আপনাদের ধর্মের সার হয়ে থাকে, তবে আপনাদের কর্তব্য ছিল এই শব্দটিকেই পেশ করা। আপনি তাওহীদের সস্থানে মহব্বতকে আপনার ধর্মের সার কেন বললেন? আপনি আরও বলেছেন, 'তাওহীদকে' ধর্মের সার গণ্য করলে মহব্বত তা হতে বহির্ভূত থেকে যায়, আপনার এ কথাটি নিতান্ত ভুল, বরং প্রকৃত মহব্বত তাওহীদ হতেই সৃষ্ট হয়। যদি তাওহীদকে তার শর্তাবলীসহ স্বীকার করা না হয়, তবে মহব্বতের কোন অর্থই হয় না। শুধু মহব্বতকে ধর্মের সার বলে গণ্য করার অর্থ তাওহীদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। অতএব যদি আপনিও তাওহীদকে খৃস্ট ধর্মের সার বলে দাবী করতে চান, তবে উক্ত উদ্দেশ্য মহব্বত শব্দের ব্যবহার পরিত্যাগ করা আপনার কর্তব্য।

প্রধান পাদ্রী ঃ মহব্বত থেকেই তাওহীদের উৎপত্তি। তাওহীদ থেকে মহব্বতের উৎপত্তি নয়।

ওমর ঃ যদি মহব্বত থেকে তাওহীদের উৎপত্তি হয়, তবে বুঝতে হবে, মহব্বত একটি অর্থহীন শব্দ। কেননা তাওহীদ হলো খোদার প্রকৃত পরিচয়। আর খোদার পরিচয় ব্যতিরেকে যে মহব্বতের সৃষ্টি হবে তার দ্বারা খোদার মহব্বত কিছুতেই হবার নয়। কারণ, খোদা মহব্বত নির্ভরশীল খোদার পরিচয়ের উপর। আর খোদার প্রকৃত পরিচয়ের নামই হল তাওহীদ। অতএব শুধু মহব্বতের দ্বারা খোদার মহব্বত কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।

প্রধান পাদ্রী ঃ আপনি লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন। আমি বলতে চাই, ইসলামে মহব্বতের কোন স্থান নেই।

ওমর ঃ আপনি ভুল বলেছেন। যদি ইসলামে মহব্বতের স্থান না থাকে, তবে বুঝতে হবে, দুনিয়ার মহব্বত বলে কিছুই নেই। তবে এ কথা সত্য যে, খৃস্ট আদর্শে প্রকৃত পক্ষে মহব্বতের কোন নাম নিশানা নেই শুধু মৌখিক মহব্বত শব্দের দাবী আছে। কিন্তু তার কোন সংজ্ঞাও নেই, কোন প্রমাণও নেই।

প্রধান পাদ্রী ঃ দেখুন, আমাদের ধর্ম গ্রন্থে এই বিখ্যাত মওজুদ রয়েছে, "খোদা-ই-মহব্বত" এটা কি মহব্বতের প্রমাণ নয়।

ওমর ঃ সবই মৌখিক জমা খরচ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত মহব্বতের কোন সংজ্ঞা নির্ধারণ করা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত একে কোন প্রমাণ্য বিষয় বলে গ্রহণ করা যায় না।

প্রধান পাদ্রী ঃ মহব্বতের সংজ্ঞাটি আপনিই বর্ণনা করুন। আমাদের ইঞ্জিলে কি খোদাকে পিতা বলা হয়নি? সন্তানের প্রতি পিতার মহব্বত হয় না?

ওমর ঃ শুধু মুখে মুখে মহব্বত বলায় কোন লাভ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এর সকল অর্থ পরিদৃষ্ট না হয়। যদি কোন ব্যক্তির সাথে কারও মহব্বত হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বিপদাপদ সহ্য করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বিষয় সম্পদ তুচ্ছ করে মহব্বতের প্রমাণ দিতে সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মহব্বত প্রকৃত মহব্বত বলে স্বীকৃত হতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম আনুগত্য ও অনুসরণকে মহব্বতের সংজ্ঞা

নির্ধারণ করেছে। যার অপর নাম ধন ও প্রানের কোরবাণী। কুরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

'হে নবী, আপনি বলে দিন, তোমরা যদি খোদার মহব্বতের দাবীদার হও, তবে আমার আনুগত্য স্বীকার করে চলো। আনুগত্য ও অনুসরণের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হও তবে খোদা তোমাদের মহব্বত করবেন।' কুরআনের এই আয়াতটির মাধ্যমে ইসলাম মহব্বতের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা দিয়ে খাঁটি ও ভেজাল মহব্বতের পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আপনার ধর্মে মহব্বতের কোন সংজ্ঞা নেই। যে কোন ব্যক্তি দাবী করতে পারে যে, আমি খোদাকে মহব্বত করি।

প্রধান পাদ্রী ঃ আপনি পুনরায় সেই লম্বা চওড়া বক্তৃতা আরম্ভ করেছেন। আমি চাই, প্রত্যেকটি কথা সংক্ষিপ্ত এবং সম্পূর্ণ হোক, যাতে মাত্র দুটি কথার মধ্যে বিতর্কের ফয়সালা হয়ে যায়। আচ্ছা, বলুনতো আপনার কুরআনে কোথাও খোদাকে পিতা বলা হয়েছে কি, যা চূড়ান্ত মহব্বতের পরিচায়ক? এই কথাটির দ্বারা সম্পূর্ণ ফয়সালা হয়ে যাবে।

ওমর ঃ যদি ইসলাম খোদার জন্য পিতা অর্থাৎ 'আব্' শব্দের ব্যবহার করত, তবে এর শিক্ষা ক্রুটিপূর্ণ হওয়ার জন্য এটাই হত সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। ইসলাম এ পথ-ভ্রষ্টকারী শব্দটিকে আল্লাহ্র জন্য ব্যবহার করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত রয়েছে। অবশ্য এর স্থলে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করছে যা পিতা বা আব্ শব্দের অন্তর্নিহিত ভাব হতে অনেক উচ্চ পর্যায়ের ভাব প্রকাশ করে।

প্রধান পাদ্রী ঃ তুমি অত্যন্ত বেয়াদব! 'পিতা' শব্দকে পথভ্রষ্টকারী বলছ? আচ্ছা শিঘ্র বল, পিতা শব্দের স্থলে ইসলাম খোদার জন্য কোন উত্তম শব্দটি ব্যবহার করেছে? (ক্রোধে প্রধান পাদ্রীর ঘাড়ের শিরাসমূহ স্ফীত এবং মুখাভ্যন্তর হতে ফেনা নির্গত হচ্ছিল।

ওমর ঃ ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই। খোদার জন্য 'পিতা' শব্দটি শিরক্ অংশীবাদের ভিত্তি স্থাপক এবং শব্দটির অপব্যবহারের দরুন এক শ্রেণীর মানুষের অন্তরে খোদার জন্য পুত্র হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অতঃপর এই ধারণাটিই এর বাহকদের খোদার পুত্রকেও

খোদা মানতে বাধ্য করেছে। আপনিও তো হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বলে মানেন, সত্য নয় কি? আপনি জানতে চেয়েছেন পিতা শব্দের স্থলে এর চেয়ে উত্তম ইসলামের শব্দটি কি? তবে শুনুন সে শব্দটি হল 'রব'। এই শব্দটি দ্বারা সে সত্ত্বাকে বোঝানো হয়, যিনি সৃষ্টিকে আদি হতে অনন্তকাল ধরে তার ক্রমোন্নতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু সরবরাহ করে থাকেন, অর্থাৎ প্রতিপালন করেন। তাঁর এই প্রতিপালন কার্য কখনই রহিত বা স্থগিত হয় না। তাই ইসলাম খোদার জন্য 'রব' শব্দটি ব্যবহার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ কোন অবস্থায়ই সৃষ্টির প্রতিপালনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন না। পিতা বা আব্ শব্দের মধ্যে এই ত্রুটি বিদ্যমান যে, পিতা কিছুকাল আপন সন্তানের আংশিক প্রতিপালন কাজ করে থাকেন, অতঃপর এক সময় তার জন্য এই কাজ নিষ্প্রয়োজনীয় হয়ে দাড়ায়। এ পিতাকেই আবার হয়ত নিজে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য সন্তানের মুখাপেক্ষী হতে হয়। পিতার এই আংশিক প্রতিপালন কাজও শুধু তার আওতাধীন ব্যাপারে চলতে পারে। আওতা বহির্ভূত ব্যাপারে তার প্রতিপালন প্রচেষ্টা বেকার। যেমন, যদি সন্তান পীড়িত হয়ে পড়ে, তবে পিতা তাকে পীড়া হতে মুক্তি দিতে অক্ষম কিন্তু খোদার প্রতিপালন কাজ এমন নয়। অক্ষমতা দোষ হতে তিনি পবিত্র। সমস্ত সৃষ্টি তার আদি হতে অনন্তকালব্যাপী প্রতিপালিত হওয়ার জন্য একজন প্রতিপালকের মুখাপেক্ষী। সেই প্রতিপালক হলেন একমাত্র আল্লাহ্। আর তিনি তাঁর এই ধরণের চিরস্থায়ী প্রতিপালন গুন প্রকাশের জন্য স্বয়ং যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন তা পিতা বা আব্ নয়, বরং সে শব্দটি হল 'রব'।

অতএব প্রমানিত হল যে, পিতা বা আব শব্দের স্থলে 'রব' শব্দটি ব্যবহারই সর্বাধিক যুক্তিপূর্ণ। তদুপরি 'রব' শব্দটি তাওহীদ বা খোদার একত্ত প্রকাশক, আর পিতা বা আব্ শির্ক বা অংশীবাদের উৎস।

প্রধান পাদ্রী ঃ রবের প্রতিপালন কর্মের যেসব প্রতিক্রিয়া বা পরিচয় আপনি বর্ণনা করলেন তার প্রমাণ দুনিয়ায় নেই। কিন্তু পিতার মহব্বতের সাক্ষ্য আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই এরূপ অর্থহীন শব্দের সমর্থন কেউ করতে পারে যার অর্থ দুনিয়ায় নেই? পিতার মহব্বতের প্রতিক্রিয়াকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন?

ওমর ঃ বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস আপনাদের জ্ঞানেন্দ্রীয়ের উপর অজ্ঞানতার প্রলেপ প্রদান করে রেখেছে। এরূপ বলা আপনার জন্য কিছুতেই সম্ভব হত না। আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি যে, মানুষ মাতৃগর্ভে প্রতিপালিত হয়; শৈশবে, কৈশরে, যৌবনে এবং বার্ধক্যে মোটকথা আদি হতে অন্ত পর্যন্তই তার প্রতিপালন কার্য চলছে। তা কার দ্বারা হয়, রবের দ্বারা নয় কি?

প্রধান পাদ্রী ঃ পবিত্র ইঞ্জিলে আছে, "পিতাজী খোদা জগদ্বাসীকে এত মহব্বত করেছেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষের জন্য বলি দিয়েছেন।" এর চেয়ে অধিক মহব্বতের আর কি দৃষ্টান্ত থাকতে পারে যে, পিতা তার সর্বাধিক প্রিয় জিনিসকে কারো জন্যে কোরবানী দেন?

ওমর ঃ ইঞ্জিলের এই বর্ণনায় আপনার দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হয় অর্থাৎ ইতি পূর্বেই আপনি মহব্বতের চূড়ান্ত প্রকাশ পিতৃত্বের সম্পর্কের ভিতর দিয়ে প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। আর এখন সেই পিতাকেই তাঁর নিষ্পাপ নিরপরাধ সর্বাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্রকে হত্যাকারী সাজিয়ে মহব্বতের চূড়ান্ত প্রকাশের জন্য ইঞ্জিলের বাক্য প্রমাণ স্বরূপ পেশ করেছেন। একটি নিষ্পাপ নিরপরাধ পবিত্র সন্তানকে অপবিত্র ও গোনাহ্গার মানুষের জন্য যিনি হত্যা করতে পারেন, আপনার ধারণায় তিনি পিতা? পিতা তার মহব্বত, রূপ, গুন প্রকাশ করতে যেয়ে নিরপরাধ পুত্রটিকেই হত্যা করে ফেললেন! কিন্তু রব কখনই এরূপ নন। 'রব' কাউকে জুলুম করেন না বরং তিনি জুলুমকারীকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। যেমন কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

"কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির বোঝা বহন করবে না।" অর্থাৎ খোদা একের অপরাধে অপরকে শাস্তি প্রদান করেন না। কিন্তু আপনাদের পিতা আপন পুত্রকেই অপরের অপরাধে হত্যা করলেন। পিতা কর্তৃক আপন নিষ্পাপ নিরপরাধ পুত্রকে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করা যদি মহব্বত হয়, তবে এরূপ মহব্বত ও এরূপ পিতার প্রতি সাধুবাদ(!)।

প্রকৃত পক্ষে খৃস্টীয় অন্তর শুধু কপট-মহব্বতে পূর্ণ। প্রকৃত মহব্বতের চিহ্নও তাদের মধ্যে নেই। কেননা তারা বাইবেলের মাধ্যমে

যীশুর বারজন সহচরের চরিত্রে মহব্বতের এমন কলঙ্ক লেপন করেছে, যার নজীর জগতের ইতিহাসে আর নেই। যেমন বাইবেল পাঠে জানা যায় যীশুর মহব্বতের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত তার বারজন শিষ্যের মধ্যে একজন মাত্র ত্রিশটাকা ঘুষ পেয়ে যীশুকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে। অবশিষ্ট এগারজনের মধ্যে দশজন পলায়ন করে প্রাণ বাঁচায়। তন্মধ্যে একজনের পলায়নের সময় শত্রুগণ তার পরিধানের একখানা কাপড় ধরে ফেললে সে তা পরিত্যাগ করো সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়ে পালায়। আর যীশুর প্রধান শিষ্য পিতর অপরিচিতের ভান করে শত্রুদের মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু শত্রুগণ পিতরকে চিনতে পেরে তাকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হওয়ায় সে তিন তিন বার শপথ করে বলে যে, আমি যীশুকে চিনি না এবং যীশুর প্রতি অভিশাপ বাণী উচ্চারণ করো আপন প্রাণ বাঁচিয়ে মহব্বতের রেকর্ড সৃষ্টি করে? (মথি ২৬ ঃ ৪৭-৫৬, ৬৯-৭৫, মার্ক ১৪ ঃ ৪৩-৫২, ৬৬-৭২, লুক ২২ ঃ ৪৭, ৫৪-৬০, অনুবাদক)।

প্রধান পাদ্রী ঃ (অন্যান্য পাদ্রীদের উদ্দেশ্য করে) আমিতো ধারণা করেছিলাম যে, এরা অবশ্যই খোদাওন্দ যীশুর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, কিন্তু এতক্ষণে বুঝতে পারলাম এরা দূর্দান্ত কাফের; আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু বলেছি তা এক বিশিষ্ট উঁচু পর্যায়ের কথা, যা বুঝবার যোগ্যতা থেকে কাফেরগণ বঞ্চিত। (ওমর লাহমীকে) তোমার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে। খোদাওন্দ যীশু তোমাকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমার কাছে তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। অনর্থক বিরক্ত করতে এসেছো!

(পাদ্রীগণকে) এখন থেকে তোমরাও এদের সংস্পর্শ হতে দূরে থাকবে। তোমরা দেখলে তো এদের একগুয়েমী ও হঠকারীতা। এরা একটি কথাও মানতে চায় না।

ওমর ঃ কিন্তু জনাব......

প্রধান পাদ্রী ঃ খামোশ! তোমাদের আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে আর অজানা নেই।

একথা বলে প্রধান পাদ্রী সাহেব তার খৃস্টীয় সভ্যতার উপরোক্ত আদর্শ (!) প্রদর্শন পূর্বক সভাস্থল পরিত্যগ করো দ্বিতলের বালাখানায়

চলে গেলেন। ওমর লাহমী সভাস্থ সকলকে কুরআনের- "এসেছে সত্য চলে গেল মিথ্যা, মিথ্যা নিশ্চয়ই যাবার।" এই বাণীটি শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি আপন সঙ্গিগণসহ "নাসরুম মিনাল্লাহ ওয়া ফাতহুন কারীব" এই বিজয়ী শ্লোগান দিতে দিতে বের হয়ে আসলেন।

ওমর লাহমী এবং ওলামায়ে ইসলাম প্রধান পাদ্রীর বাড়ি থেকে বের হয়ে সত্যের জয়ধবনী দিতে দিতে নিজ নিজ বাড়িতে চলে গেলেন। যেহেতু ইসাবেলা প্রধান পাদ্রী সাহেবের কন্যা, তাই সে অত্যন্ত গাম্ভীর্য সহকারে উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনছিল। তার সাথে তার সহচরীবৃন্দ এবং অন্যান্য খৃস্টীয় মহিলাগণও এই চিত্তাকর্ষক আলোচনা উপভোগ করছিলেন সভা ভঙ্গের পর তারাও বিষন্ন বদনে নিজ নিজ আবাসপানে চলে যান।

সন্ধ্যায় যখন ইসাবেলা ও তার সহচারীবৃন্দের পূনর্মিলন হল, তখন তারা পূর্বাহ্নে অনুষ্ঠিত আলোচনার ফলে সৃষ্ট তাদের মনোভাব আদান প্রদান করতে লাগল। দেখা গেল, ইসাবেলার অন্তরে খৃস্ট ধর্মের প্রতি শেষ বিশ্বাসটুকুও আর বাকী নেই। সে উত্তমরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, খৃস্ট ধর্ম একটি নিরেট ধোকা। না আছে এর কোন যুক্তি না আছে ভিত্তি। পূর্বানুষ্ঠিত সভা দুটির দ্বারা তার ধারণা জন্মেছিল যে, পাদ্রী পিটার্স ও অধ্যক্ষ মিখাইল অযোগ্য, তাই তারা তার জবাব দিতে অক্ষম। কিন্তু তার পিতা প্রধান পাদ্রী, খৃস্টধর্ম সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞানী। কাজেই মুসলমানদের যেকোন প্রশ্নের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিবেন। কিন্তু আজকের সর্বশেষ আলোচনা শুনে সে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেছে এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে যে, খৃস্ট ধর্মের ভিত্তি একটি মাকড়সার জালের ন্যায় অস্তিত্বহীন প্রায়।

এই ঘটনার পর মাসাধিক কাল অতীত হয়ে যায়। ইসাবেলার ধর্ম বিশ্বাসে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ইতিমধ্যে সে লুকিয়ে ওমর লাহমীর সাথে এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য মুসলিম ওলামা, সাধক, কর্ডোভার প্রধান মুসলিম ধর্মগুরুদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সে এখন শুধু সত্যের অনুসন্ধানে তৎপর ওমর লাহমীর সহায়তায় কর্ডোভায় ইসলামী হুকুমত কর্তৃক নিযুক্ত কাজী যিয়াদ ইবনে

ওমরের সাথে মাঝে মাঝে বাক্যালাপের সুযোগ গ্রহণ করে জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্তের চেষ্টা করছে। যিয়াদ ইবনে ওমর তৎকালীন বিখ্যাত আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তদুপরি তিনি একজন বড় সাধক, আবেদ ও খোদাভীরু বুজুর্গ ছিলেন। রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতেই কাটাতেন। স্পেনে মুসলমানগণ তাকে আল্লাহ্‌র ওলী বলে জানত। তাঁর সাথে কয়েকবারের সাক্ষাতে ইসাবেলার হৃদয়ে এক বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ইসলামের প্রতি এক গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মোটামুটি সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, ইসলামই সত্য ধর্ম এবং খৃস্ট ধর্ম শুধু ধোকা, ফাকী ও ভন্ডামীর সমষ্টি।

সে এখন কুরআন তিলাওয়াত ও তার অনুশীলন অত্যাধিক পরিমাণে করতে আরম্ভ করেছে। আস্তে আস্তে তার হৃদয় পটে ইসলামের সত্যতা দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হচ্ছে। সে এখন কুরআন ও বাইবেল এই দৃষ্টিতে অনুশীলন করে যে, এদুয়ের মধ্যে কোনটি সত্যের বাহক আর কোনটি 'আওহামপরস্তি' অর্থাৎ মানুষের অদ্ভুত কল্পনার সমষ্টি। সে তাওহীদ, নবুওয়াত, কুরআন, কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত), শাফায়াত, গোনাহের হাকীকত মানুষের কর্ম এবং তার পরিনাম ইত্যাদি সম্বন্ধে আপন জ্ঞান অনুযায়ী যথেষ্ট চিন্তা করছে, ফলে খৃস্ট তত্ত্বের আবেশ থেকে সে এখন মুক্ত; বরং ইসলামের দিকেই তার শির এখন ক্রমান্বয়ে অবনত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন কোন সময় তার অন্তরে এ খেয়ালও উদয় হয় যে, যে ধর্মকে আমি বাল্যকাল থেকে মান্য করে আসছি কিভাবে তা পরিত্যাগ করি? ইসলাম গ্রহণ করার পর জানিনা কি অবস্থার সৃষ্টি হয়, কোন বিপদ এসে উপস্থিত হয়। মাতা-পিতা-ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন থেকে বিছিন্ন হতে হবে। এমতাবস্থায় আমার জীবন কিভাবে কাটবে? আবার নিজে নিজেই বলে, "সত্যের জন্য বিপদাপদকে বরণ করতেই হবে। সত্যের সন্ধান পাওয়ার পরও যদি তার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা না দেই, তাকে স্বীকার না করি তবে আমি খোদার দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হব।" ওমর লাহমী ইসাবেলার এই দুশ্চিন্তার সংবাদ পেয়ে গোপনে তাকে জানিয়ে দিল যে, সে যেন সকাল সন্ধ্যায় কুরআনে হাকীমের সূরা বনী ইসরাঈলের-৭৯ নং আয়াতটি পাঠ করে। এই আয়াতটি যেন প্রতি বেলা দশবার

পাঠ করে কুরআনের তিলাওয়াত ও অনুশীলন চালু রাখে। আল্লাহ্পাক তাকে সকল দূর্ভাবনা থেকে মুক্ত করে দিবেন।

ইসাবেলা অনুরূপ আমল করে চলল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনুভব করতে পারল যে, কোন এক অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে তার হৃদয় নিশ্চিন্ত ও বলিয়ান হয়ে উঠেছে। দুনিয়ার সর্বপ্রকার ভয় তার অন্তর থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই আশু প্রতিক্রিয়া তার ঈমানের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল এবং সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার মত মনোবল লাভ করল।

আউলিয়ার দরবার

যে সময়ের ঘটনা আমরা বর্ণনা করছি, তখন মুসলমানগণ সমগ্র স্পেনে মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। ইসলামের অনেক বড় বড় ওলামা ফিকাহ্তত্ত্ববীদ স্পেনকে নিজেদের কর্মভূমি নির্বাচন করে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কর্ডোভা নগরীতে ইসলামের উচ্চশিক্ষার কাজ বিশেষভাবে চালু হয়ে গিয়েছিল। কর্ডোভায় নিযুক্ত কাজী যিয়াদ ইবনে ওমর একজন অত্যন্ত বড় মোহাদ্দিস, দার্শনিক, কবি এবং মুফাসসির ছিলেন। ইবাদত এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি যুগের অন্যতম ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মধ্যে নানাবিধ সৎ গুনের সমাবেশের দরুন কর্ডোভা তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েছিল। দিবাভাগে তিনি হুকুমত কর্তৃক অর্পিত কাজীর দায়িত্ব পালন করতেন এবং রাত্রিতে তাঁর গৃহে ওলামা এবং হুকুমতের পদস্থ ব্যক্তিগণের ভিড় থাকত। তার বাড়িটি কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটেই ছিল। সুতরাং ইশার নামায শেষে জ্ঞান পিপাসুগণ তাঁর ঘরে এসে সমবেত হতেন।

একদিন এই মসজিদে অন্যান্যদের সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম ও দার্শনিক, কবি সমবেত হয়েছেন। এমন সময় হযরত শায়খ যিয়াদ

ইবনে ওমর শুভাগমন করলেন। তাঁকে দেখা মাত্র সকলে স্বানন্দে দাঁড়িয়ে সালাম জানালেন। 'ওয়ালাইকুমুসসালাম' বলে উপস্থিত সকলের কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। অতঃপর ওমর লাহ্মীকে জিজ্ঞাসা করে বললেন ঃ

ভাই ওমর তোমার প্রচেষ্টাকে আল্লাহ্ সফল করুন। তুমি কুফ্রীর আড্ডার অভ্যন্তরে ঢুকে সত্যের দাওয়াত পৌঁছিয়েছ এবং কাফেরদের দর্প চূর্ণ করে দিয়েছ। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার যে দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ছিল, তা তুমি পূর্ণ করেছ।

ওমর ঃ হযরত! এ আপনার দোয়ার বরকত। নতুবা আমি তো একজন সাধারণ এবং নগন্য মুসলমান মাত্র। আপনার দোয়ায় ইসাবেলা ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনার সাথে সাক্ষাতের অত্যাধিক আকাঙ্খায় সে আজ আপনার গৃহে আগমন করেছে।

শায়খ ঃ ইসাবেলা এখানে আছে কি?

ওমর ঃ জী হ্যাঁ, সামনে ঘরে সে অপেক্ষা করছে। যদি অনুমতি হয়, তবে এখানেই তাকে ডেকে আনি!

শায়খ ঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়; যখন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই এসেছে, তাকে এখানেই ডাকো।

জনৈক আগন্তুক ঃ ইয়া সাইয়েদী! এ এক বিরাট সাফল্য। সমগ্র কর্ডোভার খৃস্টানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কিন্তু ইসাবেলা একাই শুধু ইসলাম গ্রহণ করেছে কি? না তার সাথে আরও কেউ আছে?

ওমর ঃ আপনার এ কথার উত্তর স্বয়ং ইসাবেলার নিকট শোনা উত্তম হবে।

অপর আগন্তুক ঃ আমি শুনেছি, খৃস্টানগণ ইসাবেলাকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ কথা কি সত্য?

ওমর ঃ ইসাবেলা এ ব্যাপারে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে চলছে, তাতে কোন খৃস্টান কেবল সন্দেহ ব্যতীত দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বা প্রামাণ্য সূত্রে একথা বলতে সক্ষম হবে না যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা রাখে এমতাবস্থায় তাকে হত্যা করার পরিকল্পনার অর্থ বুঝতে আমি অক্ষম।

শায়খ ঃ আচ্ছা, এখন ইসাবেলাকে উপস্থিত করা হোক, তার মুখেই এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী শুনব।

কিছুক্ষণ পর ইসাবেলা মজলিসে উপস্থিত হল এবং মজলিসের কেন্দ্রস্থলে তাকিয়ায় হেলান দেয়া অবস্থায় উপবিষ্ট শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরকে দেখতে পেয়ে ইশারায় সালাম দিয়ে এক প্রান্তে বসে পড়ল। সমবেত মজলিস তার অসীম সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাল।

শায়খ ঃ বেটি ইসাবেলা! আমি তোমার সত্যের অন্বেষার জন্যে তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। খোদা তোমাকে কুফ্রীর অন্ধকার হতে বের করে ইসলামের দৌলতে বিভূষিত করেছেন এবং 'ত্রিত্ববাদের' গোলক ধাঁধাঁ থেকে মুক্ত করে তাঁর নির্মল রাস্তায় দৃঢ়পদ থাকার তওফীক দিয়েছেন। বেটি এ রাস্তা বড় বিপজ্জনক। এর উপর স্থির থাকা বাহাদুর ব্যক্তির কাজ। কিন্তু ইসলামই একমাত্র মুক্তির পথ, এ কথার উপর যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারে তার সামনে দুনিয়ার যে কোন কঠিন বিপদ আসুক না কেন তা তৃণসম মনে হয়, খোদা তাকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

ইসাবেলা ঃ পবিত্র পিতা

শায়খ ঃ বেটি! এখন থেকে তোমাকে এ শব্দটি পরিত্যাগ করতে হবে। ইসলাম আলিম সমাজকে এই মর্যাদা দেয়নি, যা খৃস্ট ধর্ম পাদ্রীদের দেয়। পোপত্ব ইসলামে নেই, এখানে আছে ভ্রাতৃত্ব, সমস্ত মুসলিম পরস্পর ভাই ভাই। ইসলামে পূর্ণ সাম্য বিরাজমান। আলিমগণের দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, তাঁরা জনগণকে আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর সুন্নাতের পথ প্রদর্শন করবে। আর মুসলমানদের কর্তব্য তারা আলিমগণের অনুসরণ করে চলবে। কখনই তাদের আল্লাহ্র স্থানে বসাবে না বা কোন প্রকার খোদায়ী শক্তির মালিকও তাঁদের বানাবে না।

ইসাবেলা ঃ (লজ্জিত হয়ে) তবে আপনিই আমাকে বলে দিন, আপনাকে এবং অপর ইসলামী নেতৃবর্গকে কোন অভিধায় সম্বোধন করব।

শায়খ ঃ বেটি ইসাবেলা! আমার এবং অপর মুসলমানদের জন্য 'ইয়াআখী' (ভ্রাতঃ) চলবে। আর যদি এর চেয়ে বেশী বলতে চাও, তবে 'ইয়া সাইয়েদী' (নেতাজী) বলে সম্বোধন করতে পার।

ইসাবেলা ঃ উত্তম; এখন থেকে আপনার প্রত্যেকটি নির্দেশ মেনে চলব। ইয়া সাইয়েদী! আল্লাহ্‌র অত্যাধিক অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর এ দাসীকে ত্রিত্ববাদ ও ক্রুশ পূজার অভিশাপ হতে মুক্তি দিয়ে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। আমার রূহানী উস্তাদ এবং মুরুব্বী ওমর লাহমীই আমার এ হিদায়েত প্রাপ্তির উপলক্ষ। যিনি কর্ডোভার পাদ্রীদের গৃহাভ্যন্তর প্রবেশ করে তাদেরকে তাবলীগ করছেন। যার ফলে আমার কাছে সত্যের আওয়াজ পৌঁছেছে। আমার হৃদয় তার জন্য এই দু'আ করছে যে, আল্লাহ্‌ ওমর লাহমীকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্ববিধ নিয়ামত দান করে তাঁকে তৃপ্ত করুন। আর আপনাদের দু'আয় আমার জীবন-মরণ ইসলামের উপর হোক। (সমেবত সুধী মন্ডলী সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আমিন')।

শায়খ ঃ বেটি! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমার মাধ্যমে কোন বিরাট খেদমত নিতে ইচ্ছুক। তোমার দ্বারা মুসলমানদের বহুত উপকার সাধিত হবে। তুমি কি অপর কোন মহিলাকে তোমার বিশ্বাসে বিশ্বাসী করতে সক্ষম হয়েছ?

ইসাবেলা ঃ হাঁ, ইয়া সাইয়েদী! আমার আরো চার জন সহচরী আছে। তারাও খৃস্ট ধর্মের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে এবং ইসলামের দিকেই তাদের অন্তরের ঝোঁক। আমি ইন্‌শাল্লাহ্‌ আগামীকাল অথবা পরশু তাদেরও আমার সঙ্গে এখানে নিয়ে আসব। যেন তারা আপনার সান্নিধ্য পেয়ে ফয়েয লাভে সমর্থ হয় এবং ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু সন্দেহ তাদের মনে রয়েছে তা বিদূরিত হয়।

ওমর ঃ বোন ইসাবেলা! আপনার সহচারীদের সম্বন্ধে তো এ যাবত কিছুই জানা যায়নি, তারা কারা?

ইসাবেলা ঃ তাদের একজন আমার উস্তাদ এলাহিয়্যাত কলেজের অধ্যাপক পাদ্রী মিখাইলের কন্যা। এছাড়া তিন জন আরও আছে। তারা সকলে আগাগোড়া রীতিমত আলোচনায় শরীক ছিল।

ওমর ঃ খৃস্ট ধর্মের ক্রুটি সমূহ উত্তমরূপেই তারা উপলব্ধি করতে পেরেছে। আর ইসলাম ক্রুটিহীন সত্য ধর্ম, একথাও তারা আন্ত রিকভাবে স্বীকার করেছে। কিন্তু, এখনও এ পরিমান সাহস তাদের হয়নি যে, আপন পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামকে সত্য ধর্ম রূপে গ্রহন করতঃ এর সত্যতার ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়।

শায়খ ঃ ভাল, আল্লাহ্পাক এ সাহসও তাদের দান করবেন। আর আমারও তাদের জন্যে আল্লাহ্পাকের দরবারে দোয়া করতে থাকব।

ওমর ঃ অধ্যাপক মিখাইলের কন্যাকেও আপনি একবার এখানে নিয়ে আসুন, যেন তার সকল খটকা দূরীভূত করার সুযোগ হয়।

ইসাবেলা ঃ বেশ, কাল অথবা পরশু তাদের নিয়ে আসব। আর যদি তারা সবাই আসতে সম্মত না হয়, তবে অধ্যাপক মিখাইলের কন্যা 'মীরানো' কে তো অবশ্যই আমার সাথে নিয়ে আসব।

শায়খ ঃ বেটি! আমি তোমাকে বিশেষ ভাবে বলছি যে, অন্তরের সকল সন্দেহ হতে মুক্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ কর। কোন লোভে অথবা ধোকায় পতিত হয়ে কখনই মুসলমান হয়ো না। কেননা, ইসলাম চায় 'খুলুস' অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের প্রেরণা। আর কুরআনে বলা হয়েছে ঃ মুসলমানদের জীবন-মরণ, ইবাদত ও সাধনা, উঠাবসা, চলাফেরা, আহার নিদ্রা মোট কথা সকল কিছুই আল্লাহ্র জন্যে এবং তাঁরই সন্তুষ্টি ও রেজামন্দি মুসলমানদের জীবনের লক্ষ্য।

ইসাবেলা ঃ ইয়া সাইয়েদী! আমি আল্লাহ্কে সাক্ষ্য রেখে বলছি, দুনিয়ার কোন লালসায় পতিত হয়ে আমি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিনি। কোন বিষয়-সম্পদ বা সম্মান প্রতিপত্তি অর্জনও আমার উদ্দেশ্য নয়। আজ সমগ্র কর্ডোভায় এমনকি সমগ্র স্পেনে আমার পিতা কিরূপ সম্পদ ও ইজ্জতের মালিক, তা আপনিও অবগত আছেন।

শায়খ ঃ জাযাকাল্লাহ! আল্লাহ্পাক তোমাকে দৃঢ়চিত্ত করুন এবং তোমার উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করুন (আমীন)।

ওমর ঃ ইসলাম এরূপ এক ধর্ম, যা অবলম্বন করার পর মানুষের উপর খোদার রহমত অবতীর্ণ হয় এবং তার সম্পূর্ণ গোণাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

ইসাবেলা ঃ (মৃদু হেসে) আমাদের যাবতীয় গোনাহ তো প্রতি রবিবারে আমাদের কর্ডোভার পাদ্রী সাহেব যিনি 'ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ' তিনি ক্ষমা করে থাকেন। কাজেই (মাথা নীচু করে) আমি পূর্ব হতেই বে-গোনাহ্।

শায়খ ঃ এই ইনকুজিশন বিভাগটি আবার কোন পদার্থ আর পাদ্রী সাহেবগণের গোণাহ্ ক্ষমা করার অর্থ কি? মানুষ কি কারো গোনাহ্ ক্ষমা করার অধিকার রাখে?

ইসাবেলা ঃ (লজ্জিত ভাবে) ইয়া সাইয়েদী! এ এক অতি আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা খৃস্ট ধর্মের অভ্যন্তরীণ রহস্য আপনাদের অজানা থাকারই কথা।

শায়খ ঃ ইসাবেলা! তুমি কি ঐ সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ দিবে? এরূপ চিত্তাকর্ষক রহস্যাবলী আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন। তুমি সে সব কথা ভাল বলতে পারবে।

ইসাবেলা ঃ ইয়া সাইয়েদী! খৃস্টানদের প্রথা হল যে, প্রত্যেক খৃস্টান প্রতি সপ্তাহে গির্জায় স্থাপিত ক্রুশদন্ডের বড় পাদ্রীর সাক্ষাতে আপন গোনাহ্সমূহের বিবরণ দেয়। আর পাদ্রী সাহেব তার গোনাহ্ ক্ষমা করে দেন। কেননা খৃস্ট ধর্ম মতে বড় পাদ্রীর গোনাহ্ ক্ষমা করার অধিকার আছে। কারণ তিনি যীশুর প্রধান শিষ্য ইঞ্জিল সংকলক পিতরের স্থলাভিষিক্ত হয় বলে কথিত হন।

শায়খ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্! লা'হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। এই কারণেই কুরআনে খৃস্টানদের উপর এই দোষারোপ করা হয়েছে যে, "খৃস্টানগণ আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পন্ডিত এবং সন্যাসিগণকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে।" (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) পাদ্রীগণ কি সব প্রকার গোনাহ্ই ক্ষমা করার অধিকার রাখেন?

ইসাবেলা ঃ জী হ্যাঁ, তবে এই শর্তে যে, ক্ষমা প্রার্থীকে তার গুপ্ত প্রকাশ্য সম্পূর্ন গোনাহের বিষয় পাদ্রী সাহেবের সম্মুখে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে হবে। যদি কোন গোনাহ্কে গোপন রাখে, তবে তার ক্ষমা প্রাপ্তি হতে সে বঞ্চিত থাকবে।

পর্দার অন্তরালে

ওমর ঃ তা হলে গোনাহ্ ক্ষমা করার জন্যে বোধ হয় সর্বপ্রকার জঘন্য গোনাহের কথাও প্রকাশ করতে হয়? আচ্ছা আপনারা কি ভাবে গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করতেন?

ইসাবেলা ঃ (লজ্জাবনত দৃষ্টিতে) প্রত্যেক খৃস্টিয়কে এক নির্দিষ্ট তারিখে কর্ডোভার প্রধান গির্জায় (যে স্থানে আলোচনার জন্য আপনাদের আহ্বান করা হয়েছিল) সমেবত হতে হয়।

অতঃপর......

ওমর ঃ মহিলাগণও কি সেখানে উপস্থিত হন?

ইসাবেলা ঃ জী হ্যাঁ, প্রত্যেক বালেগা নারী-পুরুষকেই সেখানে হাজির করা হয় এবং পাদ্রী সাহেব একে একে প্রত্যেকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, সে এই সপ্তাহে কোন্ গোনাহ্ করেছে। নিজ নিজ গোনাহের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তির পর পাদ্রী সাহেব ক্ষমা প্রার্থীর মাথায় আপন হাত বুলিয়ে বলেন, "যাও খোদাওন্দ যীশুর বরকতে তোমার স্বীকৃত সম্পূর্ণ গোনাহ্ ক্ষমা করা হল!"

ওমর ঃ প্রত্যেকের কাছে তার গোনাহের কথা গোপনে জিজ্ঞাসা করা হয় না প্রকাশ্যে?

ইসাবেলা ঃ প্রত্যেকের কাছে যদি গোপনে পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করা হত, তবে তা তেমন লজ্জাষ্কর ব্যাপার হত না, কিন্তু সেখানে তো নিজ গোনাহ্ সমবেত জনতার সম্মুখে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়ে ক্ষমার সার্টিফিকেট দেয়া হয়।

ওমর ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ্। ছেলে-মেয়ে কুমার-অকুমারদের সম্মুখে?

ইসাবেলা ঃ জী হ্যাঁ, (লজ্জায় মস্তক নত করে) এমনকি কুমার কুমারীদেরও গুণাহের বর্ণনা করতে হয় সকলের সামনে এবং সকলেই তা শোনে।

ওমর ঃ তওবা! তওবা! গোনাহের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বড় বড় লজ্জাস্কর গোনাহ্ও নিশ্চিয় প্রকাশ হয়ে পড়ে? যেমন ধরুন, কেউ ঘটনাক্রমে চুরি করে ফেলল। তাকেও সর্ব সাধারণের সামনে নিজেকে চোর বলে ঘোষনা করতে হবে?

ইসাবেলা ঃ শুধু এ কথা কেন, প্রত্যেক নিকৃষ্ট হতে নিকৃষ্টতম গোনাহের কথা প্রকাশ করতে হবে কেননা, কোন একটি গোনাহ্ গুপ্ত রাখলে তা মার্জনার অপর কোন ব্যবস্থা না থাকায় অন্য সকল গোনাহ্গারের সাথে জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার ভয় সকলেরই আছে।

ওমর ঃ তবে এমতাবস্থায় কুমার কুমারীদের চরিত্রের উপর অশ্লীল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না কি?

ইসাবেলা ঃ কেন হবে না। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের কাছে গোনাহ্ কোন গুরুতর জিনিস নয়। গোনাহ্ মার্জনার অতি সহজ ব্যবস্থা তাদের নিকট থাকায় তা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক ব্যক্তি ঃ সাধারণ লোকের গোনাহ্ তো পাদ্রী সাহেব ক্ষমা করেন, কিন্তু স্বয়ং পাদ্রী সাহেব যদি হঠাৎ গোনাহ্ করে ফেলেন, তবে তা কে ক্ষমা করে?

শায়খ ঃ (মৃদু হেসে) হয়ত পাদ্রী সাহেবগণ গোনাহ্ করেন না। এর পর শায়খ যিয়াদ ইবনে উমর মজলিস থেকে বিদায় গ্রহণ করে আপন কামরায় চলে যান এবং জিকি্রে মশগুল হন।

ইসাবেলা ঃ (অত্যন্ত লজ্জিত ও দৃষ্টি নিম্নগামী) আমাদের ধর্ম গুরুগণ বিশেষতঃ সংসার বিরাগী রাহেবগণ পর্দার অন্তরালে কি সব অপকান্ড করে থাকেন এবং তাদের জীবন কি রূপ পাপে ভরা তা ভাবতেও শরীর শিউরে উঠে।

ওমর ঃ বোন ইসাবেলা! আপনি কি বলছেন? খৃস্টীয় ধর্ম গুরুদের জীবন সাধারণ লোকদের চেয়েও ঘৃন্য? দেখুন, মুসলমান হওয়ার অর্থ এ নয় যে, আপনি কারো উপর মিথ্যা দোষারোপ করবেন। এরূপ করাকে 'বুহ্তান' বলা হয়, আর কুরআনে হাকীমে বুহ্তানকারীর জন্য কঠিন শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসাবেলা ঃ বেশ, আপনাদের এরূপ ধারণাই রাখা উচিৎ। কেননা সংসার বিরাগী রাহেবগণের বৈরাগ্য জীবনের অন্ধকার দিকটি সম্বন্ধে

আপনারা ওয়াকিফহাল নন, আর যেহেতু তাদের অপকীর্তি সমূহের ধারণাও আপনাদের নেই, কাজেই আমার এ সম্বন্ধীয় বর্ণনা সমূহকে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করায় আপনাদের কোনই অপরাধ নেই।

সমবেত সকলেই খৃস্টানদের উক্ত গুপ্ত রহস্যাবলি সবিস্তারে প্রকাশ করতে ইসাবেলাকে অনুরোধ করল, যেন মুসলমানগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ইসলাম কত বড় অমূল্য দৌলত। ইসাবেলা পুনরায় বলতে আরম্ভ করল ঃ

আপনারা জ্ঞাত আছেন যে, খৃস্ট ধর্মে রোহ্বানিয়্যাত বা বৈরাগ্যবাদের মর্যাদা অপরিসীম। এ কারণেই অধিকাংশ পাদ্রী সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তারা কঠিন কঠিন সাধনায় লিপ্ত হন এবং স্বেচ্ছায় অস্বাভাবিক দৈহিক যাতনা অবলম্বন করে থাকেন। ঠিক তদ্রুপ বহু খৃস্টান মহিলা 'রাহেবা' বা নান্ হয়ে যান। ঐ সব মহিলাকে নান্ বলা হয়, যারা সতী-সাধ্বী মরিয়মের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজীবন বৈবাহিক বন্ধন হতে মুক্ত থাকেন। কিন্তু আপন অমূল্য রত্ন সতীত্বের সংরক্ষণে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পায় অহরহ। গোনাহের ক্ষমা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নান্গণ যখন

প্রকাশ্যে সভায় আপন গোনাহের কাহিনী বর্ণনা করতে থাকেন, পরকালে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের আকাঙ্খায় যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণে আজীবন বৈবাহিক বন্ধনে বিমুখ সংসার ত্যগী রাহেবগণ নানদের চরিত্রের দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে আপন অবরুদ্ধ বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ গ্রহণ করেন। এই অপকীর্তি নানদের এক চারিত্রিক রোগে পরিণত হয়। কোন কোন রাহেব তো আপন মা ভগিনীকে পর্যন্ত...... (লজ্জায় এবং ঘৃণায় ইসাবেলার বাক শক্তি অবরুদ্ধ)।

সমবেত মজলিস ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ তওবা তওবা।

ওমর ঃ এসব অপকান্ড হওয়ার কারণ হলো, খৃস্ট ধর্মে অবৈবাহিক জীবন বা বৈরাগ্যকে একটি মর্যাদার জীবন বলে ধার্য করা হয়েছে। যা মানব প্রকৃতি ও খোদায়ী কানুনের সম্পূর্ণ বিরোধী। খৃস্ট ধর্ম অগ্রাহ্য হওয়ার এও একটি শক্তিশালী প্রমাণ যে, তা মানুষকে এমন শিক্ষা দান করে, যা মানব প্রকৃতির বিরোধী এবং মানব তদুনাযায়ী চলতে অক্ষম।

এ জন্যই জগদ্বাসীকে ইসলামের শান্তির প্রতি আহ্বানকারী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, "ইসলামে বৈরাগ্য নেই"। তাঁর অন্য একটি ঘোষণা ঃ

"বিবাহ করা আমার তরীকা (জবিনাদর্শ), যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে অগ্রাহ্য করবে, সে আমার কেউ নয়।"

কুরআনে আল্লাহ বলেন, "রোহবানিয়্যাতকে মানুষ নিজেরাই অবলম্বন করেছে, অথচ আমি একে তাদের জন্য কর্তব্য সাব্যস্ত করিনি।" আর কথা হলো, যে জিনিস প্রকৃতি এবং কানুন বিরোধী হয় তা কেউ বহন করতে পারে না।

ইসাবেলা ঃ ইসলামে কি রোহবানিয়্যাত (সংসার বিরাগী হওয়া) নিষিদ্ধ?

ওমর ঃ অবশ্যই। এই মাত্র আপনি এ সম্বন্ধে কুরআন এবং হাদীসের ফয়সালা শুনতে পেলেন। ইসাবেলার চক্ষু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল এবং ইসলামের সৌন্দর্য ও উদারতায় তার অন্তর গর্বিত হল।

এক ব্যাক্তি ঃ তবে রাহেবগণ কি হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধ কোন ভেদাভেদ রাখেন না?

ইসাবেলা ঃ সে সব কথা অত্যন্ত লজ্জাজনক। এটুকু আন্দাজ করে নিন যে, যাদের হাত থেকে মা-ভগিনীর ইজ্জতও নিরাপদ নয়, এমন কোন পাপ আছে, যা থেকে তাদের বিরত রাখা সম্ভব ? ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিক মিঃ লীকি তাঁর "তারীখে আখলাকে ইউরোপ" The History of The Character of Europe নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খন্ডে সবিস্তারে রাহেবদের এবং সাধারণ পাদ্রীদের ব্যক্তিগত জবিন যাপনের কালো আবরণ উন্মোচন করেছেন এবং লিখেছেন, "দুনিয়ার এমন কোন হীন চরিত্রের কাজ ছিল না, যা তাদের দ্বারা না ঘটত। এমন কি আপন মা-ভগিনীকেও তারা ।"

এক ব্যক্তি ঃ নানদের চরিত্রও কি রাহেবদের মত ?

ইসাবেলা ঃ খোদার আশ্রয় কামনা করি। নানদের চারিত্রিক অবস্থা রাহেবদের চেয়েও জঘন্য। স্বয়ং ইউরোপীয় খৃস্টান ঐতিহাসিক একথাও লিখেছেন যে, নানদের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের পুকুর পরিষ্কার করতে যেয়ে তার তলদেশ থেকে হাজার হাজার শিশুর মাথার

খুলি আবিস্কৃত হয়, যা তাদের যৌন অপরাধ ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।"

ওমর ঃ যাবতীয় দুষ্কর্মের মূল প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস, যা খৃস্টানদের অবাধে গোনাহ্ করার অধিকার প্রদান করেছে।

ইসাবেলা ঃ অবশ্যই, আপনি যর্থাথই বুঝেছেন। প্রকৃতই প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাস পাপের ভয় এবং ঘৃনাকে হৃদয় থেকে বহিস্কৃত করেছে। আর প্রত্যেকেই মনে করছে যে, পাপ কাজ করার পর গির্জায় পাদ্রীর সামনে উপস্থিত হয়ে পাপের স্বীকারোক্তি করে সম্পূর্ণ পাপের ক্ষমা পেয়ে নিস্পাপ হয়ে যাবে।

ওমর ঃ আল্লাহু আকবার! ইসলামের প্রাধান্য এবং এরও সত্যতা এখানেও প্রজ্জ্বল হয়ে উঠে। ইসলাম প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা ঘোষণা করে মুক্তি এবং সাফল্যের ভিত্তি আমলে সালিহা অর্থাৎ সৎকাজকে নির্ধারিত করেছে। আবার এর সঙ্গে কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে, "যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ নেকীও করবে সে তার সুফল অবশ্যই দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ গোনাহ্ করবে তার কুফলও সে অবশ্যই ভোগ করবে।"

এক ব্যক্তি ঃ (ইলাবেলাকে) সম্ভবতঃ আপনি জ্ঞাত আছেন যে, প্রায়শ্চিত্তবাদ খৃস্টীয়গণকে যেরূপ পাপের প্রতি উৎসাহিত করেছে, তদ্রুপ আরো একটি কারণ আছে, যার ফলে তারা গোনাহকে অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার বলে মনে করে থাকে। তা এই যে, খৃস্টীয়গণ নবী রাসূলগণকেও গোনাহ্গার বলে থাকে। আর তাঁদের সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস রাখে যে, নবীগণ কর্তৃক সর্বপ্রকার গোনাহের কাজই সংঘটিত হয়েছে।

ইসাবেলা ঃ আপনার এ কথাটি ভুল বলে মনে হচ্ছে। কেননা নবী-রাসূলগণকেই যদি গোনাহ্গার মনে করা হয়, তবে গোনাহের প্রতি সাধারণ মানুষের অন্তরে ঘৃণা উৎপাদনের দায়িত্ব কাদের দ্বারা সম্পাদিত হবে; যারা নিজেরাই গোনাহ্গার অপর মানুষকে গোনাহ্ হতে বেঁচে থাকার উপদেশ দেওয়ার কী অধিকার তাদের থাকে?

ওমর ঃ অবশ্যই, আপনার ধারণা যথার্থ, কিন্তু এ কথার কী প্রতিকার যে, খৃস্টানগণ নবীগণকে মূর্তিপূজক, (নাওযুবিল্লাহ্) ব্যভিচারী এবং মিথ্যাবাদী বলে বিশ্বাস করেন?

ইসাবেলা ঃ ইয়া আখী ! নবী (আ.)-গণের প্রতি খৃস্টীয়গণের এমন জঘন্য ধারণার বিষয় তাদের কোন কিতাবে লিখিত আছে কি?

ওমর ঃ বোন ইসাবেলা! আপনি এই অল্প বয়সে আর কতটুকু জানতে পেরেছেন, খৃস্টান জাতি ধর্মীয় ব্যাপারে অদ্ভুত ও জঘন্য ধারণা পোষণ করে থাকে। তারা গোনাহের লাইসেন্স অর্জন করার উদ্দেশ্যে নবী (আ.)-গণের উপর সঙ্গীন অপরাধের বোঝা চাপিয়ে থাকে। যেহেতু আপনাদের ধর্মীয় কিতাব গভীর মনযোগের সাথে সম্পূর্ণ অনুশীলন করেননি, তাই হয়ত আমাদের কথাগুলো শুনে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। আপনি এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন যে, যদি ইসলামের প্রকাশ না হত, আর সাইয়্যেদুল মুরসালীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুভাগমন না করে ইহুদী ও খৃস্টানদের ভ্রান্ত কারসাজির ছদ্ম আবরণ উন্মোচন না করতেন, তবে আজ নবী (আ.)-গণের ইসমত (নিষ্পাপত্ব), এমনকি তাদের নবুওতের সন্ধানও খুঁজে পাওয়া যেত না।

ইসাবেলা ঃ খৃস্টানগণ কি এমনই আত্ম চেতনা বোধহীন হয়ে পড়েছে যে, নবীগণকে গোনাহ্গার ধারনা করেও তাদের উপর ঈমান রাখে? আমার ধারণা আপনি এ বিষয়ে কিছু ভুল বুঝেছেন। আমি তো অদ্যাবধি কাউকে বলতে শুনিনি যে, কোন নবী মূর্তী পুজা করেছেন বা মিথ্যা বলেছেন।

ওমর ঃ অবশ্যই, আপনার ধর্মগ্রন্থ থেকে..........।

ইসাবেলা ঃ আমার ধর্মগ্রন্থ থেকে ? আমার ধর্মগ্রন্থ কুরআন।

ওমর ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, খৃস্টধর্মের অধীন থাকাবস্থায় আপনি যে কিতাবকে আপনার ধর্মগ্রন্থ বলে মনে করতেন, তার ভেতরেই এ সমস্ত কথা লেখা আছে।

ইসাবেলা ঃ অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার! আমি তা বহুবার অধ্যয়ন করেছি। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার কথার প্রমাণ দিন।

ওমর ঃ আমি পুনরায় বলছি, খৃস্টানদের ধর্ম গ্রন্থে নবীগণকে (নাওযুবিল্লাহ) ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী, পরদ্রব্য লুণ্ঠনকারী এবং মূর্তীপূজক লিখেছে। দেখুন হযরত লুত (আ.) সম্পর্কে লিখেছে, “তিনি আপন ঔরসজাত কন্যাদের সাথে যিনা (ব্যভিচার)

করেছেন।" দেখুন বাইবেল আদিপুস্তক ১৮ অধ্যায় ৩২ পদ। হযরত দাউদ (আ.) সম্বন্ধে লিখিত আছে, তিনি জনৈকা পরনারীকে ধর্ষণ করেছেন।" দেখুন শামুয়েল ২ অধ্যায়, ৪-১১ পদ। আধুনিক বাইবেলে দাউদ (আ.) সম্বন্ধে আছে, 'আর দাউদ হেব্রোন থেকে আসার পর জেরুজালেমে আরও উপপত্নি ও ভার্যা গ্রহণ করলেন'। ২ শামুয়েল ৫ঃ১৩ পদ। দাউদ প্রতিবেশীর এক সুন্দরী স্ত্রীকে স্নান করতে দেখে তার প্রতি আসক্ত হন এবং তাকে ডেকে এনে তার সাথে যিনা করেন। এতে সে গর্ভবর্তী হয়ে পুত্র প্রসব করে। ২ শামুয়েল ১১ঃ২-২৭ পদ। শীমশুন পয়গম্বর সম্বন্ধে লিখেছে, "তিনি এক পরনারী সঙ্গমে বিনষ্ট হয়েছেন এবং অপর এক নারীর সঙ্গে প্রেম করেছেন।" নাওযুবিল্লাহ! দেখুন, বিচার কর্তৃগনের বিবরণ ১৬ অধ্যায় ১-৪ পদ। উক্ত শীমশুন পয়গম্বর এক প্রহেলিকার বাজীতে হেরে প্রতিপক্ষকে ত্রিশটি জামা ও ত্রিশ জোড়া বস্ত্র প্রদান করার প্রতিজ্ঞা পূরনার্থে ডাকাতি করে উক্ত জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন বলে বাইবেলে উল্লেখ আছে। বিচার কর্তৃগণের বিবরণ ১৪ঃ১২-৯৯ পদ।

সমবেত মজলিস ঃ আস্তাগফিরুল্লাহ! আল্লাহর লা'নত পতিত হোক ইহুদী খৃস্টানগণের উপর। আস্তাগফিরুল্লাহ। (ইসাবেলা লজ্জায় মরণাপন্ন, নিস্তব্ধ, নির্বাক)।

ওমর ঃ আরও শুনুন, খৃস্টানদের ঐশীগ্রন্থে নবীগণকে মিথ্যাবাদীও লিখেছে, অর্থাৎ তারা নবী হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা বলতেন্ "শীমশুন নবী মিথ্যা বলেছেন এবং এক স্ত্রী লোকের সাথে তিনবার মিথ্যা বলেছেন।" বিচার কর্তৃগণের বিবরণ ১৬ অধ্যায় ১০-১৫ পদ দেখুন। জনৈক মুকাদ্দাস পয়গম্বর (বাইবেলে নাম উল্লেখ নেই) মিথ্যা বলেছেন। ১ম রাজাবলি ১৩ঃ১৮ পদ। আরও একজন নবী মিথ্যা বলেছেন। ১ম রাজাবলি ২০ অধ্যায়। মসীখা পয়গম্বরও মিথ্যা বলেছেন্ ১ম রাজাবলি ২২ঃ১৫-২৩ পদ। যিরমিয় পয়গম্বর খুব পেট ভরে মিথ্যা বলেছেন। যিরমিয় ৩৮ঃ২৪-২৭ পদ দ্রষ্টব্য।

(ইসাবেলাকে) আপনি তো যীশুর প্রধান শিষ্য পিতরকে খুব ভাল ভাবেই জানেন, খৃস্টানগণ তাকে কি মনে করেন?

ইসাবেলা ঃ সমস্ত খৃস্টান পিতরকে যীশুর রাসূল এবং নবী বলে বিশ্বাস করে। বড় বড় পাদ্রীদেরকে পিতরেরই স্থলাভিষিক্ত মনে করা হয়। আর এ কারনেই তারা গোনাহ্ ক্ষমা করার অধিকারী হন।

ওমর ঃ বিলকুল ঠিক। আচ্ছা চার চারটি বাইবেলের মধ্যে কি এই পিতর সম্বন্ধে লেখা হয়নি যে, যখন শত্রুগণ যীশুকে গ্রেফতার করতে চাইল, তখন তিনি যীশুর উপর তিনবার অভিশাপ করলেন এবং এই বিশুদ্ধ মিথ্যাটি বললেন যে, "আমি যীশুকে চিনি না।" মার্ক ১৪ঃ৬৮-৭১, যোহন ১৮ঃ১৭-২৭, মথি ২৬ঃ৭০-৭৫, লুক ২২ঃ৫৭-৬১ দ্রষ্টব্য।

ইসাবেলা অবশ্যই অবিকল এরকমই লেখা রয়েছে। আমি তো এই চারখানা বাইবেলই আমার ওস্তাদ মিখাইলের কাছে ধারাবাহিক পাঠ নিয়ে সম্পূর্ণ অধ্যয়ণ করেছি। (অথচ এ সব কথাকে কিঞ্চিত সমালোচনাযোগ্য বলেও ধারণা হয়নি)।

ওমর ঃ আচ্ছা, খৃস্টানগণ নবীদের মূর্তিপূজক বলে থাকেন, এ কথাটির প্রমাণ নিন ঃ বাইবেলে যাত্রা পুস্তকের ৩২ অধ্যায় ৪ পদে লিখিত আছে, "হযরত হারূন (আ.) তাঁর কওমের অনুরোধে মূর্তি প্রস্তুত করলেন এবং লোকদেরকে তার পূজা করার আদেশ দিলেন।" ১ম রাজাবলি ১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "হযরত সোলায়মান (আ.) শেষ জীবনে আপন স্ত্রীর কথা অনুযায়ী মূর্তি পূজা করেছেন, আর এভাবেই তিনি ধর্মান্তরিত ও মুশরিক হয়ে গিয়েছেন।" (নাওযুবিল্লাহ্)!

ওমর ঃ এই দেখুন আমার হাতে বাইবেল রয়েছে। আমি এর যে সব স্থানে রেখা টেনে রেখেছি আপনি তা লক্ষ্য করে দেখুন, আমি কিছু ভুল বলেছি কিনা। ইসাবেলা বাইবেল হাতে নিয়ে ওমর লাহমী যা কিছু বলেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভূল দেখতে পেল। খৃস্টানগণ অত্যন্ত দুঃসাহস ও স্পর্ধার সাথে সর্বপ্রকার গোনাহ এ জন্যই করে যে, (নাউযুবিলআাহ্) নবীগণও খৃস্টানদের স্বকল্পিত বিশ্বাস মতে এ সব গোনাহ করতেন। আর এ জঘন্য বিশ্বাসের ফলেই তাদের হৃদয়ে এ দুঃসাহসের সৃষ্টি হয়েছে যে, নবী রাসূলগণ বিরাট গোনাহ এমনকি ব্যভিচার করেও যদি নবুয়তের পদ হতে বিতাড়িত না হন, তবে আমরা গোনাহ্ করলে খোদাওন্দের কোপানলে পতিত হব তা অসম্ভব!

ইসাবেলা ঃ কুরআন মজিদে নবীগণকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে কি ?

ওমর ঃ এটাইতো কুরআনের এক বিরাট অবদান যে, ইহুদী খৃস্টানদের ভ্রান্ত ধারণা এবং নবীগণের উপর তাদের দোষারোপের জোরদার প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর বলেছে যে, আম্বিয়া (আ.) গণ গোনাহ্ তো দূরের কথা, গোনাহ্ করার ইচ্ছাও তাঁদের অন্তরে কখনও উদিত হয় নি।

"এ নবীগনের জামাত যে সকল বিষয়ে নিষেধ করতে আগমন করেন, তা নিজেরা করার ইচ্ছাও কোন সময় করেন না।" তদুপরি কুরআনে সমস্ত নবী সৎ বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

ইসাবেলা ঃ কুরআন মজিদে এ কথা লিখিত নেই কি যে, আদম (আ.) নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন? খোদার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ গোনাহ নয় কি?

ওমর ঃ গোনাহ্ বলা হয় জেনে বুঝে কোন কানুনের বিরুদ্ধাচরণ করাকে। আর যদি ভুল বশতঃ ঐ রূপ হয়ে যায়, তবে তা গোনাহ্ নয়। যেমন রোযাদারের জন্য রোযা অবস্থায় কিছু পানাহার করা হারাম। কিন্তু যদি কেউ ভুলে পেট ভরে আহার করে, তবে তার রোযা ভঙ্গ হয় না। ঠিক এই রকম আদম (আ.)-ও ভুলবশতঃ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করেছিলেন। যেমন কুরআনের সূরায়ে তাহা ১৬ পারায় ১ঃ১৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, "আমি আদম থেকে ইতিপূর্বে শপথ নিয়েছিলাম কিন্তু সে ভুলে গিয়েছে। আর আমি তার মধ্যে ইচ্ছা পাইনি।"

ইসাবেলা ঃ সুবাহানাল্লাহ্! আজ বুঝতে পারলাম যে, আদম (আ.)-এর কোন গোনাহ্ ছিল না। নতুবা পাদ্রী সাহেবগণ তো এ কথাটিই খুব বেশী বেশী বলে থাকেন যে, কুরআনে আদমকে গোনাহ্গার লেখা হয়েছে। (হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) ওহো! সময় অনেক হয়ে গেছে, এখন আমার ঘরে ফেরা জরুরী। আম্মী অধীর চিত্তে আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। ঘরে পৌঁছে তাঁর সাথে আমাকে খাবার খেতে হবে।

ওমর ঃ যদি অনুমতি হয় তবে আপনার খাবার ব্যবস্থা এখানেই করি। এটা হযরত শায়খের মেহমানখানা। তাঁর সাধারণ দস্তরখান

উপস্থিত মেহমানদের জন্যে এখনই বিছানো হবে। আপনিও এতে শরীক হন। আমার এ আবেদন মঞ্জুর হবে কি?

ইসাবেলা ঃ আপনার বহুত বহুত শুকরিয়া। আমাকে ঘরে পৌঁছেই খাবার খেতে হবে। আমি ঘরে না পৌঁছা পর্যন্ত আম্মী কিছুতেই খাবার খাবেন না। যত দেরীই হোক আমি পৌঁছার পর আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি খাবার খেয়ে থাকেন।

ওমর ঃ আর কত দিন তিনি আপনাকে সঙ্গে বসিয়ে খাবার খেতে পারবেন। একদিন না একদিন এ গুপ্ত রহস্যের দ্বারোদঘাটন হবেই।

ইসাবেলা ঃ যাক, তখনকার কথা তখনকার জন্যই ছেড়ে দিন, আর এখনকার মত আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন।

ওমর ঃ বেশ, তা আপনার সহচরীদের কোন দিন সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন?

ইসাবেলা ঃ যদি সুযোগ হয়, তবে আগামীকাল। নতুবা পরশু তো অবশ্যই আসব এবং তাদেরও সঙ্গে আনতে পারব বলে আশা রাখি। আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'য়ালা আমার মত তাদেরও সীরাতে মুস্তাকিমের পথ প্রদর্শন করেন।

সমবেত মজলিস ঃ আমীন।

দুর্যোগের আভাস

শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের নূরানী মজলিস থেকে বিদায় গ্রহণ করে ইসাবেলা বের হয়ে আসল এবং বাসায় পৌঁছার জন্য ঐ সড়কটির উপর পদার্পণ করল, যা কর্ডোভার বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ "খছরুশ শুহাদা" থেকে বের হয়ে সোজা "ছুকুল আছাফীর"-এর দিকে গিয়েছে। "ছুকুল আছাফীর" থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলে ইসাবেলার পিতা প্রধান পাদ্রী সাহেবের বাসভবন। উক্ত মহান মজলিসের প্রকৃত জ্ঞান বর্ধক আলোচনায় আজ ইসাবেলা যে অমূল্য সম্পদ লাভ করল সেজন্য সে আনন্দে আত্মহারা। এ বিশ্বের অন্য কোন সম্পদের প্রতি

তার ভ্রুক্ষেপ নেই। এক ভাবগম্ভির অবস্থায় নিরবে সে পথ চলছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই সে ঘরে পৌঁছে গেল্ ইসাবেলার অপেক্ষায় অধীর মাতা তাকে দেখা মাত্রই পরিচারিকাকে খাবার পরিবেশনের আদেশ প্রদান করে তার দেরিতে বাসায় পৌঁছার কারণ জিজ্ঞাসা করল। ইসাবেলা মজলিসে যোগদানের পূর্বে সাক্ষাৎ প্রাপ্তা এক সহচারীর নাম উল্লেখ করে বলল, তার সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত অনেক পূর্বেই ঘরে পৌঁছতে পারতাম। অল্প কথায় আম্মীর দূর্ভাবনা দূর করে সে খেতে বসল। খাওয়ার পর্ব শেষ হতেই তার পিতা প্রধান পাদ্রী সাহেবও ঘরে পৌঁছলেন। রাতটা ভালভাবেই কাটল।

সকালে সোনালী আভা পূর্বাকাশে উকিঝুকি মারছে। কর্ডোভার মসজিদ সমূহ থেকে মোয়াযযিনগণের আযানের ধ্বনি শান্তির বাণী বহন করে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে। কেমন শান্ত স্নিগ্ধ নিরব সময়ে, কিরূপ মাধুর্যপূর্ণ আওয়াজে, বিশ্বজাহানের স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা হচ্ছে! কেমন অভিনব ধারায় গাফেল, অলস বেখবর বান্দাদের সকল সাফল্যদাতা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য হুশিয়ার করা হচ্ছে। সুব্‌হানাল্লাহ্, কিরূপ চিত্তাকর্ষক সুরলহরী, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! (বিশ্ব জাহানের কিছুই বড় নয়, শুধু আল্লাহু বড় আল্লাহ বড়!) এতো গীর্জার ঘন্টা ধ্বনিও এ সময়ে শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কেমন বিদঘুটে ও অর্থহীন আওয়াজ। কোথায় আল্লাহ আকবার, আল্লাহু আকবারের হৃদয়স্পর্শী স্বরলহরী আর কোথায় টন টন, ঢন ঢন। এ এক জ্বলন্ত সত্য যে, প্রত্যেক ধর্মের আভ্যন্তরিন অবস্থা তার আনুসাঙ্গিক ক্রিয়া কর্মের দ্বারাই বোধগম্য হয়। নামাযী নামায সমাপনান্তে মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়িগণ নিজ কর্ম ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসরমান, বিহঙ্গদের কলকাকলী অনেকটা শান্ত।

আযানের আওয়াজ শুনে ইসাবেলা গাত্রোত্থান করল। প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপনান্তে অনুশীলন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক কয়েকখানি পুস্তক বেছে নিয়ে অনুশীলনে মননিবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই মহামান্য পির্টার্স ও অধ্যাপক মিখাইল শুভাগণ করলেন। ইসাবেলা তাদের দেখা মাত্র দাড়িয়ে অভিবাদন করল এবং তাদের

সঙ্গে এক বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করল যা অতিথীদের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিছুক্ষণ পর ইসাবেলার পিতাজীও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং তার আম্মীকেও তাদের সেখানে ডেকে আনলেন। অকস্মাত এরূপ অভাবনীয় ও আশ্চর্য সম্মেলন দর্শনে ইসাবেলা বিহ্বল হয়ে পড়ল। সে ধারণা করল সম্ভবতঃ শুধু আমাকে উপলখ্য করেই এই মহারথীদের আহবান করা হয়েছে এবং হয়ত ইসলামের সাথে আমার গুপ্ত সম্পর্কের বিষয়ও তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেছে। এ সময় ইসাবেলার বর্ণ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হচ্ছিল। হৃদপিন্ডের স্পন্দন অত্যাধিক দ্রুত হচ্ছিল এবং তার আওয়াজ যেন টেলিগ্রাফের শব্দের মত সমবেত মহারথীরেদ কানে প্রবেশ করে ইসাবেলার সমস্ত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করে দিচ্ছিল। তার মস্তিষ্ক অসাড় হয়ে আসছিল। কিন্ত সে অত্যাধিক চেষ্টায় হুশ বজায় রেখে ধৈর্য ও সংযমের সাথে কর্তব্য স্থির করে নিল। সর্বপ্রথম সে পানি পান করার ভান করে সেখানে থেকে উঠে অন্য কামরায় চলে গেল।

প্রধান পাদ্রী সাহেব ইসাবেলার মাতা, পির্টার্স ও মিখাইলকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

ইসাবেলা আমাকে বে-ইজ্জত ও লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে কোন ষড়যন্ত্রে মেতেছে তা আপনারা জ্ঞাত আছেন কি?

এই সম্বন্ধে চিন্তা করার উদ্দেশ্যেই আমি আপনাদেরকে এই অসময়ে এখানে আগমনের যাতনা প্রদান করেছি।

পিটার্স ঃ মঙ্গল হোক! এ কি কথা বলছেন আপনি ?

প্রধান পাদ্রী ঃ শুধু মঙ্গলই মঙ্গল্ কিছুদিন যাবত শুনছি ইসাবেলা খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ করে গুপ্তভাবে মুসলমান হয়েছে।

হেলেনা ঃ (ইসাবেলার জননী) তওবা কর, তওবা! তুমি একি বলছ? খোদাওন্দ যীশু যেন কখনও এমন না করেন। বলত আসল ব্যাপার কি, আর আজ তুমি এত ক্রুদ্ধ কেন হয়েছ যে, আমার কন্যাকেই মুসলমান বলে ফেললে?

প্রধান পাদ্রী ঃ আমি যা কিছু বলছি সম্পূর্ণ সত্য। যদি এখন না হয় তবে কিছু দিনের মধ্যেই সব জানতে পারবে।

পিটার্স। পবিত্র পিতা! আপনি তো আশ্চর্যজনক কথা শোনালেন, ইসাবেলা অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির মেয়ে, যীশুর খোদায়িত্ব সম্বন্ধে সে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে। সে কি মূর্খ মেয়ে যে, ইসলাম রূপ একটি খুণী ধর্মকে পছন্দ করবে?

হেলেনা ঃ বেশ আমি মেয়েকেই ডেকে আনছি। জানিনা তার কোন কথায় তোমার এমন সন্দেহ জন্মেছে।

অতঃপর হেলেনা ঐ কামরার দিকে গেল যেখানে বসে ইসাবেলা তার জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল। হেলেনা দ্রুত গিয়ে ইসাবেলার বাহু ধরে আকর্ষণ করলেন এবং বললেন, একটু উঠ আম্মী! তোমার পিতাজী তোমাকে ডাকছেন। বেচারী ইসাবেলা সম্পূর্ণ ব্যাপার বুঝে গেল। সে জননীর সাথে বড় কামরায় এলে তাকে প্রধান পাদ্রী সাহেবের সামনে বসিয়ে দেয়া হল। প্রধান পাদ্রী সাহেবের ইঙ্গিতে অধ্যাপক মিখাইল ইসাবেলার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন।

মিখাইল ঃ বেটি! আমরা জানতে পেরেছি তুমি নাকি খৃস্ট ধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছ। এ কি সত্য। যদি তোমার বিরুদ্ধে কেউ এই মিথ্যা গুজব রটিয়ে থাকে, তবে এর প্রতিবাদ করা তোমার কর্তব্য।

এই প্রশ্ন শুনে ইসাবেলা নীরবে দৃষ্টি নত করে আপন গোলাপী গন্ডযুগলে উষ্ণ অশ্রুধারা প্রবাহিত করতে লাগল।

হেলেনা ঃ দেখুন আমি কি বলিনি যে, আমার দুলালীর নামে কেউ মিথ্যা রটিয়েছে। সে বেচারী এর কি প্রতিবাদ করবে? তার অশ্রুবিন্দুই এর প্রতিবাদ করছে আর বলছে যে, খৃস্টধর্মের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধ হওয়ার দুর্ণাম সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রধান পাদ্রী ঃ হেলেনা তুমি একটু চুপ কর। ইসাবেলাকে উত্তর দিতে দাও। বল ইসাবেলা, তোমার সম্বন্ধে এই কথার ভিত্তি কি?

ইসাবেলা একই ভাবে মাথা ঝুকিয়ে নীরবে কাঁদছে। পরিশেষে পিটার্স ও মিখাইলের পিড়াপিড়ীতে সে তার অবরুদ্ধ ওষ্ঠযুগল সঞ্চালন করল।

ইসাবেলা ঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি। আমি আমার প্রকৃত ধর্মের উপরই স্থির আছি।

মিখাইল ঃ যদি এখন পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ না করে থাক, তবে ভবিষ্যতে করার ইচ্ছা আছে কি?

ইসাবেলা ঃ আপনি আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রশ্ন কেন করছেন? এরকম প্রশ্ন তো আমিও আপনার সম্পর্কে করতে পারি।

মিখাইল ঃ বেশ, তবে বল ইসলামকে তুমি কেমন ধর্ম মনে কর?

ইসাবেলা ঃ আমি ইসলামকে অন্যান্যদের ন্যায় ভাল বা মন্দ কিছুই বলার পক্ষপাতী নই। কেননা মুসলমানদের কিতাবে হযরত ঈসার প্রশংসা করা হয়েছে এবং মুসলমানগণ যীশুর নাম সসম্মানে উচ্চারণ করে।

মিখাইল ঃ অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তোমার মহব্বত আছে।

ইসাবেলা ঃ এখন আপনি এর নাম মহব্বত বা যা ইচ্ছা রাখতে পারেন। সে যাই হউক, আমি অকৃতঘ্ন নই। যদি মুসলমান আমাদের যীশুর সম্মান করতে পারে, তবে তাদের নবী এবং তাদের কিতাবের সম্মান করা আমি আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

পিটার্স ঃ বেশ বোঝা গেছে যে, নিশ্চয়ই তুমি ভেতরে ভেতরে মুসলমান হয়ে গেছ। নতুবা তুমি ইসলামের এবং মুসলমানের এ ধরনের প্রশংসা করলে কেন আচ্ছা বলত এ যাবত যে ধর্মকে মেনে আসছ, অর্থাৎ খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?

ইসাবেলা ঃ পবিত্র ইঞ্জিল এবং যাবতীয় আসমানী কিতাবের উপরই আমি বিশ্বাসী। হযরত ঈসার উপরও আমার ঈমান আছে। অবশ্য কতগুলো ভ্রান্তিমূলক কথার আমি অবিশ্বাসী, যা পরবর্তিকালে খৃস্টধর্মে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

প্রধান পাদ্রী ঃ আপনারা সবাই এখন এর আভ্যন্তরিন অবস্থা অবগত হয়েছেন। এখন এর ব্যাধীর একমাত্র চিকিৎসা 'তলোয়ার'।

পিটার্স ঃ আপনি আমাদের একটু সুযোগ দিন, আমরা তাকে বোঝাতে সক্ষম হব। তার ভ্রান্তি বিদূরিত হয়ে সে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে। খোদাওন্দ যীশুর খোদায়িত্বের দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে যে মেয়ে, সে মুসলমান হয়ে যাবে তা অসম্ভব।

প্রধান পাদ্রী ঃ উত্তম, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন, নতুবা আমি যে ব্যবস্থা প্রদান করব তা ভিন্ন হবে।

আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত হল। আজ খৃস্টীয় আউলিয়াগণের তাবাররুকাত (অস্থি-কঙ্কাল ইত্যাদি) এবং স্বয়ংপ্রধান পাদ্রী সাহেবের চেহারা দর্শন করে সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্য নির্ধারিত শুভ দিন। তদুপলক্ষ্যে সমগ্র স্পেনের দূরদূরান্ত থেকে সমাগত যিয়ারত প্রার্থী খৃস্টানগণের ভীড়ে ক্যাথিড্রেল ভরপুর। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য এবং হাজার হাজার খৃস্টানের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রধান পাদ্রী সাহেব পিটার্স ও মিখাইলকে সঙ্গে নিয়ে কর্ডোভার সর্ব প্রধান গির্জা ক্যাথিড্রেলে যাত্রা করলেন।

ইসাবেলা উঠে গিয়ে শোবার ঘরে প্রবেশ করল। সে পুনরায় নিরব নিস্তব্ধ, আপন ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর। সে স্পষ্ট বুঝতে পারল যে, বিপদের মহাঝঞ্ঝা তার জন্য অপেক্ষমান। জীবনের কঠিন পরীক্ষা তার সামনে সমাগত। কিন্তু সে এখন ঈমানের বলে বলিয়ান, পরীক্ষা যত কঠিনই হোক, তাকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। ভয় ভাবনা তার হৃদয় হতে উধাও হয়ে গেল। যে কোন বিপদে আঘাত বরদাশতকরার জন্য সে প্রস্তুত। ইসাবেলা টেবিল থেকে একখন্ড কাগজ নিয়ে তার সহচারী মীরানোর নামে একটি চিঠি লিখল ঃ

বোন মীরানো! গতরাত নয়টার সময় আমি ওলামায়ে ইসলামের মজলিসে যোগদান করেছিলাম, সেখানে আমার আধ্যাত্মিক পিতা ওমর লাহমী এবং আরও কতিপয় বিশিষ্ট ওলামা ছিলেন। সে মজলিসের অবস্থা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতিত। এ ছিল স্বর্গীয় আলোক রশ্মীতে ভরপুর, অশান্ত আত্মার তৃপ্তিদায়ক এক আশ্চর্য মজলিস। এতে শরীক হওয়ার সুযোগ ঘটায় আমার ঈমানের বল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কতইনা উত্তম হত যদি সেখানে তোমাকেও আমার সঙ্গে পেতাম। আমি কিন্তু আমার 'রূহানী পেশোয়া শায়খ' যিয়াদ ইবনে ওমরের সমীপে ওয়াদা করে এসেছি যে, আগামীকাল অথবা পরশু তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে পুনরায় সেখানে হাজির হব।

এর মাঝে এক ঘটনা ঘটেছে। মনে হচ্ছে শীঘ্রই আমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। দোয়া করি যেন, খোদা আমাকে সর্বদা সত্যের উপর দৃঢ়পদ রাখেন। ঘটনা এই যে, পিতাজীর কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের গুপ্ত খবর পৌঁছে গেছে। তাই তিনি তোমার পিতা

এবং পিটার্সকে ডেকে এনেছিলেন। সকলেই আমাকে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করেছেন। চিন্তা করে দেখ, একদিকে পিতাজী অপর দিকে পিটার্স ও মিখাইল, আমি কি রকম সঙ্কটে পড়ে ছিলাম। কিন্তু আমিও তাঁদের সমুচিৎ জবাব দিতে দ্বিধা করিনি। এখন পিটার্স পিতাজীর নিকট প্রতিজ্ঞা করে গেছেন, "ইসাবেলাকে আমরা বুঝিয়ে পথে এনে ছাড়ব।" যদি সুযোগ হয় তোমরা চারজনেই উক্ত মহান মজলিসে যোগদান করবে। অন্যান্য জরুরী কথা ইনশাআল্লাহ সাক্ষাতে আলোচনা করব।

ইতি-
তোমার বোন
ইসাবেলা

চিঠি সমাপ্ত করে ইসাবেলা পরিচারিকাকে ডেকে বলল, মীরানোর কাছে যেয়ে তার কাছ থেকে একটি বই নিয়ে আসবে। আর তার একটি চিঠি আমার কাছে রয়েছে এটাও তাকে দিয়ে আসবে। পরিচারিকা চিঠি নিয়ে অধ্যাপক মিখাইলের বাড়ির দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে চিঠিটি মীরানোর হাতে দিল। সে তা তখনই পড়ল এবং পরিচারিকাকে বলে দিল যে, আমি সন্ধ্যায় বই নিয়ে নিজেই যাব।

সন্ধ্যায় ইসাবেলা, মীরানো ও অপর তিন সহচরী কর্ডোভার সেই উদ্যানে সম্মিলিত হল যেখানে ওমর লাহমী প্রমুখের সঙ্গে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। ইসাবেলা সহচরীদের কাছে সব কিছু বর্ণনা করে উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে জরুরী পরামর্শ গ্রহণ করল। আর এও সাব্যস্ত হল যে, আগামীকাল সন্ধ্যায় যিয়াদ ইবনে ওমরের মজলিসে তাদের সবারই যোগদান করতে হবে এবং ইসাবেলার ঘরের বৃত্তান্ত সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করতে হবে। উদ্যানে প্রমোদ ভ্রমণ ব্যক্তিগত আলাপ শেষে তারা সবাই নিজ নিজ বাড়ির দিকে চলে গেল।

ঈমানের বিকাশ

পরদিন সকালে মিখাইলের একজন সেবিকা ইসাবেলার কাছে এসে তাকে একটি চিঠি দিল। এতে লেখাছিল-

"বেটি ইসাবেলা! তোমার সাথে আমার কিছু কথা বলার আছে। তুমি এখনই তোমার সব কাজ রেখে আমার ঘরে চলে আস। আমি অপেক্ষায় রইলাম।

তোমার ওস্তাদ,
মিখাইল

ইসাবেলা বুঝতে পারল, এ গতদিনের পরিকল্পনার অংশ। সে তার আম্মীকে জানিয়ে তখনই মিখাইলের বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ল। মিখাইলের ঘরে পিটার্স এবং জনৈক বিখ্যাত সংসার বিরাগী রাহেবও ইসাবেলার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন, যিনি আপন বৈরাগ্যবাদী সাধনার বদৌলতে সমগ্র স্পেনের খৃস্টীয়গণের আন্তরিক ভক্তি ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মীরানো তার অন্যান্য সহচারীদের গৃহে দ্রুত আগমনের জন্য সংবাদ দিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে তারা তৎক্ষনাৎ এসে পৌঁছল। মীখাইল ইসাবেলাকে জিজ্ঞাসা করলেন-

গতকাল তুমি আমার প্রশ্নের গোলমেলে উত্তর দিয়ে আসল ব্যাপার থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছ। আজ আমি তোমার কাছ থেকে পরিস্কার জবাব পেতে চাই। বল তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দিবে কি না?

ইসাবেলা ঃ প্রথমতঃ আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত যোগ্যতা আমার নেই। তারপর এমন কিছুও আমি দেখছি না, যার জন্য এত প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন হতে পারে। সে যাই হোক আপনি

প্রশ্ন করতে চান তো করুন, আমি আমার জানামতে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

মিখাইল ঃ তুমি কি মুসলমান হয়ে গিয়েছ?

ইসাবেলা ঃ আমি এর উত্তর গতকালই দিয়েছি। তার চেয়ে বেশী কিছু আমার বলার নেই।

মিখাইল ঃ বেশ তবে বল, পবিত্র ত্রিত্ববাদে তোমার ঈমান আছে কি না? আর খোদাওন্দ যীশুকে তুমি অনাদি অনন্ত খোদা বলে বিশ্বাস কর কিনা?

ইসাবেলা ঃ আমি খোদাকেই খোদা বলে বিশ্বাস করি কিন্তু কোন মানুষকে খোদা মানি না।

মিখাইল ঃ বুঝলাম তুমি খোদাওন্দ যীশুর খোদায়িত্বকে অবিশ্বাস কর। তা হলে তোমার মুসলমান হওয়র আর কি বাকী রয়েছে?

ইসাবেলা ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্র বাইবেলের কোথাও যীশুর খোদায়িত্বের প্রমান নেই।

মিখাইল ঃ খোদার শপথ। তুমি পবিত্র বাইবেলের দুর্ণাম করো না। তুমি কি বাইবেলে এ কথা পড় নাই যে, তিনি খোদার পুত্র ?

ইসাবেলা ঃ খোদার পুত্র তো অনেকেই ছিল, তাদেরও কি খোদা মানতে হবে?

মিখাইল ঃ কখনই না। একমাত্র খোদাওন্দ যীশু ব্যাতীত অপর কোন মানুষই প্রকৃত অর্থে খোদার পুত্র বলে কথিত হয়নি।

ইসাবেলা ঃ (বাইবেল হাতে নিয়ে) বেশ আপনি আমাকে বাইবেলের এই বাক্যটি বুঝিয়ে দিন। বাক্যটি এই, "ইহুদীগণ যীশুর মাথা বিচুর্ণ করার উদ্দেশ্যে পুনরায় প্রস্তর উত্তোলন করল। যীশু তাদেরকে বললেন, আমি তোমাদের পিতার পক্ষ হতে অনেক সৎকর্ম প্রদর্শন করেছি। তার মধ্যে থেকে কোন কাজটির দরুণ তোমরা আমার মাথা বিচূর্ণ করছ? ইহুদীগণ তাঁকে উত্তর দিল, সৎকার্যের জন্য নয় বরং কুফরী কাজ করার দরুণ তোমাকে হত্যা করছি। আর এই জন্য যে, তুমি মানুষ হয়ে নিজেকে খোদা বানাচ্ছ। যীশু তাদের বললেন, তোমাদের ব্যাপারে কিতাবে কি লেখা নেই যে, "আমি বললাম যে তুমি খোদা" যখন তিনি তাদেরকে খোদা বানিয়েছেন, যাদের নিকট খোদার

বাণী এসেছে, তখন তোমার পিতা যাকে পবিত্র করে পাঠিয়েছেন সেই ব্যক্তিকে বল যে তুমি কুফরী করছ, এই জন্য যে, আমি বলছি, “আমি খোদার পুত্র”? যোহন ১০ঃ৩১-৩৬ পদ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ প্রাচীন নবীগণকে ওল্ড টেস্টামেন্টে যেমন খোদা বলা হয়েছে তেমনি যীশুকেও খোদার পুত্র বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন নবীগণকে কোন অর্থে খোদা বলা হয়েছে? খৃস্টানগণও স্বীকার করে থাকেন যে, প্রাচীন নবীগণকে রূপকভাবে এবং মহব্বতের প্রেরণায় খোদা বলা হয়েছে। আমি বলতে চাচ্ছি যে, এই প্রকার ভাবার্থেই মহব্বত স্বরূপ যীশুকেও খোদার পুত্র বলা হয়েছে। এই অর্থে নয় যে, বাস্তবেই যীশু প্রকৃত খোদা ছিলেন, যেমন খৃস্টানগণ দাবী করে থাকে।

মিখাইল ঃ অভাগিনী বালিকা! বড় বক্তৃতা শিখেছ, আমার কাছে বাইবেল শিখে আমার উপরই উস্তাদী জাহির করছ? যেন আমি একজন মূর্খ আর তুই-ই পন্ডিত। কিন্তু জেনে রাখিস, প্রাচীন নবীগণের প্রকৃত খোদা এই কারণে হওয়া সম্ভব হয় নাই যে, তাঁরা নিষ্পাপ ছিলেন না। আর খোদাওন্দ যীশু কষ্মিনকালেও কোন প্রকার পাপ বা অপরাধ করেন নাই, কারণ তিনি প্রকৃতই খোদা ছিলেন।

ইসাবেলা ঃ পাপী বা নিষ্পাপ হওয়া সম্বন্ধে কোন কথা হয় নাই। কথা তো এই যে, যীশু নিজেকে নিজে খোদার পুত্র ঐ অর্থে বলেছেন, যে অর্থে অন্যান্য নবীগনকেও খোদা বলা হয়েছে। যদি বলা হয় যে, যীশু প্রকৃত অর্থেই খোদা ছিলেন তবে অন্যান্য নবীগণকেও খোদা স্বীকার করতে হবে দ্বিতীয়তঃ বাইবেলের উক্ত বাক্যগুলির মধ্যে যীশু ইহুদীদের অভিযোগের জবাব প্রদান করছেন। যদি বাস্তবেই তিনি খোদার পুত্র হতেন, তবে ইহুদীদের অভিযোগ খন্ডনের জন্য যুক্তি প্রদান না করে বরং তা স্বীকার করে নিতেন এবং বলতেন যে, আমি নিজেকে নিজে খোদা বলে প্রচার করছি, একে তোমরা আমার অপরাধ বলে ধারণা করেছ? অথচ তা আমার অপরাধ নয় বরং বাস্তবেই আমি খোদার পুত্র।

মিখাইল ঃ ওহ্ বালিহারী! বড় বিদ্যাবতী হয়ে পড়েছে আর গুরুজনদের কর্ণকর্তন শুরু করেছ। বোঝা গেছে তুমি বড় ইচড়ে

পাকা হয়ে পড়েছ। খোদাওন্দ যীশু যদি খোদা না হতেন বরং শুধু মানুষ হতেন, তবে তিনি আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হলেন? মানুষ কখনও মানুষের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে কি? আর মানুষ কখনও নিষ্পাপ হতে পারে কি?

ইসাবেলা ঃ "কোন মানুষ নিষ্পাপ হতে পারবে না।", এই আইনটি আপনারা কোথা হতে আনলেন, আমি বুঝতে অক্ষম! অথচ স্বয়ং বাইবেলে শালেমের রাজা মল্কীষেদক সম্বন্ধে লেখা রয়েছে।

"এ একজন অপিতৃক, অমাতুক, অজ্ঞাত বংশ ব্যক্তি, নাই এর জীবনের আদি-অন্ত; বরং এ হয়েছে খোদার পুত্র সদৃশ। ইব্রানিয় ৭ঃ৩ পদ দ্রষ্টব্য। হযরত যাকারিয়া ও তার স্ত্রী সম্পর্কে বাইবেলে লিখিত আছে, তাঁরা উভয়ে খোদার সমীপে সত্যপন্থি এবং খোদার সম্পূর্ণ নির্দেশ ও কানুনের নিখুঁত পথিক ছিলেন। লুক ১ঃ৬ পদ।

এ দ্বারা জানা যায় যে, শালেম রাজা মল্কীষেদক, যাকারিয়া ও তার স্ত্রী অবশ্যই নিষ্পাপ ছিলেন। নতুবা "খোদার পুত্র সদৃশ" এবং নিখুত ইত্যাদি শব্দগুলি অর্থহীন হয়ে পড়বে। অতএব নিষ্পাপ হওয়ার মধ্যে যীশুর কোন বৈশিষ্ট নাই বরং অপর নিষ্পাপদের মত তিনিও একজন নিষ্পাপ ছিলেন। এখন রইল প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার, কিন্তু বাইবেলে প্রায়শ্চিত্তের কোন প্রমাণও নাই। একজনের পাপ অন্যের উপর আরোপিত হোক, তা কেউ বরদাশ্‌ত করতে রাজী নয়, এমতাবস্থায় খোদা সমস্ত মানুষের অপরাধের বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করে ক্রুশে নিহত হবেন, তা একটি বাতুল কল্পনা মাত্র। অধিকন্তু বরং যীশু বলেছেন যে, মুক্তি কর্মের দ্বারা হবে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নয়। যেমন মথি ১৬ঃ২৭ পদে আছে, "আদম পুত্র আপন পিতার প্রতাপ সহকারে তদীয় ফেরেশতার সাথে আগমন করবেন। ঐ সময় প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করবেন।

আরও দেখুন মথি ১৯ অধ্যায় ১৯-২০, মার্কস ১০ঃ১৭-১৮, লুক ১৮ঃ১৮ পদে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে সদগুরু! আমি কোন্ সৎকর্ম করব, যাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগী পেতে পারি? যীশু বললেন, যদি তুমি জিন্দেগীর ভিতর প্রবেশ করতে চাও তবে আদেশ অনুসারে কাজ কর। সে বলল, কোন আদেশ অনুসারে? যীশু

বললেন, তা এই যে, খুন কর না, চুরি কর না, শরাব পান কর না .....ইত্যাদি। বাইবেলের এই বাক্য সমূহের দ্বারা প্রমানিত হয় যে, মুক্তি শুধু সৎকর্মের উপরই নির্ভরশীল। যীশু প্রশ্ন কারীর উত্তরে এ বলেন নাই যে, তোমার সৎকর্মের কোন প্রয়োজন নাই, কেননা তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করব।

মিখাইল ঃ ইসাবেলা তুই কি আমাকে বাইবেল শেখাতে এসেছিস? আমার উপর তোর বিশ্বাস নেই? দেখ আমি তোর ওস্তাদ, আমি যা কিছু বর্ণনা করি, তুই তাই মেনে নে। আপন জ্ঞানে পবিত্র বাইবেলের সুক্ষ বিষয় বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন তো পেছনের জিনিস, খোদাওন্দ যীশুর খোদায়িত্বের প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমে হওয়া উচিৎ। দেখ, যীশুকে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, যা মুসলমানগণও স্বীকার করে, এটি তার খেদায়িত্বের প্রমান নয়? খোদাওন্দ যীশু বিরাট বিরাট অলৌকিক কর্ম দেখিয়েছেন। এ সকল ব্যাপার দ্বারা খোদাওন্দের খোদায়িত্বের প্রমাণ হয় না কি? কাজেই প্রথমে খোদাওন্দের খোদায়িত্বের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, অথবা একে অস্বীকার কর। অতঃপর অন্য বিষয়ে আলোচনা কর!

ইসাবেলা ঃ প্রায়শ্চিত্বের প্রশ্ন আপনিই উত্থাপন করেছিলেন, এজন্যই আমিও এর সম্বন্ধে বলছিলাম। যদি যীশু জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্থিত হওয়ার দরুন খোদা হতে পারেন, তবে ইদ্রিস (আ.)-কেও খোদা স্বীকার করতে হবে। কেননা বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী তিনিও আকাশের উপর জীবিতাবস্থায় উত্থিত হয়েছিলেন। ২ রাজাবলি ২ঃ১১ পদ খুলে দেখলেই স্পষ্ট প্রমাণ পাবেন। এখন রইল যীশুর মৃতকে জীবিত্ত করা এবং অন্ধকে দর্শন শক্তি দানের কথা। কিন্তু এর দ্বারাও তাঁর খোদা হওয়ার প্রমাণ হয় না। কেননা অন্যান্য নবীগণও এইরূপ অলৌকিক কর্ম প্রদর্শন করেছেন, যার বর্ণনা বাইবেলে সবিস্তরে বিদ্যমান রয়েছে। এই সব অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা যদি কেউ খোদা হতে পারেন, তবে অন্যান্য নবীগণও খোদা সাব্যস্ত হন।

পিটার্স ঃ দেখ বালিকা কিরূপ প্রতারনা করে চলছে। আরে নিবোর্ধ বালিকা! অন্যান্য আম্বিয়া যেসব অলৌকিক কর্ম দেখিয়েছেন তা আপন

ক্ষমতায় নয়, বরং খোদার ক্ষমতায় এবং হুকুমে দেখিয়েছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি খোদা ছিলেন।

ইসাবেলা ঃ অলৌকিক কর্মের দ্বারা খোদায়িত্বে প্রমাণ হওয়া দূরের কথা তা দ্বারা নবুওয়াতেরই প্রমাণ হয় না। অর্থাৎ খৃস্টধর্মের দৃষ্টিতে কেউ অলৌকিক কর্ম দেখাতে পারলেই সে ব্যক্তি নবী বলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। কাজেই তা দ্বারা যখন নবী হওয়াই প্রমানিত হয় না, তখন খোদা হওয়া কিভাবে প্রমাণিত হতে পারে? দেখুন বাইবেল যোহন ১৪ অধ্যায় ১২ পদে যীশু কি শিক্ষা দিচ্ছেন, "আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি যে, যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান রাখে, এইসব কাজ যা আমি করি সে ব্যক্তিও করবে, বরং তার চেয়ে বড় কাজ করবে।"

অতঃপর আপনি বলেছেন, যীশুর মুজিযা বা অলৌকিক কাজ তাঁর আপন ইচ্ছা ক্ষমতার অধীন ছিল, কিন্তু অপর নবীগণের তদ্রুপ ছিল না। অর্থাৎ অপর নবীগণ খোদার আদেশে ইচ্ছায় বিরাট বিরাট অলৌকিক কাজ করে দেখিয়েছেন। আপনার এ দাবীও ভুল, কেননা বাইবেলের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয় যে, শুধু মুজিযা প্রদর্শনের ব্যাপারেই নয়, বরং যাবতীয় কাজ কর্মেই অন্য নবীগণ যেরূপ খোদার ইচ্ছা, আদেশ ও ক্ষমতার মুখাপেক্ষী ছিলেন, যীশুও ঠিক তদ্রুপ মুখাপেক্ষীই ছিলেন। যীশু যখন কোন মুজিযা দেখাতে ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যেমন লিখিত আছে যে, তিনি রুটি এবং মৎসের মুজিযা দেখানোর সময় খোদার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন।

অপর এক স্থানে লিখিত আছে, তিনি তাঁর শিষ্য হাওয়ারিগণকে বলেছেন, "বদরূহ সমূহকে বাহির করা দোয়ার উপর নির্ভরশীল।" যীশু একজন মৃতকে দোয়ার সাহায্যে জীবিত করেছিলেন। বাইবেল মথি ১৪ পদ, মার্কাস ৯ঃ২৯ এবং যোহন ১১ঃ১-৪৭ পদ পাঠ করে দেখলেই আমার কথা প্রমাণিত হবে।

ঈমানের পরশ

ইসাবেলা তার বক্তৃতায় বলে চলল ঃ

মুজিযা প্রদর্শনের ব্যাপারে যীশুর কোন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল না। যার প্রমাণ বাইবেল দ্বারা দেয়া হল। এখন আমার বক্তব্য এই যে, যীশু প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ব্যাপারে অন্যান্য মানুষের ন্যায় অক্ষম ছিলেন। যদি তিনি খোদা হতেন, তবে এই অক্ষমতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না এবং স্বাধীন ইচ্ছার মালিক সর্বশক্তিমান খোদার ন্যায় তিনিও সকল কাজে সর্বক্ষেত্রে স্বাধীন হতেন। অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনার কোন প্রয়োজন তাঁর হত না। (বাইবেল খুলে) এই দেখুন, যোহন কিতাব ৫ অধ্যায় ২৬-২৭ পদে যীশু বলছেন, "যে ভাবে পিতা নিজের মধ্যে নিজের জিন্দেগী রাখেন, ঐভাবে তিনি পুত্রের মধ্যেও তা দান করেছেন যে, নিজে নিজের মধ্যে জিন্দেগী রাখে। আর তিনি (পুত্রকে) বিচার করারও অধিকার প্রদান করেছেন এই জন্য যে, তিনি আদম সন্তান।"

অর্থাৎ যীশুর জিন্দেগীও তাঁর নিজস্ব ছিল না। বরং খোদা কর্তৃক প্রদত্ত ছিল এবং তাঁকে খোদাই বিচার করার অধিকার দিয়েছেন। খোদা প্রদত্ত অধিকার ব্যতীত তিনি বিচার করতে পারতেন না। আর এ কথার কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, খোদার সাহায্য ব্যতীত আদম সন্তান কিছুই করতে পারে না।

যোহন ৫ অধ্যায় ৩০ পদে যীশু বলেন, "আমি আপনা হতে কিছুই করতে পারি না। যে রূপ শ্রবণ করি তদ্রুপই বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য।"

উক্ত পুস্তকের ৬ অধ্যায় ৩৮ পদে তিনি আরও বলেছেন, "আমি আকাশ থেকে অবতরন করেছি, এ জন্য নয় যে, আপন খুশীমত কাজ করব, বরং এ জন্য যে, আপন প্রেরকের খুশীমত কাজ করব।"

অতএব প্রমাণিত হল যে, যীশু অন্যান্য মানুষের মত অক্ষম এবং পরমুখাপেক্ষী ছিলেন। আর অক্ষম ও পরমুখাপেক্ষি ব্যক্তি কখনও খোদা হতে পারে না, সুতরাং যীশুও খোদা নন।

পিটার্স ঃ (মিখাইলের উদ্দেশ্যে) দেখেছেন মেয়েটি কিরূপ পাকা হয়ে গিয়েছে, আর মুসলমানগণ থেকে ট্রেনিং পেয়ে কেমন মুখরা হয়ে উঠেছে? এখনও কি আপনার বিশ্বাস হয় যে, এ সত্য পথে আসতে পারবে? আমার ধারণায় এর সাথে আলাপ-আলোচনা অনর্থক। কেননা এখন এর গুরুভক্তি উধাও হয়ে গিয়েছে এবং শক্ত বে-আদব হয়ে পড়েছে।

মিখাইল ঃ এখন আমারও দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, এ মেয়েটির উপর শয়তান পরিপূর্ণরূপে অধিকার স্থাপন করেছে। (ইসাবেলার প্রতি) যত প্রমাণ তুমি খাড়া করেছ তার জবাব তো অতি পরিষ্কার। আর খোদায়িত্বের দর্শনে তুমিও তা পাঠ করেছ। তা ব্যতীত আরও জবাব আছে যা তুমি বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কিন্তু এখন উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আমরা তোমার পূর্ণ মনোভাব শুনব, যেন তোমার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ হয়। তুমি অত্যন্ত স্পষ্টরূপে যীশুর খোদায়িত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছ। এখন যা বাকী রয়েছে বলে ফেল।

ইসাবেলা ঃ আমি পবিত্র বাইবেলকে অস্বীকার করি নি এবং যীশুকেও নয়। বরং আমি বলছি যে, প্রকৃত বাইবেলের শিক্ষায় যীশুর খোদা হওয়ার প্রমাণ নেই এবং এবং তাঁর প্রায়শ্চিত্তেরও নয়। তা সম্পূর্ণই খৃস্টীয়গণের আবিষ্কার।

মিখাইল ঃ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, দুনিয়ার খৃস্টানগণ সবাই মিথ্যা বলছে এবং তারা সবাই পবিত্র বাইবেলের বিরুদ্ধে ঐক্যমত গঠন করেছে। হতভাগিনী জাহান্নামী বালিকা! যদি একথা বুঝতে তোর মস্তিস্কের ক্ষমতা না কুলায়, তবে বড়দের সিদ্ধান্তই শিরধার্য করে নে। তোর পিতা যিনি প্রধান পাদ্রী এবং পাপ মার্জনা করবার পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিও কি এসব ব্যাপারে ভুল পড়ে আসছেন? সংসার বিরাগী খৃস্টীয় রাহেবগণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও খৃস্ট ধর্মের সেবকবৃন্দ সকলেই কি পথভ্রষ্ট?

ইসাবেলা ঃ যেরূপ পবিত্র বাইবেল দ্বারা যীশুর খোদায়িত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রমাণিত হয় না, তদ্রুপ বর্তমান কালের তথাকথিত খৃস্টীয়গণের খৃস্টীয় হওয়াও বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অতএব তাদের ধ্যান ধারণাও আমার জন্য প্রামান্য হতে পারে না।

মিখাইল ঃ বাঃ বাঃ! আমরা সকলেই যেন মিথ্যা এবং মেকী খৃস্টান আর তুই কেবল খাঁটি এবং সত্য খৃস্টান। অভাগিনী, বলি তোর কান্ডজ্ঞানের মাথা খেয়েছিস কি? তুই যে মহাজ্ঞানী মহাজনদের আশ্রয় থেকেও সরে পড়ছিস। বলি তোর কাছে কি প্রমাণ আছে যে বর্তমান খৃস্টীয়গণ প্রকৃত খৃস্টীয় নয়?

ইসাবেলা ঃ ক্রুদ্ধ হওয়ার কোনই কারণ নেই। ব্যাপার অত্যন্ত পরিষ্কার। যদি আপনি বর্তমান খৃস্টীয়গণকে পবিত্র বাইবেলের দৃষ্টিতে খৃস্টীয় বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হন: তবে আমি তাদের সিদ্ধান্তকেই সর্বান্তকরণে শিরাধার্য করে নিব এবং তাদের বাণীর সামনে বাইবেলের বাক্যকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করব না। আপনি বর্তমান খৃস্টীয়গণের খৃস্টীয় হওয়া বাইবেল দ্বারা প্রমাণিত করুন।

মিখাইল ঃ যদি কেউ সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তবে তাকে বোঝানো কিভাবে সম্ভব? সারা বিশ্বে অগণিত খৃস্টান বিদ্যমান রয়েছে। আর তুই বলছিস বাইবেলের দৃষ্টিতে তারা খৃস্টান নয়। আমাদের সকলের খৃস্টীয় হওয়ার জন্য এ প্রমাণটি কি ক্ষুদ্র যে, আমরা পবিত্র বাইবেল মেনে থাকি, খোদা ও যীশুর খোদায়িত্বে বিশ্বাস করি, যীশুর নিহত হওয়া ও প্রায়শ্চিত্তের উপর আমরা ঈমান রাখি?

ইসাবেলা ঃ বাইবেল তো মুসলমানগণও মেনে থাকে। এতে আপনি তাদেরকে খৃস্টীয় বলতে পারেন কি? অতঃপর যীশুর খোদায়িত্ব ও প্রায়শ্চিত্তের উপর ঈমান রাখা খৃস্টীয় হওয়ার জন্য প্রামাণ্য নয়, বরং এ কথায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রকার মানুষ কখনই খৃস্টীয় নয়। কেননা এরূপ কথা বিশ্বাসের কোন সন্ধান বাইবেলে পাওয়া যায় না।

পিটার্স ঃ অভাগিনী! কি হয়েছে তোর, আর কেন তুই আমাদের খৃস্টীয় হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করছিস? যদি আমরা খৃস্টীয় না হয়ে থাকি তবে, প্রকৃত খৃস্টানগণ দুনিয়ার কোথায় বাস করে?

ইসাবেলা ঃ আপনারা যত ইচ্ছা ক্রোধ প্রকাশ করুন, কিন্তু সত্যকে ঢেকে রাখা যেতে পারে না। যদি আপনারা আমার নিকট প্রমাণ চান, তবে পরিষ্কার জেনে রাখুন বর্তমান খৃস্টানরা কখনই খৃস্টান নয়। আর প্রকৃত খৃস্টান কে হতে পারে, পবিত্র বাইবেল দ্বারাই আমি তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত।

মিখাইল ঃ আরে অভাগিনী, এত বক্তৃতা কেন দিচ্ছিস? প্রমাণ কর।

ইসাবেলা ঃ উত্তম, জেনে রাখুন প্রকৃত খৃস্টীয়গণের পরিচয় বাইবেলে এরূপ এসেছে, "আর ঈমান আনয়নকারীগণের এই সব মুজিযা হবে, তারা আমার নামের সহায়তায় বদরূহ সমূহকে বের করবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, সর্প দলকে ধরে উঠাবে, আর যদি কোন প্রাণ বিনাশক জিনিস পান করে তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, তারা পীড়িত ব্যক্তির উপর হাত রাখলেই পীড়া নিরাময় হয়ে যাবে।" বাইবেল মার্কাস ১৬ অধ্যায় ১৭-১৮ পদ খুলে দেখুন।

অন্যত্র ঈমানদার খৃস্টীয়গণের পরিচয় এই রূপ বলা হয়েছে;

"শিষ্যগণ যীশুর নিকট এসে বলল যে, আমরা এই বদরূহকে কেন বের করতে পারি না? তিনি তাদেরকে বললেন, আপনার ঈমানের স্বল্পতার দরুন। কেননা আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি যে, যদি তোমাদের মধ্যে সরিষার বীজ পরিমান ঈমান থাকে, তবে তোমরা পাহাড়কে বলবে যে, এ স্থান হতে সরে ঐ স্থানে চলে যা। তখনই তা চলে যাবে। কোন কিছুই তোমাদের জন্য অসম্ভব হবে না।" বাইবেল মথি, ১৭ অধ্যায় ১৯-২০ পদ দেখুন।

অর্থাৎ যদি কোন খৃস্টীয়ের মধ্যে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকে, তবে তার আদেশে পাহাড়ও আপন স্থান হতে সরে অন্যত্র চলে যাবে। পবিত্র বাইবেলের এই স্থান দুটি হতে প্রকৃত খৃস্টানদের যে ছয়টি পরিচয় পাওয়া গেল তা এই ঃ

১. বদরূহ সমূহ বের করা, ২. শিক্ষা করণ ব্যতিরেকে নতুন নতুন ভাষায় কথা বলা, ৩. বিষধর সর্প সমূহকে অনায়াসে ধরে উঠানো, ৪. বিষ পান করে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া, ৫. পীড়িত ব্যক্তিগণের উপর হস্ত স্থাপন দ্বারা তাদেরকে পীড়া মুক্ত করা এবং ৬. পাহাড় সমূহকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া।

অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে খৃস্টান বলে দাবী করে, তার কর্তব্য সর্বপ্রথম উক্ত ছয়টি গুণ তার নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না তা যাচাই করে দেখা। বেশ, আপনিও তো খৃস্টান, এই ছয়টি গুনের মধ্যে মাত্র দুই একটি করে দেখান। একজন পীড়িত ব্যক্তির উপর হাত রেখে তাকে সুস্থ করে দিন। আর আপনি পাহাড় স্থানান্তরিত হওয়ার আদেশ করুন এবং বেশী না হয় দুই জারি হাত সরিয়ে দিন যেন বাইবেলের দৃষ্টিতে আপনার প্রকৃত খৃস্টান হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়।

মীখাইল ঃ বে-শক, বাইবেলে এ সব কথা বিদ্যমান আছে। কিন্তু এ কথা কোথায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি এই সকল মুজিযা দেখাতে অক্ষম সে খৃস্টান নয়? দ্বিতীয়তঃ এই সব পরিচয় কেবল হাওয়ারিগণের বৈশিষ্ট, সাধারণ খৃস্টীয়গণের নয়।

ইসাবেলা ঃ আপনার উভয় কথাই ভুল। বাইবেলে তো পরিষ্কার লিখিত আছে যে, যে খৃস্টীয়দের অন্তরে সরিষা বীজের পরিমানও ঈমান থাকবে, তার আদেশে পাহাড় আপন স্থান হতে সরে যাবে। এ কথার অর্থ এই দাড়াল যে, যে খৃস্টীয়ের আদেশে পাহাড় স্থানান্তরিত হবে না, তার অন্তরে সরিষা বীজ পরিমাণও ঈমান নেই।

দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত ছয়টি গুণ শুধু হাওয়ারিগণের বৈশিষ্ট আপনার এ কথাও ভুল, কেননা বাইবেলে পরিষ্কার লিখিত আছে যে, "এবং ঈমানদারগণের মধ্যে এই সব মুজিযা হবে।" অতএব যদি এই সব গুণ শুধু হাওয়ারিগণের বৈশিষ্ট হয়, তবে "ঈমানদারী" ও কেবল হাওয়ারিগণেরই বৈশিষ্ট। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে হাওয়ারিগণের পরে প্রকৃত খৃস্টান কেউ সৃষ্ট হয়নি।

পিটার্স ঃ অভাগিনী ! এ জন্যই তো আমি বলি যে, বাইবেলের গুপ্ত ভেদসমূহ বুঝবার ক্ষমতা তোর নেই। আরে নির্বোধ! এই সব মুজিযা দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। পীড়া অর্থ আধ্যাত্মিক পীড়া, বিষের অর্থ কুফরী। অর্থাৎ খৃস্টীয়গণের উপর যদি কাফেরগণেরও আক্রমণ হয়, তথাপি তারা ঈমান হতে বিচ্ছিন্ন হবে না ইত্যাদি।

ইসাবেলা ঃ একটু চিন্তা করে উত্তর দিন। আপনি তো আমাকে নির্বোধ সাব্যস্ত করছেন, কিন্তু দেখুন এই বিশেষণটি আপনার উপর

যেয়ে পতিত হয় কিনা। বাইবেল যোহন, ১৪ অধ্যায় ১২ পদে লিখিত যীশুর বাক্যটি পাঠ করুন ঃ

"যে ব্যক্তি আমার উপর ঈমান রাখে, এই কাজ যা আমি করছি, তা সে ব্যক্তিও করবে; বরং এর চাইতেও বড় কাজ করবে।"

যদি মুজিযা দ্বারা আধ্যাত্মিক বিষয় উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে, যীশু কোন মৃতকে জীবিত করেন নাই, কোন অন্ধকে দর্শন শক্তি দান করেন নাই, কোন পীড়িত ব্যক্তির পীড়াও নিরাময় করেন নাই। বরং তিনি মনের মৃত্যু, অন্তরের অন্ধত্ব এবং রূহের অপবিত্রতা বিদূরণ করেছেন। অর্থাৎ তাদের মধ্যে ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি যীশুর অলৌকিক কর্মের এই রূপ অর্থ করলে আপনারা তা বরদাশত করতে প্রস্তুত নন। অথচ অপরের বেলায় উল্টো নিয়ম খাড়া করতে তৎপর হয়ে উঠেন। যীশু তো বলেছেন যে, "যা আমি করছি তা সেও করবে।" অতএব যীশু যে কাজই করেছেন এবং যে ধরণের করেছেন সেই কাজ সেই ধরণের করা ঈমানদারদের কর্তব্য। নতুবা সে ঈমানদারই নয়।

পিটার্স ঃ এই কাফের মেয়েটিকে বোঝানো খুবই কঠিন কাজ। এর চিকিৎসা বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করা নয়, বরং ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের হাওয়ালা করাই এর একমাত্র চিকিৎসা, যেখানে অপরাধীকে শেকেঞ্জার (এক প্রকার সংকীর্ণ যাতাকল বিশেষ, যদ্বারা অপরাধিকে শাস্তি দেওয়া হয়) আবদ্ধ করে রাখা হয়। মিস্টার মিখাইল! আপনি একে ঘর থেকে বের করে দিন এবং পবিত্র প্রধান পাদ্রীকে জানিয়ে দিন যে, এখন এর রোগ অনারোগ্য হয়ে পড়েছে। অতএব এর জন্য এখন অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

অতঃপর মিখাইল এবং পিটার্স উঠে অন্য কামরায় চলে গেলেন এবং কিছু পরামর্শ করতে লাগলেন। মিখাইলের কন্য মীরানো ইসাবেলাকে বলল, অবিলম্বে তুমি সরে পড়, নতুবা কোন বিপদ এসে পড়ে জনা নেই। কিন্তু এই সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, ইসাবেলা এবং সকল সহচরী কর্ডোভার বিখ্যাত উদ্যানে সন্ধ্যায় অবশ্যই মিলিত হবে এবং ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা ও জরুরী পরামর্শ করবে। ইসাবেলা এই ব্যাপারে সহচরীদের সাথে ওয়াদা করে মিখাইলের বাড়ি থেকে বের

হয়ে আসল এবং নিজ গৃহপানে যাত্রা করল। সে তো অগ্রসর হচ্ছিল সম্মুখে, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ যেন তাকে পশ্চাৎদিকে আকর্ষণ করছিল। সে চিন্তা করছিল, দেখি ঘরে আবার আমার জন্য কোন আপদ অপেক্ষমান। সে বহু দ্বিধাদ্বন্দের ভিতর দিয়ে ঘরে পৌঁছল এবং মায়ের অনুরোধে আহারও সমাধা করল। কিন্তু বিভিন্ন চিন্তার ভিড়ের দরুন সে আপন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারল না। কাজেই সন্ধ্যার অপেক্ষায় আপন প্রকোষ্ঠে অবস্থান করতে লাগল। সে বসে বসে কখনও নিজ লাইব্রেরীর পুস্তকাদির প্রতি, কখন আপন ব্যবহারের দ্রব্যাদির প্রতি এবং গৃহের বিভিন্ন জিনিসের প্রতি করুন দৃষ্টি ফেলতে লাগল। আর পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাসের সাথে চিন্তা করতে লাগল যে, এ ঘরে আমার অবস্থান আর সম্ভব হবে কি ? আমার অবর্তমানে আমার এ সব প্রিয় জিনিসপত্র কার ব্যবহারে আসবে? আমার পুস্তকাদি কে অধ্যয়ন করবে? এ সব চিন্তা করতে করতে এক সময় হঠাৎ তার মুখ থেকে অলক্ষ্যে এ কথাটি বের হয়ে পড়ল যে, যাক্, যার ইচ্ছা এ ঘরে বাস করুক, যার খুশী এ জিনিসপত্র ব্যবহার করুক তাতে আমার কি, আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম, খোদার শুকরিয়া যে, আমি তার সন্ধান পেয়ে গেছি। আমার খোদা আমার পথ প্রদর্শণ করেছেন। তাঁর লাখ শুকরিয়া তিনি আমাকে সত্যের মহাসম্পদ দান করেছেন। আমি সত্য প্রাপ্ত হয়েছি; এ কি কম সম্পদ? এ ঘরের মত হাজার ঘরও ইসলামরূপ দৌলতের জন্য বিসর্জনীয়। ইসাবেলা সিজদায় পতিত হয়ে খোদার শুকরিয়া আদায়ে মশগুল হল।

ইসাবেলার দোয়া

খোদার নাম স্মরণ করতে করতে সন্ধ্যা হল। ইসাবেলা নির্ধারিত সময়ের আগেই কর্ডোভার দিকে যেতে শুরু করল। রাস্তায় মীরানোর সাথে দেখা হওয়ায় দুজনে এক সাথে চলল। উদ্যানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তাদের আরও দু'জন সহচরী এসে উপস্থিত হল।

মীরানো ঃ ইসাবেলা! তোমার চেহারায় বিষন্নতার ভাব দেখা যাচ্ছে? বোন, একদিনত তোমাকে আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে।

ইসাবেলা ঃ যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘরে পৌঁছালাম, তখন আমি এক অস্বাভাবিক ভাবনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, আম্মী তার বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন আমার কাছে আসতে পারেননি। যদি এরূপ না হত তবে জানি না তিনি আবার কোন বিপর্যয় ঘটাতেন। কিন্তু খোদার কৃপায় এখন আমার আর কোনই ভাবনা নেই। কেননা সত্যের খাতিরে যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে আমি এখন প্রস্তুত।

মীরানো ঃ ইসাবেলা ! আজ তো তুমি এক বিরাট তামাশা দেখালে, পাদ্রীদের এমন সব উত্তর প্রদান করলে যে, তাদের চৈতন্য লোপ পাওয়ার উপক্রম হল এবং কোন প্রতি উত্তর দেওয়ার সাধ্য থাকল না। তদুপরি এমন নৈপূন্য প্রদর্শন করলে যে, সমস্ত প্রমাণ বাইবেল হতে প্রদান করলে।

মার্থা ঃ (দ্বিতীয় সহচরী) কি আশ্চর্য যে, নিরুত্তর হওয়া সত্তেও তারা মেনে নিতে রাজী নন।

মীরানো ঃ মৌখিক স্বীকৃতি যদিও তারা দেননি কিন্তু তাদের আন্তরিক স্বীকৃতি প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। আমাদের বাড়ি থেকে তোমরা চলে যাওয়ার পর আমার পিতা (মিখাইল) পিটার্সকে বলছিলেন যে, "ভাই পবিত্র বাইবেল দ্বারা তো যীশুর খোদায়িত্ব আসলেই প্রমাণিত হয় না, কিন্তু কিছুই তো বলার উপায় নেই। কলীছা (বিশ্ব পাদ্রী কাউন্সিল) এর সিদ্ধান্ত অবশ্যই মানতে হবে। মহমান্য পিটার্সও তোমার প্রমাণ সমূহের যৌক্তিকতার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে, ইসাবেলার দেয়া প্রমাণ সমূহ প্রানহীণ নয়।

মার্থা ঃ তখনকার আলোচনায় আরও উজ্জলরূপে প্রমানিত হয়ে গেল, ইসলাম সত্য ও মজবুত ধর্ম এবং খৃস্টধর্মে ভন্ডামী ব্যতীত আর কিছুই নেই।

মীরানো তুমি কি পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন, সুখ-শান্তি পরিহার করা পছন্দ করবে? যদি তোমার পিতা তোমাকে নির্যাতন

করেন এবং তোমাকে ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের হাওয়ালা করেন, তবে তুমি কি করবে?

ইসাবেলা ঃ আমি তো এখন আমার চিন্তার কোঠা হতে এ সকল বিষয় বের করে দিয়েছি। যে খোদা আমাকে ইসলামের দৌলত প্রদান করে সৌভাগ্যবতী করেছেন, সেই খোদা-ই আমাকে সহায়তা করবেন এবং আমার সৎ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করবেন না। কুরআনে হাকীমের এই বাক্যটি দ্বারা আমার বড়ই সান্তনা লাভ হয়, "যে ব্যক্তি অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেবেন এবং ধারণাতীতরূপে তাকে রিজিক প্রদান করবেন।"

মিরানো ঃ বেশ, শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের মজলিসে কখন যেতে হবে?

ইসাবেলা ঃ সেখানে একটু সকাল সকালই যাওয়া উচিৎ। যেন শায়খ যিয়াদের পবিত্র সঙ্গলাভের সুযোগ কিছু বেশী পরিমাণে গ্রহণ করা সম্ভব হয় এবং গৃহে ফিরতেও অধিক রাত না হয়।

মীরানো ঃ আজকের আলোচনার অবস্থা শায়খ যিয়াদকেও শোনাবে কি?

ইসাবেলা ঃ অবশ্যই শোনাতে হবে। বেশ, এখন চল, যেন ইশার নামাযের সময়ই সেখানে পৌঁছাতে পারি এবং এক ঘন্টা সেখানে অবস্থান করে ঠিক সময় মতই পুনরায় ঘরে পৌঁছাতে পারি।

কর্ডোভার উদ্যান থেকে বের হয়ে ইসাবেলা আপন সহচরবৃন্দসহ কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাত্রা করল। পথিমধ্যে ইসাবেলার সহচরীদের তার মনের এ ইচ্ছাটিও জানিয়ে দিল যে, যদিও আমি আন্ত রিকভাবে মুসলমান হয়ে গিয়েছি, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ইসলাম গ্রহণ করিনি। কাজেই আজ যিয়াদ ইবনে ওমরের পবিত্র হাতে এ শুভ অনুষ্ঠানটিও সম্পন্ন করব। যেন খোদার মহান দরগাহ হতে অধিক সাহস ও দৃঢ়চিত্ত হওয়ার গুনে মুক্তি লাভে সমর্থ হই এবং আল্লাহর সাহায্যকে পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে আকর্ষণ করতে পারি। সহচরীবৃন্দ এ কথায় ইসাবেলাকে মোবারকবাদ জানিয়ে আনন্দ প্রকাশ করল। ওমর লাহমীর বাড়ি শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের বাড়ির খুব কাছেই ছিল। তাদের আগমনবার্তা ওমর লাহমীর মধ্যস্থতায় শায়খ যিয়াদের কর্ণগোচর হল। অতএব ইশার নামাযান্তে পুনরায় মজলিস সরগরম হয়ে উঠল। উলামা, মাশায়েখ, মুহাদ্দেছ, কবি, সাহিত্যিক নানাবিধ জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হল।

সাধারণ আলাপ আলোচনার পর ওমর লাহমী শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের অনুমতিক্রমে ইসাবেলা ও তার সহচরীবৃন্দকে মজলিসে হাজির করলেন।

শায়খ যিয়াদ তাদের সবার কথাবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর ইসাবেলা গত দু'দিনের ঘটনাবলী শায়খ যিয়াদকে অবহিত করল, যা তার পিতা ও পাদ্রী সাহেবদ্বয়ের মাধ্যমে ঘটেছিল। পিটার্স ও মিখাইলের সাথে তার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর এবং তৎসম্পর্কে তার পেশকৃত প্রমাণসমূহও সে সেখানে সবিস্তারে বর্ণনা করল, যা শুনে সমবেত সুধীবৃন্দ নানারূপ প্রশংসা বাক্যে ইসাবেলার উৎসাহ বর্ধন করতে লাগল এবং তার জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে আশ্চর্যান্বিত হলেন।

ইসাবেলা ঃ ইয়া সাইয়েদী! এ যাবৎ যা কিছু হওয়ার ছিল হয়ে গিয়েছে, আর যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবার তাও দেখা যাবে। কিন্তু এখন আমার নিবেদন এই যে, আপনি আমাকে যথারীতি ইসলামে দীক্ষিত করে তৌহীদ পন্থীদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত করে নিন। ইসাবেলার অনুরোধে যিয়াদ ইবনে ওমর তাকে মুসলমান করলেন। সমবেত মজলিস তার দৃঢ়চিত্ত হওয়ার শক্তি কামনা করে আল্লাহর দরগাহে দোয়া করলেন।

শায়খ ঃ বেটি ইসাবেলা! এখন যেহেতু তুমি যথারীতি মুসলমান হয়ে গিয়েছ, কাজেই এখন তুমি তোমার চেহারা আবৃত কর। কেননা ইসলামে মেয়েলোকদের জন্য পর্দার আদেশ রয়েছে। ভবিষ্যতেও তুমি পর্দা অবলম্বন করে চলবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াও এখন থেকে তোমার জন্য ফরয। দেখ কখনও যেন তোমার নামায ছুটতে না পারে। কেননা সাফল্যের চাবিকাঠি একমাত্র নামায। তুমি যে কয়েকটি মেয়ের কথা আলোচনা করছিলে, তাদেরই কি তোমার সঙ্গে দেখছি?

ইসাবেলা ঃ জী হ্যাঁ, এদের মধ্যে একজন হল অধ্যাপক মিখাইলের কন্যা মীরানো এবং অপর দু'জন আমার অন্তরঙ্গ সহচরী মার্থা ও হান্নানা।

শায়খ ঃ ইসলাম সম্বন্ধে এদের কোন সন্দেহ আছে ?

ইসাবেলা ঃ ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম, এ সম্বন্ধে এদের কোনই সন্দেহ নেই এবং এরাও আমার মত ইসলামের ওপর বিশ্বাস রাখে। যখন আল্লাহ এদেরকে তৌফিক দান করবেন, তখন এরাও যথারীতি

ইসলামের আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান করবে। অবশ্য কোন কোন ব্যাপারে মীরানোর অন্তরে কিছু খটকা রয়েছে। এর জন্য আমি আশা করি, মীরানো কোন এক সময় আমার আধ্যাত্মিক পিতা ওমর লাহমীর নিকট আগমন করে তার অন্তরের সমস্ত খটকা প্রকাশ করবে। অতঃপর তিনি তার সমস্ত খটকা দূর করে তাকে নিশ্চিন্ত করবেন।

ওমর ঃ তোমার পিতার ব্যবহারে মনে হয়, তিনি তোমার উপর নির্যাতন করবেন। এ অসম্ভব কিছুই নয় যে, তিনি তোমাকে গুপ্তভাবে ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের হাওয়ালা করবেন এবং মিখাইল ও পিটার্স তোমার সাথে তাদের বিতর্কের রিপোর্টও উক্ত ডিপার্টমেন্টকে প্রদান করবেন। যার ফলে সঙ্গীন অপরাধের আসামী সাব্যস্ত হওয়া তোমার জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। বলত তখনকার জন্য তুমি কোন ব্যবস্থা চিন্তা করেছ?

ইসাবেলা আল্লাহই ভাল জানেন, ভবিষ্যতে কি ঘটবে! আমি তো আমার সকল ব্যাপারই খোদার কাছে ন্যস্ত করেছি, অবশ্য এ চিন্তাও নিশ্চয়ই করেছি যে, যদি তারা অধিক বিরক্ত করেন, তবে আমি আপনাদের এখানে চলে আসব।

ওমর তোমার যখন খুশী চলে এস আর তোমাকে চলে আসতেই হবে। কেননা খৃস্টীয়দের মধ্যে এরূপ উদারতা কোথায় যে, তোমাকে মুসলমান দেখেও তারা কোন বিঘ্ন ঘটাবে না এবং তোমাকে তোমার অবস্থার উপরই ছেড়ে দিবে?

ইসাবেলা ঃ (শায়খ যিয়াদকে) সাইয়েদী! আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলা, শুকরকারিনী এবং দৃঢ়চিত্ত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এখন আমাদের বিদায় দিন।

শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমর এবং সমবেত সুধীবৃন্দ তাদের বিদায় দিলেন। বিদায় গ্রহণান্তে ইসাবেলা ও তার তিন সহচরী রাস্তায় বের হয়ে যথাসময়ে সকলে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে গেল।

ইসাবেলা তার ঘরে প্রবেশ করে নানা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল। সোবেহ সাদেক হওয়ার পূর্বেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল কিন্তু সে অবসাদ বশতঃ শয্যা ত্যাগ করতে সক্ষম হল না। বেশ কিছুক্ষণ পর শোয়া অবস্থাই তার কানে আল্লাহু আকবারের সুমধুর ধ্বনি গুঞ্জরণ করে

উঠল এবং বিদ্যুতের ন্যায় তার সর্বাঙ্গে এক অভূতপূর্ব শিহরণ জেগে উঠল। আল্লাহু আকবারের ধ্বনি তাকে আত্মহারা করে ফেলল এবং তার দৃষ্টিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বড়ত্ব ও গুরুত্ব, প্রতাপ ও পরাক্রম এবং তার সৌন্দর্য্য পূর্ণত্বের প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। চোখ হতে বিগলীত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়ে চলল। আল্লাহ তায়ালার মহব্বতে তার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল, সে নিজেকে কুল-মাখলুকাতের স্রষ্টা আল্লাহর দরগায় নিবেদন করতে লাগল ঃ হে খোদা! তুমি আমাকে তোমার এবং তোমার প্রিয় নবীর মহব্বত দান কর। এলাহী! আমার হৃদয় ইসলাম ও তৌহীদের আলো দ্বারা পূর্ণ করে দাও, শেষ নবীর অনুসরণকে আমার জীবনের রক্ষা কবচ বানিয়ে দাও। এলাহী! তুমি আমাকে যে ইসলামরূপ চির বর্ধিঞ্চু সম্পদ দান করেছ এবং তোমার প্রিয় ও বিশ্বশান্তি বাহক (রাহ্মাতুল্লিল আলামীন) নবীর আনুগত্যের সৌভাগ্য দান করেছ, তার শুকরিয়া আদায় করার তৌফিকও তুমি আমায় দান কর। ইয়া আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং সমস্ত খৃস্টান ও পথ-হারাদের ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং ইসলামের উপরই মৃত্যু দাও। হে আমার প্রভু! হে আমার খোদা! তুমি তোমার এই বিপদাপন্না দাসীর করুন প্রার্থণা শোন।

ইসাবেলা তার প্রার্থনা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করতে পারল যে, তার আত্মা এখন ধীর শান্ত। কোন একটি বিরাট বোঝা যেন তার মাথা থেকে নেমে গিয়েছে, সে বুঝতে পারল যে, সংকল্পে দৃঢ়তা, ইচ্ছাকাঙ্খা ও মহৎ প্রেরণার পূর্ণ ভান্ডার তার হৃদয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সে খুবই আনন্দিত, কেননা সে এখন ইসলামরূপ মহাসম্পদের অধিকারীনি। সে এখন এক নির্ভীক বিরাঙ্গনা, তৌহীদের শক্তি বলে একমাত্র আল্লাহর ভয় ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টির ভয় থেকে তার হৃদয় এখন মুক্ত।

ইসাবেলার জননীও আজ তার সাধারন স্বভাবের ব্যতিক্রমে অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা। সম্ভবতঃ পিটার্স ও মিখাইল গত দিনের সম্পূর্ণ আলোচনার রিপোর্ট তার জনক-জননীকে প্রদান করেছে এবং তাদের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়েছে যে, ইসাবেলা স্বধর্ম পরিত্যাগ করে বিধর্মী হয়ে গিয়েছে এবং তাকে কোন প্রকার বুঝ প্রদান করে তার সাবেক ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা নিষ্ফল।

গোপন ষড়যন্ত্র

ইসাবেলা নিজ কামরার অভ্যন্তরে বসে ভবিষ্যত চিন্তায় মশগুল। এমতাবস্থায় জনৈকা পরিচারিকা এসে একটি চিঠি তার হাতে দিল, ইসাবেলা তখুনি তা খুলে পড়তে লাগল ঃ

বোন ইসাবেলা! এই মুহূর্তে তোমার সাথে কিছু আলাপ করা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। বড়ই অনুগ্রহ হবে, যদি তুমি এখনই আমার কাছে আগমন করার কষ্টটুকু স্বীকার কর। যেহেতু কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে, কাজেই আসতে মোটেই বিলম্ব কর না। আমি একটি গোপন স্থানে অস্থির চিত্তে তোমার অপেক্ষায় থাকলাম। পরিচারিকার সঙ্গে তুমি এক্ষুণি এস! ইতি-

তোমার বোন
মীরানো

চিঠি পাওয়া মাত্রই ইসাবেলা বাড়ি থেকে বের হয়ে পরিচারিকার সাথে কছরুশ শুহাদা হতে বরাত রুম্মানীগামী (রুম্মানী মুসাফিরখানা) সড়কটি ধরে সামনে অগ্রসর হতে লাগল। বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর পরিচারিকা সড়ক পরিত্যাগ করে একটি গলিপথে যাত্রা করল। আরও কয়েকটি গলি পার হয়ে একটি বিরাট প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করল। প্রাসাদের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করে দেওয়ার পর কয়েকটি কামরা অতিক্রম করে একটি বিরাট কামরায় অভ্যন্তরে ইসাবেলাকে বসিয়ে রেখে পরিচারিকা মীরানোকে সংবাদ দিতে চলল। কিছুক্ষণ পর দ্বার উন্মুক্ত করে কামরায় প্রবেশ করল মীরানো নয় বরং কতিপয় আপাদরম্বিত শুভ্র আলখেল্লা পরিহিত খৃস্টীয় দরবেশ বা রাহেব। তারা ইসাবেলাকে ঘাড় ধাক্কার সাহায্যে প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থিত ভূতল কক্ষের সিড়ির দিকে নিয়ে চলল। ইসাবেলা বুঝতে পারল যে, সে এখন ইনকুইজিশন ডিপার্টমেন্টের হাতে বন্দি। তার জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হল।

সিড়িতে পা পড়া মাত্র জনৈক রাহেব অবলা ইসাবেলার কোমল দেহে সজোরে ঘুষি মেরে কর্কশ স্বরে বলে উঠল "হে অভিশপ্ত বালিকা! সামনে চল, দেখ, খোদাওন্দ যীশুর গযবের অগ্নি তোকে ভস্ম করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। অভাগিনী তুই খৃস্ট ধর্মের দুর্নাম করেছিস এবং তোর সর্বজনমান্য পিতার মান-সম্ভ্রমকে ধূলায় লুন্ঠিত করেছিস।" বেচারী ইসাবেলা খামোশ কিন্তু ভয়ে কাঁপছে। মুষ্ঠাঘাত খেতে খেতে সে অন্ধকার ভুতল কক্ষের অভ্যন্তরে অবতরণ করল। জনৈক রাহেব বাতি প্রজ্বলিত করল। এতে সেই পাতালপুরীর সুচিভেদ্য অন্ধকার অবশ্য বিদূরিত হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার যে ভীষণ দৃশ্যাবলী ইসাবেলার দুষ্টিগোচর হল, তাতে ভয়ে তার প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হল। সে দেখতে পেল, সেখানে নরকঙ্কালসমূহ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং দেয়ালের গায়ে অগণিত নরমুন্ড গ্রথিত থেকে ভীষণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। রাহেব ইসাবেলাকে বলল, "অভাগিনী! এখন তোকে এখানেই অবস্থান করতে হবে, যেন তোর বোধগম্য হয় যে, খোদাওন্দ যীশু হতে বিমুখ হওয়ার পরিণতি কি হয়ে থাকে। (নর কঙ্কালসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে) তোকে সাজা দেওয়ার জন্যই এদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে।"

ইসাবেলা সম্পূর্ণ নীরব, সে নিজেকে যেন ঘুমন্ত এবং এ সকল ব্যাপারকে স্বপ্ন বলে মনে করছিল। রাহেবগণ ভূতল কক্ষ থেকে বের হয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এবং নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে গমন করতঃ খৃস্টীয় সাধনা এবং উপাসনায় লিপ্ত হল। অল্পক্ষণ পরেই ইসাবেলার উপলব্ধি হল যে, সে ঘুমন্ত নয়, বরং জাগ্রত এবং তাকে এই প্রেতপুরীতে আবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র সত্যাবলম্বনের অপরাধে। আর এই প্রসাদটি হল খৃস্টীয়দের একটি উপাসনালয় বা খানকা।

ইসাবেলা খোদাকে স্মরণ করতে লাগল। এক সময় ঝিঝি পোকা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের একটানা আওয়াজ শুনে সে বুঝতে পারল, দিন অবসানান্তে রাতের আগমন হয়েছে। হঠাৎ দরজা খুলে রাহেবগণ সেই প্রেতপুরীতে ঢুকলো এবং ইসাবেলাকে তা হতে বের করে এক গ্লাস ছাতুর শরবত পান করালো। ঐ সময়ও রাহেবগণ বিড় বিড় করে ইসাবেলাকে তিরস্কার করছিল। অতঃপর তারা তাকে খানকার বিভিন্ন

স্থান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে লাগল, যেখানে রাহেবগণ নানা প্রকার সাধনা ও ইন্দ্রিয় দমনার্থে বিভিন্নরূপ অমানুষিক দৈহিক যাতনা ভোগে মশগুল ছিল। এ সকল দেখাবার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এটাই ছিল যে, হয়ত ইসাবেলা খৃস্টীয় ধর্মানুগামীদের সাধনা ও উপাসনা দর্শনে প্রভাবান্বিত ও ভাববিহ্বল হয়ে পড়বে এবং রাহেবগণের দৈহিক যাতনা ভোগ তার অন্তরে আঘাত হেনে তাকে দূর্বল করতে সক্ষম হবে। ইসাবেলা গভীর দৃষ্টিতে রাহেবগণের উপাসনার প্রক্রিয়াসমূহ দর্শন করতে লাগল। এক স্থানে দেখতে পেল এক ব্যক্তি লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় এক কোণে পড়ে ছটফট করছে, আর অপর এক ব্যক্তি তার উপর শপাশপ চাবুক বর্ষণ করে চলছে। এ দৃশ্য দেখে ইসাবেলা অত্যন্ত মুষড়ে পড়ল, সে ধারণা করতে লাগল, "এ ব্যক্তি আমারই মত জনৈক অপরাধী।" কিন্তু শীঘ্রই সে জানতে পারল যে, ইন্দ্রিয় দমন ও শয়তানী শক্তিকে পরাস্ত করার এ একটি প্রক্রিয়া মাত্র, যা রাহেবগণ আপন স্বার্থে, স্বেচ্ছায় অবলম্বন করছে। এক বৃহৎ কক্ষে কুমারী মরিয়মের এক প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মুর্তির চারদিকে রাহেব এবং রাহেবাগণ ধ্যান ও তপস্যায় নিমগ্ন। কয়েকজন দেয়াল আশ্রয় করে মাথা মাটিতে রেখে দেহসহ পা দু'টি আকাশের দিকে উত্থিত করে রয়েছে। আরও কয়েকজন রাহেব এক কোণে পড়ে কাতরাচ্ছে। কারণ তারা ইন্দ্রিয় দমনার্থে বিশ দিন যাবত অনাহারে কাটিয়ে মরনাপন্ন হয়ে পড়েছে। রাহেবগণের এ সব অমানুষিক ক্রিয়াকান্ড ইসাবেলার অজানা ছিল না, কিন্তু এ দৃশ্যাবলী স্বচক্ষে দেখার সুযোগ তার ইতোপূর্বে হয়নি।

জনৈক উচ্চপদস্থ রাহেব ইসাবেলাকে বলল, "রে মরদুদ বালিকা! যদি তুই মুক্তি পেতে ইচ্ছা করিস, তবে এ প্রকার সাধনা দ্বারা খোদাওন্দ যীশুকে তুষ্ট কর। এর দ্বারাই কেবল তোর জঘন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া সম্ভব।" রাহেবের বাক্য শুনে ইসাবেলা সহাস্যে বলে উঠল, এ সকল সাধনার খোদার কি প্রয়োজন? ধর্মের উদ্দেশ্য তো, বান্দার উপর খোদার যা আদেশ, তা পালন করে খোদার মখলুকের খেদমত করে যাওয়া; চামচিকার ন্যায় অদোমুখী হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থাকা নয়।

দ্বিতীয়ত আপনাদের দাবী অনুসারে হযরত ঈসা নিজেই তো খৃস্টানদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। অতএব আপনাদের এসব

ক্রিয়াকান্ড নিষ্ফল্ ইসাবেলার কথা শোনা মাত্রই রাহেবের নীল চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করে, যেন অগ্নিশিখা উদগিরণ করতে লাগল এবং সে ইসাবেলার বুকের উপর সজোরে এক ঘুষি মেরে বলে উঠল, 'জাহান্নামী বালিকা। তোর সংশোধন কিছুতেই হবার নয়। চল আপন স্থানে গিয়ে বস। তোর পূর্ণ চিকিৎসা সে স্থানেই হবে।'রাহেব ভুতল কক্ষের দরজা খুলে ইসাবেলাকে পুনরায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

ইসাবেলা ভুতল কক্ষের এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল। ঐ বিভীষিকাপূর্ণ কক্ষে প্রথম প্রবেশের পর তার মস্তিস্কে কিছু অচৈতন্য ভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু পরে তার হৃদয় ও মস্তিষ্কের পূর্ণ শক্তি ফিরে আসল এবং সে তার অগ্র পশ্চাৎ সকল অবস্থার উপর চিন্তা করার যোগ্যতা পুনরায় ফিরে পেল। সে সারা রাত কুরআন মজিদের তার জানা দোয়াসমূহ পাঠের ভিতর দিয়ে কাটাল। এ নীরব নিঝুম মুরদাখানায় ইঁদুর বা আরশোলার সামান্য নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলেও বেচারী ইসাবেলা ঐ অন্ধ কোঠার চারিদিকে নিষ্ফল ভয়াতুর দৃষ্টিপাত করতে থাকে, পরক্ষণেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে দোয়া পাঠে মশগুল হল। খোদাকে স্মরণ করতে করতে কোন ভাবে এই বিভীষিকাময় রাতের অবসান হল। কক্ষের ছাদ সংলগ্ন দেয়ালের সংকীর্ণ ছিদ্রপথে সুর্যের সামান্য কিরণ প্রবেশ করে রাতের বিদায়বার্তা অবহিত করল। কিছুক্ষণ পর দরজা উন্মুক্ত হল এবং জনৈক রাহেব তাকে তা হতে বের করে আনল । খানকার এক বিরাট কক্ষে প্রতিষ্ঠিত যীশু ও তার বারজন হাওয়ারীর কাল্পনিক প্রস্তর মূর্তির সামনে তাকে উপবেশন করল। শহরের দু'জন প্রখ্যাত পাদ্রী পূর্ব হতেই সেখানে ছিল। তারা প্রথমত ইসাবেলার উপর চুড়ান্ত ক্রোধাগ্নি বর্ষণ করল। অতঃপর তাকে উপদেশ প্রদান করতে আরম্ভ করল।

পাদ্রী ঃ তুই কি মুসলমান হয়ে গিয়েছিস ?

ইসাবেলা ঃ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক আমাকে ইসলাম স্বরূপ সম্পদের অধিকারিণী করেছেন।

পাদ্রী ঃ ইসলামের প্রশংসাবাদ পরিত্যাগ কর, এখন বল্, তুই কি অশুভ মৃত্যুই পছন্দ করিস্ না পুনরায় নতুন করে খোদাওন্দের অনুগ্রহের অংশীদার হওয়ার বাসনা রাখিস্?

ইসাবেলা ঃ ইসলামের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ার পর প্রত্যেকেই খোদার অনুগ্রহের অংশীদার হয়ে থাকে। আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে সৌভাগ্যবান অপর কেউ নেই, যাকে খোদা ইসলাম গ্রহণের তৌফীক প্রদান করেছেন। কেননা এ ধর্মই খোদার সন্তুষ্টি ও মহববত লাভের একমাত্র উপায়।

পাদ্রী ঃ খামোশ! আমার সম্মুখে রক্ত পিপাসু ইসলামের প্রশংসা? রসনা সংযত কর। আমি তো তোর নিকট শুধু দুই কথার জবাব চাই, হয় এ অবস্থায় মৃত্যু নতুবা খৃস্ট ধর্মে ফিরে এসে মুক্তি। বল্-কোনটি তোর কাম্য? যেন অদ্যই তোর ভাগ্যের মীমাংসার পরিসমাপ্তি ঘটানো সম্ভব হয়।

ইসাবেলা ঃ কোন এক যুগে খৃস্টীয় শহীদগণ কতই না নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনই তারা সত্য হতে বিমুখ হননি। তারা জীবিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। করাতে দ্বিখন্ডিত হয়েছেন, কিন্তু সত্যের ঝান্ডা তাদের হস্তচ্যুত হতে পারেনি। তারা প্রমাণ করে গিয়েছেন যে, সত্যই প্রকৃত জিন্দেগী। যদি সত্যের কারণে মৃত্যুও সমাগত হয়, তবে তা বরণ করে নেয়াই খোদার সন্তুষ্টি লাভের উপায় এবং অন্তরের প্রকৃত শান্তির পন্থা। যেহেতু আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছি, কাজেই মৃত্যু কেন দুনিয়ার কোন শক্তিই আমাকে সত্য থেকে বিমুখ করতে পারবে না। আমাকে তো কুরআন এই শিক্ষাদান করেছে ঃ

"আমার নামায, কোরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ (আমার যথা সর্বস্ব) সেই আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক, যার কোনই দোসর নেই এবং এ বাক্যের উপর স্থির থাকার জন্য আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি, আর আমি প্রথম অনুগতগণের অন্তর্ভূক্ত।"

সুরা আন'আম ঃ ৪ রুকু।

পাদ্রী ঃ অর্থাৎ তুই ইসলাম পরিত্যাগ করে খোদাওন্দ যীশুর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত হতে অনিচ্ছুক। বেশ আজই তোর ফয়সালা হবে।

ইসাবেলা ঃ যে ফয়সালা করতে হয় কর। নির্ভয়ে কর, প্রাণ ভরে কর। তোমরা কি করতে পারবে? আমাকে এ জগৎ থেকে বিদায় করতে পারবে এর বেশীত নয়? কিন্তু তোমাদের জানা নেই যে, সে সত্ত্বার সাথে আমার সম্পর্ক, তিনি আল্লাহ, তিনি চিরঞ্জীব।

পাদ্রী ঃ যখন মৃত্যু সামনে এসে দন্ডায়মান হবে, তখন তোর অন্তর হতে এ কুরআনের আয়াত আর খোদা সবই উধাও হয়ে যাবে। কুরআন বা মোহাম্মদ যদি তোকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে বুঝব তোর কুরআনের বাহাদুরী।

ইসাবেলা ঃ এ প্রশ্নই তাদের ধারণা মতে যীশুকে করেছিল যে, "যদি তুমি সত্য হও, তবে ক্রুশ দন্ড হতে নীচে অবতরণ করে নিজেকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা কর, (মথি ২৭ঃ৪০-৪৩)।" যেহেতু খৃস্টীয় মতবাদ অনুযায়ী যীশু নিজেকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করতে অক্ষম হয়েছেন, কাজেই হয়ত যীশু (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী, আর যদি তিনি কখনও মিথ্যাবাদী না হন, তবে তোমরা ইহুদীদের পদাঙ্ক অনুসারী।

পাদ্রী ঃ রে নারী রূপী শয়তান, জাহান্নামী, বদকার, অকর্মণ্যা, অভাগিনী বালিকা! আমাদেরকে ইহুদী বলছিস্? খামোশ, আপন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা কর।

ইসাবেলা ঃ যদি আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে তোমরা খামোশ হয়ে যাও এবং আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা বলে ফেল, তবে তাই হবে সর্বোত্তম।

পাদ্রী ঃ (রাহেবগণকে) দেখ, এ হতভাগিনীকে ঐ ভূতল কক্ষেই আবদ্ধ রাখ এবং এর পানাহার বন্ধ করে দাও। এ বালিকার জনক পবিত্র পিতার আদেশ একে ইনকুইজিশনের হাতে সমর্পন করা। এ সম্বন্ধে আগামীকালই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

পাদ্রীর আদেশ পাওয়া মাত্র রাহেবগণ ইসাবেলাকে পাকড়াও করে চপেটাঘাত ও মুষ্ঠাঘাত বর্ষণ করতে করতে ভুতল কক্ষের দিতে নিয়ে চলল। কঠিন আঘাতে সে কয়েকবার ধরাশায়িনী হয়েও নিজেকে সামলিয়ে নেয়। অবশেষে তাকে ভুতল কক্ষে ঢুকিয়ে রাহেবগণ দরজা বন্ধ করে দিল।

এ সময় থেকে তিন দিনের মধ্যে ইসাবেলাকে ঐ পাতালপুরী হতে এক মুহুর্তের জন্যও আর বের করা হয়নি। কিন্তু ইসাবেলা নিশ্চিন্ত ও সদা উৎফুল্ল। মনে হয় তার কর্তব্যে স্থিরতা ও দায়িত্বে দৃঢ়তা বর্ধনের জন্য ফেরেশতা আদিষ্ট রয়েছে। রাতের নিস্তব্ধতায় নরকঙ্কাল ও নরমুন্ডসমূহ পরিবেশকে ভয়াবহ করে রেখেছে। ভুতল কক্ষের বাইরে

বিভিন্ন স্থানে রাহেবগণ বিভিন্ন প্রকার সাধনা ও উপাসনায় মশগুল। তাদের হা-হুতাশ বিলাপ রোল চিৎকার পরিবেশকে আরও ভায়বহ করে তুলেছে।

ইসাবেলার গ্রেফতারী ও তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন সংবাদ তার সহচরী মীরানো, মার্থা ও হান্নানার কর্ণগোচর হয়েছে। তারা কোন সুযোগে শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের মজলিসে উপস্থিত হয়ে ইসাবেলা সম্পর্কীয় সংবাদ জানাল। যার ফলে মুসলমানদের অন্তরে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এক ব্যক্তি ঃ আল্লাহর শপথ, যদি আমরা এ সকল ব্যাপারে অবহেলা করে চলি, তবে খৃস্টীয়গণ ইসলামের তবলিগে কঠিন বাধার সৃষ্টি করবে। ইসাবেলা এখন আমাদের বোন। অতএব প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয তাকে খৃস্টীয়দের খপ্পর থেকে যে কোন মূল্যেই হোক উদ্ধার করে আনা।

অপর ব্যক্তি ঃ (তরবারী কোষমুক্ত করে) সাইয়েদী! যদি আদেশ হয়, তবে এখনই গিয়ে ইসাবেলাকে উদ্ধার করে আনতে আমি প্রস্তুত! আফসোস আমাদেরই এক বোনের উপর এরূপ নির্যাতন চলছে। যদি এখনও আমরা নীরব থাকি, তবে তা হবে অত্যন্ত অবিচার।

ওমর ঃ ভাইসব! অধিক উত্তেজনা ও তাড়াহুড়া দ্বারা কোন কাজ হয় না। এ ব্যাপার হযরত (যিয়াদ এবনে ওমর) সমীপে পেশ করা হয়েছে। তিনি যে আদেশ করবেন, তাই করা হবে।

সমস্ত লোক ঃ ইয়া সাইয়েদানা। আপনার যে-কোন হুকুম তামীল করার জন্য আমরা প্রস্তুত।

শায়খ যিয়াদ ঃ আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে, কোন প্রকার উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য হতে আপনারা সংযত হোন। নতুবা ইসাবেলার প্রাণ বিনষ্ট হবে। আমরা ইচ্ছা করলে মুসলিম সেনাবাহিনীকেও তার উদ্ধার কাজে ব্যবহার করতে পারি; কিন্তু সংযম ও কৌশল সহযোগে কার্যোদ্ধার করাই উত্তম। যদি ইসাবেলা বিপন্ন হয়ে থাকে,তবে তার জন্য ইন্‌শাল্লাহ্ ঈমানের দৃঢ়তায় উপায় হবে। আর প্রকৃত পক্ষে বিপদের মধ্যেই ইসলামের মর্যাদার উপলব্ধি হয়ে থাকে।

ওমর (ইসাবেলার সহচরীবৃন্দকে) বলুন এ ব্যাপারে আপনারদের কি মত? আর বোন ইসাবেলার কতটুকু সহায়তা আপনাদের দ্বারা সম্ভব?

মীরানো ঃ যদি আমাদের আদেশ দেওয়া হয় এবং ব্যাপারটি আমাদের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে অতি সহজেই ইসাবেলাকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

ওমর ঃ বহুত বহুত শুকরিয়া।

শায়খ ঃ আপনাদের অনুমতি দেওয়া হল, আপনারা যে কোন কৌশলে সম্ভব ইসাবেলাকে উদ্ধারের জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন।

তিন সহচরী কঠিন শপথ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করল। অনমুতি লাভের পর সকলে চলার পথে ইসাবেলার উদ্ধারের চিন্তা ও মত বিনিময় করতে করতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হল এবং যার যার বাড়িতে চলে গেল।

রূপান্তর

একদিন মীরানো, মার্থা ও হান্নানা প্রধান পাদ্রীর বাড়িতে উপস্থিত হল এবং তাঁকে বলল ঃ

মীরানো ঃ ইসাবেলা আমাদের সহচারী ও সহপাঠিনী। অনেক ব্যাপারেই সে আমাদের মতের অনুসরণ করে থাকে। অতএব যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে তার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করেন, তবে খুব সম্ভব আমরা তাকে খৃস্টধর্মে ফিরিয়ে আনতে সফলকাম হব। তাকে বুঝ প্রদানের সর্বশেষ সুযোগটি আমাদের প্রদান করুন। শতকরা ৯০ ভাগ সাফল্যের জন্য আমরা আশান্বিত।

পবিত্র পিতা! ইসাবেলা আমাদের হৃদয়মনি। অতএব তাকে উদ্ধার করতে আমরা প্রাণপন চেষ্টা করতে অগ্রসর হয়েছি। আপনি আমাদের খানকায় প্রবেশ এবং ইসাবেলার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ প্রদান করুন।

প্রধান পাদ্রী ঃ এই মরদূদ বালিকাকে জাহান্নামে যেতে দাও। সে বহুত পাকা হয়ে গিয়েছে এবং খোদাওন্দ যীশু তাকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছেন। আমার ভয় হয় যে, তোমাদেরও সে পথভ্রষ্ট করে না ফেলে।

মীরানো ঃ সে দেখা যাবে। তবে এ শেষ মূহুর্তে তাকে একবার বুঝিয়ে দেখায় কোন অসুবিধা নেই। যদি সে মেনে নেয়, উত্তম। নতুবা তাকে যে শাস্তি ইচ্ছা আপনি প্রদান করুন।

প্রধান পাদ্রী ঃ বেশ, আমি এ শর্তে তোমাদের খানকায় প্রবেশ এবং ইসাবেলার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ প্রদান করছি যে, দু'জন রাহেব সর্বদা তোমাদের সঙ্গে থাকবে, যাতে ঐ অভাগিনী তোমাদের বিপথগামী করতে না পারে এবং ধর্ম বিরোধী কথায় তোমাদের উপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃস্ট না হয়। বেশ, তবে যাও। আগামীকাল সন্ধ্যায় খানকায় গিয়ে ইসাবেলার সাথে শেষ প্রচেষ্টা সমাধা করে এস। আমি খানকার প্রধান রাহেবকে আজই এ সম্বন্ধে জানিয়ে দিব।

অনুমতি লাভে সমর্থ হয়ে মীরানো, মার্থা ও হান্নানা প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাবর্তন করল এবং আপন আপন গৃহ হতে চিরবিদায়ের আয়োজন করতে লাগল্ কেননা ইসাবেলাকে উদ্ধার করার জন্য তারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছে, তাতে ইসাবেলার সঙ্গে তাদেরও চিরতরে গৃহত্যাগ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। তারা অত্যন্ত সাবধানতা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজে অগ্রসর হল এবং সময়ের পূর্বে শায়খ যিয়াদ এবং ওমর লাহমীকে সংবাদ জানিয়ে দিল, যেন তারা এ অভিযান সফল করার জন্য তাদের সহায়তা করেন।

সকল ব্যবস্থা সমাপনান্তে তিন সহচরী নিজ নিজ গৃহ হতে বের হয়ে একস্থানে সমবেত হল এবং নির্ধারিত সময় অনুযায়ী খানকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল্ এদিকে প্রধান পাদ্রী সাহেব খানকার অধ্যক্ষের নিকট এ মর্মে এক চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, "ইসাবেলার সহচরীবৃন্দ ইসাবেলাকে শেষবারের মত বুঝ প্রদানের প্রচেষ্টা করে দেখতে উচ্ছুক। অতএব তোমরা তাদের খানকায় প্রবেশ করতে দিও এবং এ ব্যাপারে যতটুকু সাহায্য তোমাদের দ্বারা সম্ভব, তা করতে ক্রুটি কর না। হয়ত আপন সহচরীদের প্রচেষ্টায় ইসাবেলার পুনরায় সুপথ লাভের সৌভাগ্য হতে পারে।"

যখন তিন সহচরী খানকা প্রাঙ্গণে পৌঁছল, তখন রাহেব ও রাহেবাগণ একান্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের আহ্বান করে নিল। আর তাদের ধারণা হল যে, ইসাবেলার হেদায়েতের জন্য খোদাওন্দ যীশু আপন জননী মরিয়মকে এই মেয়েগুলির আকৃতি প্রদান করে পাঠিয়েছেন এবং সমগ্র আউলিয়ার শুভদৃষ্টি এদের উপর রয়েছে। তিন সহচরী খানকায় প্রবেশ করে এক বিরাট কক্ষের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত কুমারী মরিয়মের মূর্তির সামনে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উপবেশন করল এবং চতুর্দিক হতে রাহেব-নানাগণ তাদের বেষ্টন করে দাঁড়াল।

জনৈক নান ঃ খোদাওন্দ যীশুর কৃপা তোমাদের মধ্যে বিরাজমান হোক এবং তিনি তোমাদেরকে সফলকাম করুন। ভাগিনী ইসাবেলাকে শয়তান বিপথগামী করেছে। কেমন উত্তম ও বিদুষী বালিকা ছিল। খোদাওন্দ শয়তানকে ধ্বংস করুন, কেমন ধর্মভীরু লোকদেরও সে বিপথগামী করতে পারে।

দ্বিতীয় নান ঃ কুমারী মরিয়মের ছায়া তোমাদের উপর স্থায়ী হোক, মুক্তি দাতার শপথ, তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে। তোমাদের এই প্রিয়তম মুখচ্ছবিই সাফল্যের সাক্ষ্য প্রদান করছে। যদি ইসাবেলার উপর পুনরায় খোদাওন্দ যীশুর কৃপা হয়, তবে তা হবে তোমাদের জীবনের সবচাইতে বড় কাজ। সমগ্র কর্ডোভায় এর ঘটনা বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং এ ঘটনার দ্বারা খৃস্টীয়গণের নাক কর্তিত হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয় নান ঃ খোদাওন্দের শপথ, আজই আমি অবিকল তোমাদের আকৃতি-বিশিষ্টা তিনটি মেয়েকে স্বপ্নে দর্শন করেছি। তারা কুমারী মরিয়মের স্নেহের কোলে উপবিষ্টা ছিল এবং অপর দিক হতে খোদাওন্দ যীশু তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, যে, "এ মেয়েগুলির দ্বারা কলিছার (পাদ্রী কাউন্সিল) সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনে সমবেত রাহেব ও নানগণ সমস্বরে বলে উঠল, এরাই সে মেয়ে এরাই সে মেয়ে।

প্রধান রাহেব ঃ ইসাবেলা ভুতলকক্ষে হস্তপদাদি লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। অভাগিনী এতই কঠিনপ্রাণ যে, যতই তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়, সে ততই অধিক ইসলামের প্রশংসা

করতে থাকে। আর এ অবস্থায় থেকেও আমাদের কথা সে গ্রহণ করবে কি, আমাদের ইসলামের তাবলগি করা হতে বিরত হয় না। যা হোক, এখন বলুন আপনারা কখন তার সাথে সাক্ষাৎ করবেন?

মীরানো ঃ আমরা নিরিবিলি তার সাথে আলাপ করতে চাই, যাতে খৃস্টধর্মের নিগুঢ় তত্ত্ব তাকে বোঝাতে সক্ষম হই। দু'একজন রাহেব ব্যতীত অপর লোক যেন আমাদের সঙ্গে না থাকে। এখন সূর্য অস্ত মিত প্রায়। রাত এক প্রহর অন্তে ইসাবেলাকে এ স্থানে আনা হোক, যেন প্রথমে আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে উপাসনায় ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি। সম্ভবতঃ তাকে বুঝ দিতে যাওয়ার প্রয়োজনও না পড়তে পারে এবং কুমারী মরিয়মের কৃপায় তার হৃদয় ক্রুশবিদ্ধ খোদাওন্দের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

প্রধান বাহেব ঃ আপনি যেমন আদেশ করবেন, আমরা তা পালন করবার জন্য প্রস্তুত। আমি এখনই সমস্ত রাহেবকে জানিয়ে দিচ্ছি, যেন তারা আপনাদের উপাসনা ও সাধনায় কোন রূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করে এবং আপনাদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে।

মীরানো ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তবে আমরা প্রথমে ভুতল কক্ষে প্রবেশ করে ইসাবেলার সাথে একটু সাক্ষাৎ করে আপন প্রিয় সহচরী হিসেবে কিছু অতি সাধারণ ব্যক্তিগত আলাপ করতে চাই, যদ্বারা তার মনটি একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে আশা করি। অতঃপর তাকে এখানে আনয়ন করে আমাদের আসল কাজ আরম্ভ করা যাবে। দেখুন, আমাদের খোদাওন্দের জননী (মরিয়মের মূর্তির প্রতি ইঙ্গিত করে) ইসাবেলাকে কোলে তুলে নেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমরা দৃঢ় আশা রাখি, ইসাবেলা এ পবিত্র কোলে আশ্রয় নিতে অস্বীকার করবে না।

অতঃপর দু'জন রাহেব ও তিন সহচারী ভুতল কক্ষের দিকে চলল ভুতল কক্ষের দরজা খুলে তারা সকলে তার ভিতরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হান্নানা ঃ ও! এত অন্ধকার!

রাহেব ঃ আমি এখনই আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আর একটু অগ্রসর হোন। আর লক্ষ্য রাখবেন, যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে না যান, কেননা এখানে মানুষের হাড়ের বিছানা পাতা আছে।

রাহেব সামনে অগ্রসর হয়ে বাতি জ্বালালো। বাতির আলোয় ইসাবেলার দৃষ্টি সহচরীদের উপর পতিত হওয়া মাত্র সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। মীরানো, মার্থা ও হান্নানার দৃষ্টি ইসাবেলার ওপর পতিত হওয়ার পূর্বেই সে দূর থেকে তাদের লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে বলে উঠল, "আস্‌সালামু আলাইকুম।"।

রাহেব ঃ ও অভাগিনী, মরদূদ বালিকা! গতকাল মুসলমানী কথার জন্য কত মার খেয়েছিলি, কিন্তু এখনও তোর সে অভ্যাসের পরিবর্তন হয়নি?

আস্‌সালামু আলাইকুমের আওয়াজ শোনা মাত্র তিন সহচারী এক সাথে হেসে উঠল। কিন্তু যখন তারা কাছাকাছি হল এবং ইসাবেলাকে লৌহশৃঙ্খলে জড়িত অবস্থায় দেখতে পেল, তখন তাদের সকলের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

মীরানো ঃ ভাল আছ তো ইসাবেলা ? বল তো এখানে কি চলছে ? সত্য হতে বিমুখ হওয়ার শাস্তি কিরকম হয় থাকে বুঝেছো ?

ইসাবেলা ঃ (সহাস্যে) সত্যই বলে মীরানো, সত্যের জন্য তো কোন কোন লোককে ক্রুশে লটকানো হয়েছে।

মীরানো ঃ আমরা এখানে তোমার সাথে আলাপ করতে আসিনি বরং এজন্য এসেছি যে, আমরাও তোমার পথই অবলম্বন করি।

একথা বলে সকল সহচারী এক সাথে খিলখিল করে হেসে উঠল এবং তাদের সাথে তাল মিলিয়ে রাহেবদ্বয়ও অট্টহাসিতে ভুতলকক্ষ প্রতিধ্বনিত করে তুলল।

মীরানো ঃ ইসাবেলা! আর কতদিন তুমি শয়তানের হাতে বন্দী থাকবে? দেখ, ধর্মত্যাগের দরুন সমগ্র কর্ডোভার খৃস্টীয়গণের মধ্যে কেমন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম পরিত্যাগ করে পুনরায় ক্রুশের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করাই তোমার জন্য উত্তম।

ইসাবেলা ঃ শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় ইসলামের আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুতে নেই। এটাই সে দুর্ভেদ্য কেল্লা, যার আশ্রয় অবলম্বন করলে মানুষ সমস্ত শয়তানের সাথে সাফল্যজনক সংগ্রাম করতে সক্ষম হয়। খৃস্টীয় হয়ে কোন মানুষ শয়তানের হাত হতে রক্ষা পেতে পারে, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। যদি তোমরা

বাইবেল অনুশীলন করে থাক, তবে তোমাদের নিশ্চয় জানা থাকা উচিত যে, শয়তানের হাত থেকে হাওয়ারীগণও নিস্তার পাননি। আর স্বয়ং যীশুও কোন কোন হাওয়ারীকে শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। যখন ঐ হাওয়ারীগণ শয়তানের হাত থেকে নিস্তার পাননি, যা স্বয়ং যীশু অর্থাৎ তোমাদের খোদার দৃষ্টির সম্মুখে থেকে ঐ খোদার নিকটেই শিক্ষালাভ করেছিলেন' তবে বর্তমান খৃস্টীয়গণ কি করে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে? কিন্তু ইসলাম বলে, "খোদার নেক বান্দাগণকে শয়তান স্পর্শও করতে পারে না। "কুরআন শরীফের ১৪ পারা, ২ রুকূ খুলে দেখ।

মীরানো ঃ তুমিত আবার সেই ঝগড়া আরম্ভ করেছ, যাতে একবার পাদ্রীগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছ আর খোদাওন্দের কৃপায় আমরা জয়লাভ করেছি। কাজেই এ ধর্মীয় আলাপ ক্ষ্যান্ত কর আর আপন দুর্ভোগের প্রতি লক্ষ্য কর। হায়, ইসাবেলা! তোমার উপর খোদাওন্দের এ শাস্তি যে, আজ বিশ্বের প্রধান পাদ্রীর একমাত্র কন্যা হয়েও তুমি শুয়ে আছ কন্টক শয্যায়, আর তোমার এমন কোমল দেহ শৃঙ্খলাবদ্ধ? খোদার শপথ, তোমার আপন অবস্থার উপর যদি তোমার দয়া না হয়, তবে অন্তত আমাদের অবস্থার উপর একটু দয়া কর।

ইসাবেলা কষ্ট হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যদি সত্যকে পরিত্যাগ করা বৈধ হতো, তবে খৃস্টীয় শহীদগণ কখনও শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করতেন না। যদি বিপদে পতিত হওয়া অসত্যের পরিচয় হয়, তবে অধিকাংশ খৃস্টীয়, যাদের জন্য 'কলীছা' গৌরবান্বিত, অসত্যে পরিগণিত হত, সত্য বলতে কি, তোমাদের এসব কথায় আমি এত দুঃখিত হয়েছি যে, কন্টকশয্যায় শয়ন এবং লৌহশৃঙ্খল পরিধান করেও আমি এত দুঃখ পাইনি। তোমরা আমাকে ব্যাথার উপর ব্যাথা প্রদান করতে এসেছ?

মীরানো ঃ (রাহেবের প্রতি) ইসাবেলা কথায় হার মানবার মেয়ে নয়। তবে এর একমাত্র চিকিৎসা আজ রাতে কুমারী মরিয়মের পবিত্র প্রতিমূর্তির সামনে একে আমাদের উপাসনা ও সাধনার বেষ্টনীর মধ্যে রাখা। তবেই দেখতে পাবেন, এক রাতেই তার রূপান্তর ঘটে যাবে এবং তার হৃদয় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর উপর নিবিষ্ট হবে।

রাহেব ঃ খোদাওন্দ যীশু এরূপই করুন। কিন্তু প্রকাশ্যে ইসাবেলাকে সত্যের প্রতি নিবিষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন মনে হচ্ছে।

মীরানো ঃ এটাই সাধারন নিয়ম যে, যে ব্যক্তি যত কঠিন হবে, তত শীঘ্রই সে ঈমান কবুল করবে। দেখুন পবিত্র 'পোল' খোদাওন্দ যীশুর কত বড় শত্রু ছিলেন বেং খৃস্টীয়গণকে তার হাতে কত নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তিনিই পরবর্তীকালে খৃস্টধর্মের স্তম্ভে পরিণত হয়েছেন এবং খোদাওন্দ যীশুর অনুগ্রহ তাঁর উপরই অবর্তীণ হয়েছে সর্বাধিক

রাহেব ঃ যথার্থ বলেছেন। খোদাওন্দ যীশু ইসাবেলার সাথেও এ ব্যাবহারই করুন এবং সে আপনাদের সাথে এসে মিলিত হোক।

মীরানো ঃ বেশ, এখন এ স্থান থেকে আমাদের চলে যাওয়া এবং সেই বৃহৎ কক্ষের মধ্যে বসে উপাসনার পস্তুতি গ্রহণ করা উচিৎ। দেখুন, রাত্র এক প্রহর অন্তে ইসাবেলাকে আমাদের নিকট পৌছিয়ে দেযার ব্যবস্থা করবেন এবং একজন নানকেও আমাদের সঙ্গে অবস্থানের অনুমতি দিবেন, যেন সে ইসাবেলার দেখাশুনা করতে পারে।

রাহেব ঃ উত্তম, নির্ধারিত সময়ে ইসাবেলাকে আপনাদের সম্মুখে পৌছিয়ে দেয়া হবে।

মীরানো ঃ আপনি স্বয়ং অথবা অপর কোন একজন রাহেব সারারাত আমাদের সঙ্গে অবস্থান করার কষ্টটুকু স্বীকার করবেন কি?

রাহেব ঃ সর্বান্তঃকরণে! কিন্তু আপনি জানেন যে, আমাদেরও সারারাত উপাসনা ও খোদার স্মরনে মশগুল থাকতে হয়।

মীরানো ঃ আপনার যেমন অভিরুচি। বিশেষ কোন প্রয়োজনও নেই। তবে সকালে আলাপ-আলোচনাকালে আপনি অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

রাহেব ঃ নিশ্চয়ই থাকব। আর সকালে শুধু আমি কেন, অপর রাহেবগণও আপনার বক্তব্য শুনবেন।

মার্থাঃ যদি খোদাওন্দ ইচ্ছা করেন, তবে রাতের মধ্যেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং সকালে আলোচনার কোনো প্রয়োজনই পড়বে না।

অতঃপর মার্থা, হান্নানা ও মীরানো রাহেবের সাথে ভূতল কক্ষ থেকে বের হয়ে এল এবং খানকার বৃহৎ কক্ষে পৌছে গেল। রাহেব ভুতল কক্ষ পুনরায় অর্গলাবদ্ধ করে দিল। রাতের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্ম সমাপনান্তে তিন সহচরী পুনরায় একবার খানকার সর্বত্র ঘুরে আসল এবং রাহেব ও নানগণ নৈশ সাধনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে মশগুল হলে তিন সহচর পুনরায় আপন কক্ষে গেল। খানকায় ভ্রমণ এবং নানদের সাথে আলোচনায় তাদের উদ্দেশ্য ছিল এমন একজন নানের সন্ধান, যে সর্বাধিক উপাসনাকারিণী হয়। আশানুরূপ নানের সন্ধান তারা পেয়ে গেল এবং রাত্রির কোন সময় সে উপাসনায় অধিক মশগুল হয়, তাও কথায় কথায় জেনে নিল।

রাত্রির এক প্রহর সময় প্রায় শেষ হয়ে আসল। তিন সহচরী চুপি চুপি বাক্যালাপে মশগুল। কামরার দরজা উন্মুক্ত হলো এবং সেই প্রথম রাহেব ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিন সহচারী তাকে দর্শন মাত্র দন্ডায়মান হয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল। কেননা, তিনিই খানকার সমস্ত রাহেবের নেতা। রাহেব কামরায় প্রবেশ করেই তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, ইসাবেলাকে ভুতল কক্ষ থেকে বের করে যথা সময়ে পৌঁছিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং একজন নানকেও সত্বরই এখানে পাঠান হবে।

মীরানো ঃ আপনি এমন একজন নানকে এখানে প্রেরণ করুন, যিনি সর্বাধিক উপাসনাকারিণী এবং রাত জাগরণকারিণী হন। আর তিনি প্রকৃত ওলীও হন। এই খানকায় এমন কোন নান আছেন কি?

রাহেব ঃ এই খানকায় যত নান আছেন, তাঁরা সকলেই অত্যাধিক উপাসনাকারিণী ও খোদাওন্দ যীশুর উদ্দেশ্যে তাঁরা কঠোর সাধনা করে থাকেন। কিন্তু সর্বাধিক নেক, উপাসনাকারিণী, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না ও কেরামতের অধিকারিণী জনৈক নান এখানে উপস্থিত আছেন-যার পরিচয় সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তিনি ফ্রান্সের রাজকন্যা 'আরকিয়া'। সম্পদ ও সিংহাসনে পদাঘাত করে কুমারী মরিয়মের উদ্দেশ্যে তিনি আপন স্বত্তাকে কুরবান করেছিলেন।

মীরানো ঃ উত্তম, আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। আমরা এমন একজন নানেরই প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, যিনি সারারাত আমাদের

সাথে অবস্থান করে উপাসনা করতে পারেন এবং আপন আধ্যাত্মিক শক্তি ইসাবেলার উপর প্রয়োগ করেন। তিনি কখনও কোন কেরামত প্রদর্শন করেছেন কি ?

রাহেব ঃ তাঁর কেরামতের খ্যাতি দূর-দূরান্তেও রয়েছে। আপনি কি আপনার পিতা মিখাইলের নিকট তাঁর সম্মন্ধে আলোচনা করতে শুনেননি? ব্যাস, তাঁর সম্বন্ধে এর দ্বারাই ধারনা করে নিন যে,তিনি তীব্র হলাহল পান করে ফেলেন, অথচ এর কোন প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। একদা এই খানকায় এক ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ এসে আরকিয়ার পায়ে পতিত হতে আমি স্বচক্ষে দর্শন করেছি।

মীরানো ঃ খোদাওন্দের নাম উচ্চ হোক। তবে আমাদের অভিযান সফল্ এখন আপনি আপনার বিশ্রাম কক্ষে গমন করুন এবং ইসাবেলা ও আকিয়াকে আমাদের নিকট প্রেরণ করুন।

অল্পক্ষণ পর তিন সহচরীকে ইসাবেলার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হল। রাহেব বললেন, ফ্রান্সের রাজকন্যা আরকিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আপন প্রাথমিক সাধনা সমাপনান্তে এখানে এসে পৌছবেন। এ সংবাদ জানিয়ে রাহেব চলে গেলেন। এখন ইসাবেলার সাথে তিন সহচরীর গোপন আলোচনার সুযোগ এসে যাওয়ায় তারা বেশ কিছু জরুরী আলোচনা করে ফেলল। ইসাবেলাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের বিভিন্ন তদবীরের উপর চিন্তা করা হল। এই দীর্ঘ মেয়াদী বিপদ থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইসাবেলাকে অল্প সময়ের জন্য খৃস্টধর্মটি শুধু মৌখিক স্বীকার করে লওয়ার বা অন্তত কিছুটা সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করার পরামর্শ দেয়া হলো। কিন্তু ইসাবেলা এ পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, "ইসলামের কারণে আমার উপর যে নির্যাতনই আসুক, ইনশাআল্লাহ তা আমার জন্য গোনাহের কাফ্ফারা ও ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ হবে। জালেমদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা যদি আল্লা করেন, তবে তার উপায়ও তিনিই করবেন। আর যদি তার সে ইচ্ছা না হয়, তবে তাঁর ফয়সালার উপর অপর কারো ক্ষমতা নেই।" অবশেষে নানা চিন্তা ভাবনার পর উথাপিত এক প্রস্তাবে ইসাবেলা সম্মতি জ্ঞাপন করল এবং তদনুযায়ী সকলে কাজ আরম্ভ করে দিল। সর্ব প্রথম তারা উপাসনায় লিপ্ত হল।

মীরানো দরুদ শরীফ পাঠে মশগুল হল আর মার্থা ও হান্নানা পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন দোয়ায় নিয়োজিত হল। কিছুক্ষণ পর ফ্রান্সের রাজকন্যা বিখ্যাত নান ও ওলী আরকিয়া কামরায় প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল।

আরকিয়া ঃ আমার বড়ই দুঃখ যে, ইসাবেলা খোদাওন্দের আঁচল পরিত্যাগ করে খোদাদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। জানি না শয়তান তার উপর কিভাবে এই প্রভাব জমাতে সক্ষম হল। আমি গতকালই স্বপ্নে মুসলমানদের বড় বড় আলেমগণকে জাহান্নামে জ্বলতে দেখেছি। এ অভাগিনীও তাদের দলভুক্ত হতে ইচ্ছুক!

সে যদি খোদাওন্দ যীশুর সত্যকে পুনরায় বক্ষে স্থাপন করে এবং কয়েকদিন আমার সাথে অবস্থান করতে পারে, তবে আমি তাকে খোদাওন্দ যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারি।

মীরানো ঃ নিশ্চয়ই, আমাদের আধ্যাত্মিক পিতার ঔরসজাত কন্যা হয়ে স্বধর্ম পরিত্যাগ করবে এটা বড় লজ্জার কথা। আজ আমরা আপনাকে এ জন্যই কষ্ট দিয়েছি যে, আপনি আপন আধ্যাত্মিক শক্তি ইসাবেলার উপর প্রয়োগ করে তাকে খোদাওন্দ যীশুর পদতেল টেনে আনুন। দলিল-প্রমাণের দ্বারা তো ইসাবেলাকে খামোশ করা সম্ভব নয়, এখন আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ায় তাকে নিশ্চিন্ত করা প্রয়োজন।

আরকিয়া ঃ উত্তম, আজ প্রার্থনা ও সাধনার মাধ্যমে ইসাবেলার হৃদয়কে কুমারী মরিয়মের প্রতি প্রত্যাবর্তিত করার চেষ্টা করা হবে। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, রাত শেষে হওয়ার আগেই সে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে। আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি যে, খোদাওন্দ যীশু ইসাবেলাকে কোলে তুলে নেয়ার জন্য স্বাগ্রহে তার দিকে হাত প্রসারিত করেছেন। আর ইসাবেলাও স্বানন্দে খোদাওন্দের কোলে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। আপনারা অধীর হবেন না। দেখুন, ভোর পর্যন্ত কি ঘটে। (এ সময় ইসাবেলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্থা ইঙ্গিতে নিষেধ করে দিল।)

আরকিয়া আপন কেরামত প্রকাশ করতেই পুনরায় দ্বার উন্মুক্ত হল এবং প্রধান রাহেব প্রবেশ করতঃ। মীরানোকে বললেন, যদি আপনি প্রয়োজনবোধ করেন, তবে আরও কতিপয় নান আপনার খেদমতে মোতায়েন করে দেই।

মীরানো ঃ ধন্যবাদ। আমাদের অন্য কোন নানের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি স্বয়ং রাতে মাঝে মাঝে এসে আপনার মূল্যবান পরামর্শ প্রদানে আমাদের পথ নির্দেশ করেন, তবে অশেষ অনুগ্রহ হব।

রাহেব ঃ উত্তম, আমি দু'দু' ঘন্টা অন্তর এসে আপনাদের খেদমতে হাজির হব এবং আপনার যে কোন আদেশ পালন করে যাব। (রাহেব চলে গেলেন এবং দ্বার বন্ধ করে দেয়া হল)।

রাত দ্বিপ্রহর হতে আর এক ঘন্টা বাকী। অতএব, সকলে উপাসনায় মশগুল হল। কুমারী মরিয়মের প্রতিমূর্তির সামনে আরকিয়া এবং দশ দশ পা দূরে অন্যান্য মেয়েরা নিজ নিজ উপাসনা বৈঠক নির্ধারিত করে নিল। মীরানো ইসাবেলার স্থান আপন সন্নিকটে নির্বাচিত করল যেন কোন জরুরী কথার প্রয়োজন হলে অনায়াসে বলতে পারে, অথচ অপর কেউ তা শুনতে না পারে।

উপাসনার অবস্থায় রাত একটা অতিক্রান্ত হলো। সকলেই উপাসনায় একান্ত তন্ময়। আরকিয়া আপন প্রাধান্যের উত্তেজনায় বিভিন্ন রকম ভাবভঙ্গী প্রকাশ করছে। কোন সময় উভয় হাত প্রসারিত করে এমনভাবে সামনে অগ্রসর হচ্ছে, যেন কাউকে আলিঙ্গন করতে চাচ্ছে। কোন সময় হা-হুতাস ও বিলাপ করে উঠছে, আবার কখনও উচ্চস্বরে চিৎকার করছে এবং পুনঃ পুনঃ বলছে, "ও খোদাওন্দ! তোমার নাম ধন্য হোক, আর পবিত্র আত্মা সত্ত্বর আমাদের সহায় হোন্"।

এমন সময় মীরানো হঠাৎ এক বিকট চিৎকার করে বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। ইসাবেলা আপন স্থানে অত্যন্ত গাম্ভীর্য সহকারে বসে রইল, কিন্তু আরকিয়া মার্থা ও হান্নানা তৎক্ষণাৎ তার নিকট পৌঁছল এবং তার মাথায় পানি ঢালতে লাগল্ আরকিয়া পানি ঢালতে নিষেধ করে বলল, মীরানো অবশ্যই খোদাওন্দের সাক্ষাৎ লাভ করেছে, আর আমাদের আজকের উপাসনা নিশ্চিত সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হবে। তোমরা অস্থির হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে, খোদাওন্দ স্বয়ং আমাদের খানকায় শুভাগমন করেছেন। খোদাওন্দেরও ক্রুশদন্ড বক্ষে ধারণ করতে তোমার আপত্তি আছে?" ইসাবেলা কোন উত্তর না দিয়ে নীরব রইল। তার নীরবতায় আরকিয়ার বিশ্বাস আরও

দৃঢ়তর হলে যে, নিশ্চয় খোদাওন্দ স্বয়ং অবতরণ করে ইসাবেলার উপর কৃপাদৃষ্টি করেছেন।

মীরানো অনুরূপ বেহুশ হয়ে পড়ে রইল। প্রধান রাহেব কামরায় প্রবেশ করলেন এবং স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠলেন, হায়! একি হল? আরকিয়া তার কাহিনী শোনাতে আরম্ভ করল এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে বলল, মীরানোর ভেতরে খোদাওন্দ অবতীর্ণ হয়েছেন। রাহেব আরকিয়ার কথা শোনা মাত্রই বিশ্বাস করলেন, কেননা তিনি আগে থেকেই আরকিয়ার বুজুর্গীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন। বহু চেষ্টার পর মীরানোর হুঁশ ফিরে এল। সুস্থ হওয়ার পর রাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মীরানো! বলুন, কি সংবাদ? কোন শুভ সংবাদ থাকলে সত্বর প্রকাশ করুন।

মীরানো ঃ এটা একমাত্র মহামতী আরকিয়ার বুজুর্গী ও কেরামত। এই মহা সম্মানিয়া মহিলার আধ্যাত্মিক শক্তিই পবিত্র আত্মার সাথে আমার সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়েছে।

আরকিয়া ঃ খোদাওন্দ যীশুর নাম উচ্চ হোক। ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর নাম ধন্য হোক।

রাহেব ঃ উত্তম, উত্তম! তা আপনি কি দেখলেন?

মীরানো ঃ আমি উপাসনায় মত্ত ছিলাম। হঠাৎ অত্যন্ত সুশ্রী ও সুদর্শন এক ব্যক্তি আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে এলেন এবং ইসাবেলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অতঃপর তাঁর চেহারা মৃদু হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

রাহেব ঃ ধন্য ! ধন্য!

মীরানো ঃ আমি ঐ ব্যক্তির আকর্ষণীয় চেহারা দেখছিলাম, অতঃপর তিনিও আমার প্রতি লক্ষ্য করলেন। আমি তাঁর চেহারায় জ্যোতিময় অক্ষরে লিখিত দেখলাম "পবিত্র আত্মা"। (এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইসাবেলার হাসির উদ্রেক হলো, কিন্তু ঐ হাসিকে সে সযত্নে কাশির অন্তরালে আচ্ছাদিত করল।)

আরকিয়া ঃ ও খোদাওন্দ, তোমার নাম ধন্য হোক।

মীরানো ঃ অতঃপর তিনি একটি শিশি বের করে তা হতে ইসাবেলার মাথার উপর কয়েক ফোটা জ্যোতির্ময় পদার্থ ঢেলে দিলেন।

রাহেব ঃ নিঃসন্দেহে তা ছিল ঈমানের ফোটা। ইসাবেলা! তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে।

মীরানো ঃ এরপর পবিত্র আত্মা আমাকে দুটি বাক্য বললেন......

রাহেব ঃ বলুন, কী সে বাক্যদুটি ?

মীরানো ঃ তিনি বললেন, কর্ডোভার দক্ষিণ প্রান্তে যে পবিত্র গির্জাদ্বয় বিরান অবস্থায় পড়ে আছে এবং যার ভেতরে পবিত্র আউলিয়াগণের অস্থি-কঙ্কালসমূহ যিয়ারতকারী ও বরকত প্রার্থীগনের জন্য রক্ষিত আছে, আমি সেখানে চললাম। আর দেখ, খোদাওন্দ সেখানে তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছেন এবং আপন বরকতময় হস্ত প্রসারিত করে আছেন।

আরকিয়া ঃ ক্রুশবিদ্ধ খোদাওন্দ! তোমার নাম উচ্চ হোক। পবিত্র মরিয়মের শপথ, কেমন মোবারক কাশ্‌ফ। আর আমিতো এই স্থানে পদার্পণ মাত্রই খোদাওন্দ কে দর্শন করেছিলাম। দেখলেন তো, মীরানোর কাশফ আমার কথাকে কিভাবে সত্য প্রমাণিত করল।

রাহেব ঃ বেশ, এখন পবিত্র আত্মার বর্ণিত দ্বিতীয় বাক্যটি বলুন।

মীরানো ঃ দ্বিতীয় বাক্য.....

রাহেব ঃ হাঁ, সত্ত্বর বলুন।

মীরানো ঃ দ্বিতীয় বাক্যটি এই স্থানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রাহেব ঃ পবিত্র আত্মা দ্বিতীয় বাক্যটি এই স্থানে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন কি?

মীরানো ঃ তিনি বলেছেন, এ কথাটি সব মানুষের সামনে প্রকাশ করবে না।

রাহেব ঃ বেশ, তবে এতটুকু বলুন যে, তা কি কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে বা কোন কাজ সম্বন্ধে।

মীরানো ঃ আমি এতটুকু বলে দিচ্ছি যে, তা আপনার সম্বন্ধে। পবিত্র পিতাঃ আপনি ধন্য! আমি কি জানতাম যে, খোদাওন্দের নিকট আপনার মর্যাদা এত উচ্চ!

যেহেতু রাহেব এবং রোমান ক্যাথলিক খৃস্টীয়গণ দৃঢ় বিশ্বাসী ও সুধারণাবান হয়ে থাকে, কাজেই অন্যান্য কথার মত রাহেব এ কথার উপরও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলল এবং আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল

হয়ে উঠল। আর মীরানোর মুখে 'আমি কি জানতাম যে, খোদাওন্দের নিকট আপনার মর্যাদা এত উচ্চে কথাটি শুনে ফ্রান্সের রাজকন্যা আরকিয়া রাহেবের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল এবং তার পায়ে মাথা ঘষতে লাগল্ খুশী ও আনন্দের প্রতিমা স্বরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দন্ডায়মান রাহেবও আপন মুখ হতে বানী নিঃসৃত করল, "বেটি! নিশ্চিত থাক। তুমিও আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।"

মোট কথা খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করতে করতে প্রায় দু'ঘন্টা কেটে গেল এবং প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর আরকিয়া রাহেবকে বলল-তবে এখন আমাদের কি করা কর্তব্য?

রাহেব ঃ খোদাওন্দের সন্ধানে ঐ স্থানে গমন করাই আমাদের কর্তব্য যে স্থানে যাওয়ার জন্য মীরানোর মাধ্যমে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। (ইসাবেলাকে উদ্দেশ্য করে) আরে বালিকা! প্রকৃতপক্ষে শুধু তোর কারণেই তো আজ আমাদের উপর পবিত্র আত্মার অবতরণ ঘটেছে। খোদাওন্দের সাক্ষাৎ লাভ মাত্র তুই অবশ্যই ওলী হয়ে যাবি এবং রাজা মহারাজাগণও তোর দুয়ারে ধরনা দিবে।

মীরানো ঃ আমাদের সেই পরিত্যক্ত গির্জায় যাওয়ার প্রয়োজন আছে কি, পবিত্র আত্মা যেখানে যাবার নির্দেশ করেছেন?

রাহেব ঃ অবোধ বালিকা! পবিত্র আত্মার নির্দেশ পাওয়ার পরও কি সেখানে গমন সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ রইল? রাত শেষে হওয়ার আগেই আমাদের সেখানে পৌঁছাতে হবে।

মীরানো ঃ বেশ তবে ইসাবেলাকে ভুতল কক্ষে আবদ্ধ রেখে সত্ত্বর সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোন।

রাহেব ঃ বাঃ, বেশ বলেছেন। যার কারণে পবিত্র আত্মা এ স্থানে শুভাগমন করেছেন, আর খোদাওন্দের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ লাভের সৌভাগ্য যার কারণে হল, তাকেই তোমরা এ স্থানে ছেড়ে যাবে? দেখ, ইসাবেলার উপর খোদাওন্দের বিশেষ অনুগ্রহ হয়েছে, যেরূপ অনুগ্রহ হয়েছিল চরম শত্রুতা অবলম্বন সত্ত্বেও পবিত্র পোলের উপর। কাজেই সত্ত্বর উঠে পড় এবং ইসাবেলাকে সঙ্গে নিয়েই সেই প্রাচীন গির্জায় চলো।

হান্নানা ঃ যদি ইসাবেলা রাস্তা থেকে ফেরার হয়ে যায়?

রাহেব ঃ (সাহাস্যে) পাগলী! তবে খোদাওন্দ তাকে আপন পবিত্র সান্নিধ্যে এমনিতেই আহ্বান করেছেন কি? খোদাওন্দের যেন এতটুকুও খবর নেই যে, যাকে তিনি স্বয়ং আহ্বান করেছেন সে পলায়নও করতে পারে।

আরকিয়া ঃ আমার মতে এখন দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়। কেননা পবিত্র আত্মা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হও। (আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করতঃ) এই তো আমি পবিত্র আত্মাকে দর্শন করছি। খোদাওন্দ। তোমার নাম ধন্য হোক।

রাহেব ঃ বেশ, আমি খানকার কয়েকটি গাধা আনিয়ে দিচ্ছি। ইতোমধ্যে তোমরা প্রস্তুতি সম্পন্ন কর। গাধাগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতি বিশিষ্ট। কাজেই আধ ঘন্টার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌছে যাবো। রাহেব কতিপয় পরিচালককে ডেকে গাধাগুলোকে বের করে আনতে আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ কাজে পরিণত হলো। রাহেব এই ভেবে আপন মনে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন যে ইসাবেলা সেখানে পৌছে খোদাওন্দের সাক্ষাৎ লাভ মাত্রই আপন পাপ হতে মুক্ত হয়ে পবিত্র ক্রুশদন্ড বক্ষে ধারন করে নিবে। আর ইসাবেলার জনক প্রধান পাদ্রী সাহেব রাহেবের এই কেরামত দর্শনে অবাক হয়ে যাবেন।

সকলেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ঈসাবেলা, হান্নানা, মার্থা, মীরানো, আরকিয়া এবং রাহেব তেজী গাধার পিঠে সওয়ার। মীরানোর আদেশে ইসাবেলাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সবাই চতুর্দিক হতে ঘেরাও করে চলল। পৌনে এক ঘন্টা সময় অতিক্রম হওযার পর তারা সবাই পীটার্সের প্রাচীন গির্জায় পৌছে গেল। এই গির্জায় ঐ সমস্ত খৃস্টীয় শহীদগণের লাশ এবং কঙ্কাল-অস্থি রক্ষিত হতো, যারা খৃস্টীয় জগতে উচ্চ মর্যাদাবান হন। এই স্থানে দূর-দূরান্তের খৃস্টয়গণ বিশেষতঃ খৃস্টীয় মহিলাগণ যিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আগমন করে (যেমন অজ্ঞ মুসলমানগণ আযমীর, পীরানে কালিয়ার এবং হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করে থাকে।)

সোবেহ সাদেকের এখনও অনেক বাকী। বিরান গির্জার ভয়ঙ্কর দৃশ্য বুকে ভয় ধরিয়ে দেয়। আরকিয়া এবং রাহেব গির্জায় প্রবেশ করে একেকটি বৃহৎ কঙ্কালের সম্মুখে পতিত হয়ে উচ্চস্বরে চীৎকার করে

কেঁদে বুক ভাসাতে লাগল্ কেননা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সোবেহ সাদেকের পূর্বেই খোদাওন্দের সাক্ষাৎ লাভ হবে এবং পবিত্র আত্মা তাদেরকে বুকে জুড়িয়ে ধরবেন।

একদিকে অন্ধকার রাতে করুণ বিলাপরোল, অন্যদিকে ইসাবেলা ও তার তিন সহচরী অন্যরূপ তদবীরে তৎপর। তারা সবাই অতি সন্তর্পণে প্রার্থনা ও বিলাপে তন্ময় রাহেবের পেছনে গিয়ে দাড়াল। অতঃপর তারা হঠাৎ একসাথে রাহেবকে ধরে তাদের কোমরে লুকানো শক্ত রশি ও ছেড়া কম্বলের টুকরোগুলো বের করে তার হাত-পা বেঁধে ফেলল এবং ঐ টুকরোগুলো তার মুখের ভেতরে ঠেসে ভরে দিল। বেচারা রাহেব এই আকস্মিক আক্রমণে একটু চীৎকার করবারও সুযোগ পেল না। আরকিয়া গির্জার অপর স্থানে রক্ষিত একটি কঙ্কালের সামনে খোদাওন্দের দর্শনাকাঙ্খায় সেজদায় পতিত হয়ে বিলাপে মশগুল। মীরানো তার নিকট গমন করে তার কানে কানে বলল, "পবিত্র বোন! সত্ত্বর আমার সঙ্গে এসো। খোদাওন্দের সাথে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দেই।"

এ কথা শোনামাত্র আরকিয়া এক লাফে উঠে দাঁড়াল এবং মীরানোর সাথে দ্রুত চললো। হঠাৎ রাহবেকে দূরাবস্থায় দেখে সে থমকে দাঁড়াল এবং চীৎকার করে বললো, হায় হায়! একি?

ইসাবেলা ঃ তুমি যার সাক্ষাতের আশায় এই স্থানে আগমণ করেছো, এ তোমার সেই খোদাওন্দ।

অতঃপর আরকিয়াকে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলল, "যদি তুমি প্রকৃত রূহ এবং কামেল ইনসানের সাক্ষাৎ পেতে চাও তবে বল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

মনে রেখ, তুমি তোমার মিথ্যা খোদাওন্দের সাক্ষাৎ কস্মিনকালেও পাবে না। অতঃপর চার সহচর তেজী গাধাটি চড়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান করল।

ফ্রান্সের রাজকন্যা, স্পেনের অন্যতম সাধু, আশ্চর্য কাশফ ও কেরামতের অধিকারিণী আরকিয়ার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও কাশফ-কেরামত যেন উধাও হয়ে গেল।

মোমবাতির ক্ষীণ আলোতে রাহেব কোন প্রকারে ইঙ্গিতে তাকে ডেকে আপন বন্ধন মুক্তির প্রার্থনা জানাল। আরকিয়া তার মুখের ভেতর হতে ছেঁড়া কম্বলের টুকরোগুলো টেনে টেনে বের করল এবং হাত পায়ের বন্ধন খুলে দিল। অতঃপর উভয়ে মিলে আকাশফাটা চীৎকার জুড়ে দিল। তাদের চীৎকার ধ্বনী শুনে যিয়ারত প্রার্থীগণ অন্যান্য কামরা থেকে বের হয়ে আসল। কিন্তু কোন ব্যাপার অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে দুই প্রধানের চীৎকারের সাথে তারাও সমবেদনার চীৎকার জুড়ে দিল।

এদিকে ইসাবেলা তার সহচারিগণসহ পিটার্সের প্রাচীন গির্জা হতে বের হয়ে দ্রুতগতি-বিশিষ্ট গাধায় আরোহনপূর্বক অতিদ্রুত সোজা ওমর লাহমীর গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। ওমর লাহমী সকল বৃত্তান্ত শুনে তাদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত দর্শনে শুকরিয়া আদায় করলেন এবং যিয়াদ ইবনে ওমরকে এ শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। তার গৃহ মজলিস যা প্রত্যাহ ইশার নামাযান্তে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আজ এক বিরাট সম্মেলনে পরিণত হল। ওলামা, কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, মোহাদ্দেস, মুফাচ্ছের ইত্যাদি সর্বশ্রেনীর জ্ঞানী-গুনীর সমাবেশ হলো। আজ অন্যান্য আলোচনা স্থগিত রেখে সকলেই মীরানো ও তার সহচরীদের বিজয়াভিযান কাহিনী তাদেরই মুখে শুনতে লাগলেন। সকলেই অধীর আগ্রহে উপবিষ্ট।

ওমর লাহমী, মীরানো, মার্থা, হান্নানা ও ইসাবেলাকে মজলিসে উপস্থিত করা হল। যেহেতু স্পেনের প্রায় সমগ্র মুসলমানই ইসাবেলা সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত ছিলেন এবং দুই তিন দিন পর পরই উক্ত মজলিসে তাদের সংবাদ ওমর লাহমীর মাধ্যমে পাচ্ছিলেন। কাজেই এ মজলিসে একই সময়ে তাদের সবাইকে জালেমদের হাত থেকে মুক্ত অবস্থায় একসাথে দেখতে পেয়ে সমবেত সুধী-মন্ডলীর মধ্যে খুশি ও আনন্দের এক বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেলো। তাদের অভিযানের সাফল্যে মীরানোর বুদ্ধি-কৌশলের উপর আশ্চার্যান্বিত হয়ে সবাই প্রশংসাবাদ ও মোবারকবাদ দিতে লাগলেন। অতঃপর প্রত্যেকে তাদের চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ কাহিনী শোনায় সর্বান্তঃকরনে মশগুল হলেন।

একটি গোপন সভা

গোপন সভাটির মজলিসটির অভ্যন্তরে প্রবেশের পুর্বে চলুন আমরা পির্টাসের প্রাচীন গির্জা এবং ইসাবেলা ও মীরানোদের ছেড়ে আসা খানকাটির অবস্থা একটু ঘুরে দেখে আসি।

এই চার সহচরী পির্টাসের গির্জা থেকে বের হয়ে গাধার পিঠে আরোহণ করতে ফেরার হয়ে গেল, তখন বেচারা রাহেব ও আরকিয়ার চীৎকারের সাথে সমবেদনার চীৎকার করতে করতে অন্যান্য যিয়ারত আকাঙ্খীগণ যখন বহু কষ্টে আসল ব্যাপার কিছুটা আঁচ করতে সক্ষম হল, তখন পুনরায় তারা মাথা চাপড়িয়ে ক্রন্দন করতে ও তাদের প্রথা অনুযায়ী খৃস্টীয় ওলীদের কঙ্কালের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে করুণ বিলাপ করতে লাগল। তাদের এ শোক প্রকাশের পালা সমাপ্ত হওয়ার পর যখন রাহেব ও আরকিয়ার হুঁশ-বুদ্ধি বহাল হল তখন যিয়ারত আকাঙ্খীগণের দুটি গর্দভে আরোহণ করে তারা খানকায় যাত্রা করল, খানকায় পদার্পন মাত্র খানকার সকল রাহেব ও নানগণ তাদের সম্বর্ধনার জন্য অগ্রসর হল, কিন্তু তাদের চেহারায় লজ্জা ও পরাজয়ের চিহ্ন দর্শনে তারা আশ্চার্যান্বিত হল। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি সাহস প্রদর্শন পূর্বক অগ্রসর হল এবং রাহেবকে এই বলে একটি চিঠি প্রদান করল যে, হুজুর! পবিত্র পিতা (প্রধান পাদ্রী) এ চিঠিটি পাঠিয়েছেন এবং বলেছেন এর জবাব সত্ত্বর নিয়ে আসবে।

রাহেব ঃ (আপন মস্তকে করাঘাত করে) হায়! আমি কি প্রকারে পবিত্র পিতাকে মুখ দেখাব? আফসোস, অভিশপ্ত শয়তান আমাদের প্রবঞ্চিত করেছে। এ শয়তান, খোদাওন্দকেও যে বিনা পরীক্ষায় ছাড়েনি। খবীশ ইসাবেলা! আর হে অভিশপ্ত বালিকার দল! তোদের উপর আরও অভিশাপ বর্ষিত হোক। হে শয়তানের দল! তোরা নিজেরাই গোল্লায় গিয়েছিস। হে খোদাওন্দ! তুমি স্বয়ং দেখেছো যে, তোমার পবিত্র বান্দাগণের সাথে কিভাবে ছলনা করা হয়েছে।

প্রধান রাহেবের বিলাপ শুনে খানকার অন্যান্য সমস্ত রাহেব আজ মোহগ্রস্ত অবস্থায় একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রাহেব প্রধান পাদ্রীর চিঠি প্রকম্পিত হাতে খুলে পড়তে শুরু করে ঃ

“ইসাবেলাকে উপদেশ প্রদান করে পুনরায় পথে আনয়নের জন্য তার তিন সহচরী খানকায় গিয়েছিল, যার খবর আমি পূর্বেই তোমাদের জানিয়েছিলাম। আমার ধারণা ইসাবেলাকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। যদি এখনও তার পূর্বাবস্থা বহাল থাকে, তবে তাকে ইনকুইজিশান্তে সোপর্দ করে দাও, এর জন্য অজ সন্ধ্যায় আমি কয়েকজন জোয়ান তোমাদের নিকট পাঠাচ্ছি। তোমরা ইসাবেলাকে তাদের হাওয়ালা করে দিবে। এখন তোমরা মীরানো, মার্থা ও হান্নানাকে আমার কাছে পৌছিয়ে দাও। এমন যেন না হয় যে, শয়তান তাদেরও পরাস্ত করে ফেলে, অতঃপর তারাও ইসাবেলার ফাঁদে আটকে যায়।

চিঠি পড়ে পুনরায় রাহেবের চীৎকার ও বিলাপ শুরু হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর কান্নাকাটি শেষ করে সে বলতে থাকে, “আমি এর কি উত্তর দিব বরং আমি নিজেই পবিত্র পিতার সমীপে হাজির হয়ে নিবেদন করে আসি যে, কি প্রকারে শয়তান মহৎ ব্যক্তিগণকেও ছলনা করে থাকে।” এ কথা বলে রাহেব আরকিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রধান পাদ্রীর বাড়িতে যাত্রা করল্ সেখানে পৌছে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত কেঁদে কেঁদে তাকে শোনাল। তিনি প্রস্তর মূর্তির ন্যায় নীরব থেকে সব কিছু শুনলেন।

অতঃপর বললেন,

প্রধান পাদ্রী ঃ যখন আমি তোমাদেরকে এই নিদের্শ প্রদান করে পত্র দিলাম যে, তোমরা সর্বদা ইসাবেলার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে, তা সত্ত্বেও তোমরা মেয়েদের প্রবঞ্চনায় কেন পড়লে? আর মীরানোর মিথ্যা কাশফে বিশ্বাস করে কেন খানকা পরিত্যাগ করলে? যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীনই হয়েছিলে, তবে আমাকে কেন খবর দিলে না?

রাহেব ঃ পবিত্র পিতা ! নিঃসন্দেহে আমি ভুল করেছি এবং শয়তানের ধোকায় পতিত হয়েছি।

পাদ্রী ঃ বেশ তবে বল, খানকায় অবস্থানকারী কোন কোন রাহেব ও নান ঐ শয়তান মেয়েদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল।

রাহেব ঃ ষড়যন্ত্রে কেউ যুক্ত ছিল না। কেননা আমরা সাবধানতা স্বরূপ ইসাবেলা ও তাদের সহচারীদের ব্যাপারটি কাউকে জানতে দেইনি। শুধু আমি আর আরকিয়া, যার পবিত্রতা সমগ্র জগত স্বীকার করে, এই ব্যাপারে জড়িত ছিলাম।

পাদ্রী ঃ (আপন পরিচালককে) মিখাইল ও পীটার্সকে এই মুহূর্তে ডেকে আন। তাদের বল, সব কাজ বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে চলুন।

পরিচালক চলে গেল্ কিছুক্ষণ পর মিখাইল, পিটার্স এবং আরও দু'তিনজন পাদ্রী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে প্রধান পাদ্রীর বাড়ি পৌঁছল। তিনি মিখাইলকে বললেন ঃ

পাদ্রী ঃ আমার কন্যা ইসাবেলার সাথে আপনার নন্দিনী মীরানোও উধাও।

মিখাইল ঃ হায় পবিত্র পিতা! আপনি কি বললেন!

পাদ্রী ঃ শুধু ইসাবেলা আর মীরানোই নয় বরং হান্নানা এবং মার্থাও খানকা ওয়ালাদের ধোকা দিয়ে প্রস্থান করেছে।

মিখাইল ঃ পবিত্র পিতা! সত্ত্বর ব্যক্ত করুন কি ঘটনা ঘটেছে। প্রধান পাদ্রী রাহেবকে নির্দেশ দিলেন, সম্পূর্ণ ঘটনা এদের শোনাও। রাহেব পুনরায় কেঁদে কেঁদে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। শ্রবণ করে মিখাইল এবং পীটার্সও কাঁদতে লাগলেন।

পাদ্রী ঃ কেন কাঁদছো, অভিশাপ ও ধিক্কার প্রদান কর মেয়েগুলোর উপর। আফসোছ! ইসাবেলা ইনকুইজিশানের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

মিখাইল ঃ পবিত্র পিতাঃ এতো সাধারন ব্যাপার নয়্ সমগ্র কর্ডোভায় খৃীস্টিয়গণের সাংঘাতিক দুর্নাম হবে। আর আমাদের মুখ দেখাবারও স্থান থাকবে না।

পাদ্রী ঃ রাহেব এখন এই মেয়েগুলো কোথায় আশ্রয় নিয়েছে অনুসন্ধান কর। এই মুহূর্তে থেকে আমাদের এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে।

প্রধান পাদ্রীর নির্দেশনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গেল। আজকের আলোচনার পর তৃতীয় দিন রাতে কর্ডোভার ক্যাথিড্রেলে শহরের সমস্ত পাদ্রী এবং বিশিষ্ট উদ্দমী খৃস্টিয়গন সমবেত হতে লাগল। ইতোপূর্বে

অতি সংগোপনে সকলকে এই সর্ববৃহৎ গির্জায় সমবেত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকাশ্যে কোন সম্মেলনের লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। কারণ ছিলনা কোন অতিরিক্ত আলোর ঝলমলানি, না ছিল বিছানা-ফরাশ-চাঁদোয়ার টানাটানি অথবা কোন সুদর্শন ক্রুশদন্ড বা পতাকার প্রতিষ্ঠা। লোকেরা অতি সাধারণ অবস্থায় আনাগোনা করছিল এবং অত্যন্ত নীরবতার সাথে গির্জার 'হলরুমে' প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ ক্রুশদন্ডের সামনে বসে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল এই বিশিষ্ট 'গোপন সভায়' যোগদান করার বিশেষ নিয়ম পদ্ধতিও সকলকে গোপনীয়তার সাথে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

বৃহৎ ক্রুশদন্ডে যীশুর প্রতিমূর্তি ঝুলন্ত অবস্থায় রক্ষিত ছিল এবং নিম্নে কুমারী মরিয়মের প্রতিমূর্তি অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত চেহারায় উভয় হাঁটু ভর করে দন্ডায়মান অবস্থায় উপাসনায় নিমগ্ন দেখা যাচ্ছিল। ক্যাথিড্রেলের সম্পূর্ণ দেয়ালে অংকিত অতীত যুগের খৃস্টিয় ওলী-দরবেশ এবং হাওয়ারীগণের প্রতিচ্ছবিগুলো রোমীয় ও মিশরীয় 'এলবামের রূপধারণ করেছিল। এই দেয়াল সমুহের নিম্নদেশে আহুত খৃস্টিয়গণ সসম্ভ্রমে নীরবে এসে বসে পড়ছিল। নান বা ঐ সব কুমারী, যারা রাহেবগণের চিত্তবিনোদনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহৃত হত, তাদেরকে পাদ্রীগণের ভিড়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল। ইসাবেলার পিতা প্রধান পাদ্রী এই ক্যাথিড্রেলের সর্বেসর্বা। তিনি নেহায়েত সৌজন্যের সাথে আগন্তুকদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন। সবকিছুই হচ্ছিল, তবুও নীরব শৃঙ্খলা এরূপ ছিল যে, বাহির থেকে কারো এতটুকু উপলব্ধি করার উপায় ছিল না যে, ভিতরে কিছু হচ্ছে। এতদূর সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও এই অত্যন্ত গোপন সভার খবর সজাগ মুসলমানদের নিকট পৌছে গেল। পাদ্রীদের গোপন রহস্য আর গোপন থাকল না। প্রধান পাদ্রী এবং মিখাইল দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যৎসাহী খৃস্টীয়গণকে ইঙ্গিতে নীরব থাকার নির্দেশ প্রদান করছিলেন। ক্যাথিড্রেলে কয়েক হাজার লোক সমবেত। কিন্তু প্রধান পাদ্রী তখনও আরো লোকের জন্য অপেক্ষমান। ক্যাথিড্রেলে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তির ঠিক সামনে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি আপন পার্শ্ববর্তীকে ফিস্ ফিস্ শব্দে বললঃ

খোদাওন্দের নাম ধন্য হোক। দেখুন এই একটি 'ইনভেলাপ' যা পবিত্র পিতার হাতে প্রদান করা আমার দায়িত্ব এবং সভার কাজ আরম্ভ হওয়ার পুর্বক্ষণে এই দায়িত্ব পালন করতে আমি বাধ্য। কিন্তু অধ্যাপক মিখাইল কতিপয় ব্যক্তির নিকট একটি গোপন সংবাদ এখনই পৌছানোর আদেশ আমাকে দিয়েছেন। অতএব যদি আপনার একটু সাহায্য পাই এবং পবিত্র পিতার শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এই ইনভেলাপটি তার হাতে প্রদান করেন তবে বড়ই অনুগ্রহ হব।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঃ আমি স্বানন্দে তা করতে প্রস্তুত্ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পবিত্র পিতা বক্তৃতা মঞ্চে পৌছা মাত্র আমি এটি তাঁর হাতে প্রদান করব।

প্রথম ব্যক্তি ঃ অশেষ শুকরিয়া। বেশ আমি এখন আমার অপর দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি।

এ কথা বলে প্রথম ব্যক্তি ক্যাথিড্রেল থেকে বের হয়ে চলে গেল। গির্জায় সমস্ত পাদ্রী ও খৃস্টিয়গণের দ্বারা সম্পূর্ণ ভর্তি। তিল পরিমাণ জায়গাও আর বাকী নেই। প্রধান পাদ্রীও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, কোন আগন্তুকও আর বাইরে নেই। অতঃপর অনুসন্ধান করা হল, কোন মুসলমান এখানে রয়েছে কিনা। অধিকাংশ পাদ্রী সভায় ঘুরে ফিরে অনুসন্ধান করল। একে একে সম্পূর্ণ আগন্তুককে উত্তমরূপে দেখে-শুনে এ বিষয়েও নিশ্চিন্ত হল। এখন পুনরায় আদেশ করা হল, ক্যাথীড্রেলের সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হোক। খৃস্টিয়গনের উৎসাহ-উদ্দীপনা এই রূপ ছিল যে, যদি তাদেরকে শান্ত এবং নীরব থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া না হত, তবে এই সভা এক তুমুল ঝড়ের রূপ ধারন করত। অধিক সাবধানতার তাগিদে কতিপয় নির্ভরযোগ্য লোক গির্জার বাইরে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে যেন বাইরের কোন লোক সভার কার্যধারা সম্পর্কে কিছু জানতে না পারে। সব রকম ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর প্রধান পাদ্রীর সাথে মিখাইল এবং আরও দশ বার জন বিশিষ্ট পাদ্রী মঞ্চের উপর এসে দাড়ালেন। সে মুহুর্তে প্রথম সারি থেকে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং নীরবে ও সসম্ভ্রমে এক ইনভেলাপ প্রধান পাদ্রীর হাতে প্রদান করল। তা খুলে দেখার পূর্বেই প্রধান পাদ্রী সৌহার্দ্যপূর্ণ স্বরে বললেন, বৎসগণ! আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক উদ্দেশ্যে তোমাদের এই স্থানে আগমন করার

কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। যা অধ্যাপক পাদ্রী মিখাইল তোমাদের সামনে সবিস্তারে পেশ করবেন। তোমরা শান্তভাবে পাদ্রী সাহেবের বক্তৃতা শোন।

অতঃপর পাদ্রী মিখাইল বক্তৃতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে দাড়ালেন এবং প্রধান পাদ্রী সাহেব আপন আসনে উপবিষ্ট হয়ে ইনভেলাপটি খুলে পড়া মাত্র পাদ্রী সাহেবের কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফুর্ত এক আর্তচীৎকার নির্গত হল এবং তিনি এক লাফে দাঁড়িয়ে গেলেন। অত্যন্ত ক্রোধে তাঁর সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপতে লাগল। সভাস্থ সম্পূর্ণ লোক আশ্চর্যান্বিত হয়ে প্রধান পাদ্রীর প্রতি তাকিয়ে রইল এবং মিখাইলকেও তাঁর ক্রোধের সামনে বক্তৃতা ক্ষ্যন্ত করতে হল। প্রধান পাদ্রী বলতে শুরু করলেন।

দেখ, এখনই কে যেন আমার হাতে ইসাবেলার এই চিঠি প্রদান করল, যাতে সে আমাদের সবাইকে ইসলাম কবুল করার জন্য আহ্বান করেছে। এই চিঠি আমার হাতে কে দিয়েছে?

জনৈক খৃস্টিয় ঃ পবিত্র পিতা! আমি দিয়েছি। কিছুক্ষণ পুর্বেই এক ব্যক্তি এটা আপনার হাতে দেওয়ার জন্য......।

বেচারা তার কথাটি পূর্ণ করার আর সুযোগ পেল না। চতুর্দিক থেকে এক তুমুল তান্ডব শুরু হয়ে গেল এবং তার উপর লাথি, ঘুষি, কিল, চড় অজস্রধারায় বর্ষিত হতে লাগল। হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে আর পালাক্রমে প্রত্যেকের লাথি ঘুষি, কিল, বেচারার উপর যেন কেয়ামত শুরু হয়ে গেল। সে যতই চীৎকার করে বলছিল যে, আমি নির্দোষ, এ ব্যাপারে আমার কোনই দোষ নেই; কিন্তু এই উত্তেজনাময় তুমুল ঝড়ের দাপটে তার সেই করুণ ক্ষীণ আওয়াজ কারো কানে পৌছা সম্ভব ছিল না। মার খেয়ে বেচারা যখন বেহুঁশ হয়ে পড়ল তখন তাকে পায়ে ধরে টেনে নিয়ে ক্যাথিড্রেলের এক ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হল। অতঃপর সভার শোরগোল বহু চেষ্টায় প্রশমিত হল। প্রধান প্রাদ্রী দাড়িয়ে বললেন ঃ

মনে হয় অপরাধী মুসলমান। আমাদের পবিত্র পোষাক পরিধান করে আমাদেরই আকৃতি ধারণ করে গুপ্তচর বৃত্তি করতে এসেছে। সে যাই হোক, তার সম্বন্ধে যা করণীয়, আগামীকাল দেখা যাবে। এখন চিন্তার বিষয় হল যাদের খৃস্টধর্মের ছায়ায় আনার জন্য এই সভা

আয়োজন করা হয়েছে, তারাই আমাদের ইসলাম রূপ (নাউযুবিল্লাহ) খুনী ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছে। এখন বল, আমরা কিভাবে তাদের উদ্ধার করে আনার কাজে সফল হতে পারি, আর তাদের ফিরিয়ে আনার কি ব্যবস্থা হতে পারে?

মিখাইল দাড়িয়ে বললেন, ভাইসব! যে উদ্দেশ্যে এই গুপ্ত সভার আয়োজন করা হয়েছিল, ইসাবেলার এই সদ্য লিখিত চিঠি সে উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ বানচাল করে দিয়েছে। অতঃপর ধৈর্য অবলম্বন এবং দোয়া ব্যতীত আমাদের আর কী করার আছে যে, খোদাওন্দ হয়তো তাদের আপন আশ্রয়ে স্থান দিন নতুবা অতি সত্ত্বর জাহান্নামে প্রেরণ করুন।

প্রধান পাদ্রী বললেন, ঐ লোকটিকে এখানে একটু আন সম্ভবত ঃ উপযুক্ত চাপ প্রদান করলে তার কাছ থেকে কিছু গোপন তথ্য উদ্ধার করা যেতে পারে। যদিও আমরা জানি যে, মুসলমান বহু কঠিন প্রাণ হয়ে থাকে এবং সহজে তারা গোপন কথা প্রকাশ করতে রাজী হয় না। তথাপি সে এখন আমাদেরই মুঠোয় আবদ্ধ, হয়তো ভীতি প্রদর্শনের সাহায্যে আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। অতঃপর ঐ অপরাধীকে ক্যাথিড্রেলের কক্ষ থেকে বের করে আনা হল্ বেচারা আঘাতে আঘাতে অসাড় হয়ে পড়েছিল। প্রধান প্রাদ্রী তার চেহারার প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে পুনরায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, সর্বনাশ! এ যে, আমরই ভ্রাতুষ্পুত্র, শেমালী গির্জার পাদ্রী!! হায় হায়, এর তো শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

মোট কথা যখন প্রহৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হল, তখন সব পাদ্রীর অন্তরে আঘাতের উপর আঘাত পড়তে লাগল্ দ্বিতীয় দিন যখন তার হুঁশ ফিরে আসল, তখন সে প্রকৃত ঘটনা তাদের নিকট বর্ণনা করল যে কি প্রকারে এক ব্যক্তি ঐ চিঠি তার হাতে প্রদান করে দুত প্রস্থান করেছিল। তার মুখে এ ঘটনা শুনে পাদ্রীগণ মন্তব্য করল যে, এটা মুসলমানদের চক্রান্ত। অতএব তারা ইসাবেলা ও তার সহচারীদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল। গভীর রাতের গোপন সভাও নিস্ফল হয়ে গেল এবং গোলযোগের কারণে আর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সম্ভব হল না। ইসাবেলা গোপন সভার সকল পাদ্রীকে

ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তার পিতা প্রধান পাদ্রীর নিকট যে পত্র দিয়েছিল, তা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন-

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আসমান, জমিন এবং বিশ্ব মখলুকাতের সকল অনুপরমাণু আপন অসীম কুদরতে সৃষ্টি করেছেন। আর যিনি দৈহিক ব্যবস্থাপনার সাথে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত করে দিয়েছেন ওহী (ঐশীবার্তা) এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণকে প্রেরণ করে। অতঃপর হাজার হাজার দরূদ এবং সালাম সেই পবিত্র পয়গাম্বরের উপর, যিনি আগমন করে বিশ্বমানবকে ভ্রান্তির পথ ও অজ্ঞতার অন্ধকার অপসারিত করে তাদের আধ্যাত্মিক সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন এবং আমাদের চরম ও পরম সাফল্যের জন্য সেই সহজ ও সরল পথের নির্দেশ করেছেন, যে পথে সকল আম্বিয়া ও সৎ লোকগণ চলেছেন এবং যে পথ অবলম্বনকারী ব্যক্তি খোদার নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। আর তার চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয়।

শ্রদ্ধেয় পিতা! আমাকে আপনার অবগতির জন্য বলতে হচ্ছে যে, বহু চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। কেননা আমার অনুসন্ধানে একমাত্র এই ধর্মকেই আমি বাড়াবাড়ি ও বিকৃতি মুক্ত ও বিশুদ্ধ পেয়েছি। খৃস্ট ধর্মকে আমি এজন্য পরিত্যাগ করেছি যে, তা বাড়াবাড়ি ও বিকৃত এবং নবী-রাসূলগণের শিক্ষার বিরোধী প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নে কিছু বিষয়ে উভয় ধর্মের শিক্ষাকে তুলনা করে দেখান হল। আশা করি এর দ্বারা আপনার দৃষ্টিতে প্রকৃত সত্য তথ্য প্রস্ফুট হবে।

১. ইসলাম শিক্ষা দেয়, খোদা আপন স্বত্ত্বা ও বৈশিষ্টে একক ও অদ্বিতীয়। তিনি অতুল্য এবং সর্ব সৌন্দর্য ও কামালাতের মালিক। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, খোদা এক, তিনি পরোয়াহীন এবং পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত। তিনি কারো পুত্র নন, কারো পিতা নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরস্থায়ী ও চিরঞ্জীব। তিনি নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং

সর্বাধিক জৈবিক প্রয়োজন থেকে পবিত্র। তাঁর পূর্ণ পরিচিতি ও প্রশংসা বর্ণনা করার ক্ষমতা কারো নেই। আপনি কুরআনে হাকীম অনুশীলন করুন, প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পাবেন। এর বিপরীতে খৃস্ট ধর্মের আকীদা হল, খোদা এক নয় বরং তিন, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। "হযরত ঈসা (আ.) খোদার একামাত্র পুত্র, আবার তিনিই খোদার ন্যায় অনাদি অনন্ত স্রষ্টা। অথচ বাইবেলেও লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) পানাহার, নিদ্রা, তন্দ্রা, আবহাওয়া সবকিছুরই মুখাপেক্ষী ছিলেন এবং যাবতীয় মানবিক প্রয়োজনের তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন।" যদি খোদাও মানুষের মত সকল জিনিসের মুখাপেক্ষী হন, তবে তাঁর খোদা হওয়ার যোগ্যতা কোথায় এবং খোদা ও মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য রইল? পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষিত হয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদা অথবা খোদার পুত্র বলে অভিহিতকারীগণ অংশীবাদী (মুশরেক) এবং অবিশ্বাসী (কাফের)। আর খৃস্টীয়গণ ঈসা (আ.) কে খোদা অভিহিত করে খোদার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে, হযরত মূসা (আ.), দাউদ, সোলায়মান, আইয়ুব, হুদ ও অন্যান্য নবীগণের ন্যায় হযরত ঈসা একজন নবী মাত্র। তিনি ইনসান এবং মখলুক ছিলেন্ উপাস্য (মাবুদ) ছিলেন না বরং উপাসক ছিলেন। এখন আপনিই চিন্তা করুন যে, কুরআনের ফয়সালা কেমন পরিষ্কার এবং জ্ঞানীজন-মনঃপূত আর খৃস্টধর্মের আকীদা কিরূপ পেঁচালো ও গ্রহণ অযোগ্য।

২. ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানব স্বভাবতঃ নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে জন্ম নেয়। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর অন্য লোকেরা তাকে বিপদগামী করে। তদুপরি প্রত্যেক মানুষকে খোদা এ ক্ষমতা দান করেছেন যে সে খোদার আদেশাবলী পালন করতে এবং তাঁর নিষেধ সমূহ হতে বেঁচে থাকতে পারে। কুরআনে বলা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) কোন পাপ করেননি এবং সকল পয়গম্বর বে-গোনাহ

নিষ্পাপ ছিলেন। অতএব ওয়ারিশ সুত্রে গোনাহগার হওয়ার বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং শয়তানের গঠিত মতবাদ। খৃস্ট ধর্ম বলে, প্রত্যেক মানব স্বভাবতঃ এবং জন্মগত গোনাহগার। এমনকি নবীগণও গোনাহ করেছেন, আর হযরত আদম (আ.)-এর গোনাহ সমস্ত মানবকে গোনাহগার করে দিয়েছে। এ শিক্ষা, জ্ঞান ও স্বভাবের কত পরিপন্থি তা স্পষ্ট। কেননা গোনাহ করলেন হযরত আদম (যদিও এ কথা কোনই প্রমাণ নাই) আর শাস্তি ভোগ করতে হয় সমস্ত মানবকে। অতএব এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষাই সঠিক এবং বিশুদ্ধ। আর এই ফয়সালাই জ্ঞান, স্বভাব ও সমস্ত আম্বিয়ার শিক্ষার অনুকূল।

৩. কুরআনে হাকীম কর্ম অর্থাৎ আমলের উপর যে রূপ জোর দিয়েছে এবং মানবকে যে পরিমাণ উত্তম ও সুন্দর চরিত্র শিক্ষা দিয়েছে তার নজীর কোন ধর্মেই দেখা যায় না। ইসলাম বলে, মানুষ আপন প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করবে এবং আপন সৎ কর্মেরই সুফল ভোগ করবে। সে বলে, এটাই সমস্ত আম্বিয়ার শিক্ষা। (সূরায়ে নজম ৬ রুকু খুলে দেখুন, কোন ব্যক্তি অপর কোনও ব্যক্তির বোঝা বহন করবে না, বরং প্রত্যেক মানুষ নিজেই আপন কর্মের জিম্মাদার হবে) ইহাই ঐ পবিত্র শিক্ষা যা মানব প্রকৃতিতে সভ্যতা শিক্ষা দেয় এবং সৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। খৃস্ট ধর্মের শিক্ষা হল, হযরত ঈসা (আ.) সমস্ত গোনাহগার মানুষের গোনাহের বোঝা নিজ কাঁধে বহন করে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। আর অপরের গোনাহের প্রায়শ্চিত্ত নিজে করেছেন। গোনাহ করল দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ, আর শাস্তি প্রদান করা হল খোদার একামাত্র পুত্রকে, যিনি গোনাহ হতে পবিত্র। এর শিক্ষা একদিকে মানুষকে অকর্মন্য, অযোগ্য ও পঙ্গু করে দেয়, অপরদিকে তার নিজের কাছেই নিজের কোন বিশ্বাস বা মূল্যবোধ থাকে না। (কেননা যেখানে সত্য-অসত্যের কোন বিচার নেই, আত্ম মূল্যবোধ সেখানে থাকতেই পারে না।) আর এ রূপেই আমল বা কর্মের মর্যাদা তার দৃষ্টি

হতে পতিত হয়ে যায়। এ প্রকার বিশ্বাসের দরুন খোদার পবিত্রতার উপরও কলঙ্ক আরোপিত হয়।

৪. কুরআন জগতে শুভাগমন করে সত্যকে উদঘাটি করেছে। ঐ সকল সত্য যা যুগ-যুগান্তর ধরে বিস্মৃতির অন্তরালে আচ্ছাদিত ছিল এবং যার উৎস সমূহকে ঘোলাটে করে দেয়া হয়েছিল। কুরআনে হাকীম সমস্ত আম্বিয়ার মহত্ত্ব ও বুজুর্গী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁদের উপর আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ক সমূহকে বিদুরিত করেছে। তাঁদের আনীত কিতাব সমূহের মধ্যে রদবদলের যে সব অপকর্ম করা হয়েছে, কুরআন তা প্রকাশ করে দিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটি খুলে ধরেছে। খৃস্ট ধর্মের বন্ধুরূপী শত্রুগণ হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর সে সব ভিত্তিহীন মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করেছিল। কুরআন তার প্রতিবাদ করেছে এবং এটা একমাত্র ইসলামেরই অনুগ্রহ। কুরআন হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর আসলরূপে জগৎ সম্মুখে পেশ করেছে, আর ইহুদী ও খৃস্টয়গণ কর্তৃক আরোপিত কলঙ্কসমূহ হতে তাঁকে পবিত্র করেছে। পক্ষান্তরে খৃস্টীয়গণ আম্বিয়া (আ.) গণকে মিথ্যা, ব্যভিচারী এমনকি হত্যার অপরাধেও অপরাধী করেছে। আর হযরত ঈসা (আ.)–এর চরিত্রকে এমন বীভৎসরূপে বর্ণনা করেছে যে, যদি ইসলাম শুভাগমন করে প্রকৃত সত্য প্রকাশ না করত তবে কোন ব্যক্তি তাঁকে একটি সাধারণ চরিত্রবান বলেও স্বীকার করতে প্রস্তুত হত না। এটি ইসলামের এমন একটি বিরাট অনুগ্রহ যে, খৃস্ট জগত কেয়ামত পর্যন্তও এর প্রতিদান দিতে অক্ষম। খৃস্টীয়গণ তাদের বাইবেলকে শুধু পরিবর্তনই করেনি বরং যিশুর নাম দিয়ে শত শত বাইবেল রচনা করেছে। আজ আমাদের সামনে ঐ সব কৃত্রিম, জাল এবং মিথ্যা বাইবেল পেশ করা হয়, যার সাথে হযরত ঈসা (আ.)-এর দূর-দূরান্তেরও সম্পর্ক নেই। কুরআন এসে দাবী করেছে যে, আমার অভ্যন্তরে সকল আসমানী কিতাব রক্ষিত আছে এবং সকল নবীর পবিত্র শিক্ষা আমার মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে রয়েছে। অতএব আমি আপনাকে

এবং পাদ্রী সাহেবগণকে ঐ কুরআনের প্রতি দাওয়াত প্রদান করছি, যে কুরআন খৃস্টীয়গনের মর্যাদা দুনিয়ার বুকে বাকী রেখেছে এবং যা একই সময়ে সকল আম্বিয়ার শিক্ষা সমূহকে পেশ করছে।

৫. ইসলাম নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে, ক্রীত দাসদের আজাদীর ফরমান জারী করেছে, সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের প্রাণ পতিষ্ঠা করেছে এবং খোদার সাথে মানবের সম্পর্ক স্থাপন ও বিশ্লেষণ করেছে। অথচ খৃস্ট ধর্মে নারীদের অধিকারের প্রতি কোনই ইঙ্গিত নেই। শুধু পুরুষদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে যে, তোমাদের স্ত্রীগণ ব্যাভিচার করলে তাদের তালাক প্রদান কর। কিন্তু স্বামী ব্যভিচার করলে স্ত্রী তার প্রতি কি রূপ ব্যবহার করবে তা বলা হয়নি। খৃস্ট ধর্মে ক্রীত দাসদের আজাদী সম্বন্ধে একটি অক্ষরও নেই।

৬. ইসলাম মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করেছে এবং তার স্বাভব সমূহের জন্য এমন নিয়ম নির্ধারণ করেছে, যার অনুসরণ করে মানুষ আপন আদর্শ শক্তি সমূহের যথার্থ ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মন্দের বিনিময় মন্দ। কিন্তু যদি সংশোধন উদ্দেশ্যে ক্ষমা করে দেয় তবে তার প্রতিদান ও পুরষ্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে।" (২৫ পারার ৪র্থ রুকু)-কিন্তু খৃস্ট ধর্ম শুধু একদিকে জোর প্রদান করে, আর বলে, "অপরাধীকে শাস্তি দিও না, বরং যদি কেউ এক গালে চপেটাঘাত করে, তবে অপর গাল তার কাছে এগিয়ে দাও"–বলুন, দুনিয়ার শৃঙ্খলা রক্ষা এই শিক্ষা অনুযায়ী কি করে সম্ভব? যদি খোদার উদ্দেশ্য এটাই হয় যে, মানুষ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহই সর্বদা প্রকাশ করতে থাকবে, তবে তিনি মানুষের মধ্যে ক্রোধ রূপ শক্তি কেন সৃষ্টি করেছেন? এই কয়েকটি কথা নমুনাস্বরূপ পেশ করা হল, যা বুঝতে পেরে আমি ইসলাম গ্রহন করেছে। অতঃপর আপনার জন্য যদি কোন খাঁটি পথ থাকে, তবে তা মাত্র একটি। আর তা হল, আপনি সত্ত্বর ইসলাম কবুল করুন এবং খৃস্টীয়

অংশীবাদদের ঐ সব কথা হতে তওবা করুন, যা খোদার সমস্ত বৈশিষ্ট পরিপন্থী ও মানবতার উৎকর্ষ সাধনের পথে বিঘ্ন স্বরূপ। খোদা আপনাকে সত্য অবলম্বনে সহায়তা করুন। খোদা আপনাকে যথা সত্ত্বর হেদায়েতের পথে চালিত করুন আমীন।"

আপনার কন্যা ইসাবেলা

পাদ্রীগণ যে গোপনসভা করেছিল তার বর্ণনা মুসলমানগণের কাছে সমূলেই ফাঁস হয়ে গেল এবং ইসাবেলার চিঠি তাদের উদ্দীপনাকে নির্বাপিত করে দিল। চার-পাঁচ দিন পর শায়খ যিয়াদ ইবনে ওমরের মজলিসে ইসলামের বিশিষ্ট শুধীবৃন্দ পুনরায় সমবেত হলেন। ইসাবেলা এবং তার সহচরীবৃন্দ তথায় উপস্থিত ছিল এক ব্যক্তি বলল ঃ

ইয়া সাইয়েদী। খৃস্টীয়গণ ইসাবেলাকে ইসলাম হতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে কোন পাল্টা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। যেহেতু ইসাবেলা মুসলমান হয়ে গেছে, অতএব ইসলামী সরকারের কর্তব্য ছিল খৃস্টীয়গণের হাত থেকে তাকে মুক্ত করা, কিন্তু সরকার তা করেনি। এখনও খৃস্টীয়গণের দুরভিসন্ধি যথারীতি চালু রয়েছে। কিন্তু ইসলামী সরকার তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না।

যিয়াদ ইবনে ওমর ঃ কথা এই যে, এখন পর্যন্ত খৃস্টীয়গণ যা কিছু করেছে, তার কিছু প্রকাশ্যে করেনি বরং গোপনভাবে করেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন অমুসলিম যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন ইসলামী সরকারের কর্তব্য হয়ে পড়ে কাফেরদের অত্যাচার থেকে তাকে রক্ষা করা। কিন্তু আমরা জেনে বুঝেই ইসলামী সরকারকে এই সব ব্যবস্থাবলম্বন থেকে বিরত রেখেছি। আর এটা শুধু এই উদ্দেশ্যে করেছি, যেন ইসাবেলা ও তার সহচরীদের সত্যের পথে চলার কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস হয়ে যায় এবং তাদের ঈমান ও একীনের পরীক্ষাও হয়ে যায়। নতুবা যদি আমরা ইচ্ছা করতাম, তবে প্রকাশ্যে ইসাবেলাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতাম।

ব্যাক্তি ঃ কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তো খৃস্টীয়গণ কে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য, যেন তারা আর কখনও এরূপ কার্যকলাপ না করে।

যিয়াদ ইবনে ওমর ঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন। সরকার স্বাধীন মতামতের সমর্থনে তৎপর। কাজেই আমি কতিপয় পাদ্রীকে ডেকে হুশিয়ার করে দিয়েছি যে, ইসাবেলাকে গোপন করে রাখার কোনই প্রয়োজন আমাদের নেই। কেননা সরকার তাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জিম্মাদার রয়েছে। ইসাবেলার বাসস্থানের ঠিকানাও তাদের জানিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিয়েছি যে, যদি তোমরা ভবিষ্যতে ইসাবেলার নিরাপত্তার বিরোধী কিছু কর, তবে সরকারের নিকট জবাবদেহী করতে হবে।

ওমর লাহমী ঃ ইয়া সাইয়াদী। ইসাবেলার সহচরীদেরও ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হতে তাদের সুযোগ দিন। আজ এটাই তাদের আবেদন।

যিয়াদ ইবনে ওমর ঃ বেশ তবে আপনি বিস্‌মিল্লাহ করুন আর তাদেরকে তৌহিদে দীক্ষিত করন।

ওমর লাহমী ঃ মীরানো, মার্থা এবং হান্নানার ইসলাম সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু মীরানো অধিক তৃপ্তি লাভ মানসে কতিপয় প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। আমরা চাই না যে অধিক অন্বেষা হতে তাদের বিরত এবং জবাব হতে বঞ্চিত রাখি। যথাযোগ্য অনুসন্ধান করে প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে যাচাইয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করাই তাদের জন্য উত্তম।

যিয়াদ ইবনে ওমর ঃ খুব ভাল কথা। মীরানোকে বলুন, সে তার অভিযোগ পেশ করুক। জবাব দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে নির্বাচন করছি।

মীরানো ঃ ইয়া সাইয়াদী ! প্রথমে আমাদের সবাইকে ইসলামের গন্ডি ভুক্ত করে নিয়ে সৌভাগ্যবতী হওয়ার সুযোগ দিন। অতঃপর আমি একটি বা দুটি কথার জবাব চাইব শুধু এ জন্য যে, ভবিষ্যতে আমি যেন খৃস্টীয়গণকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম হই। নতুবা আমার অন্তরে (আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি) ইসলাম সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই।

অতঃপর তিন সহচরীকে ইসলামে দীক্ষিত করা হল। সমবেত সুধীমন্ডলী তাদেরকে মোবারকবাদ দিয়ে দোয়া করলেন। ইসলাম কবুল করার পর তারা সকলেই ইসলামী পর্দা সম্পন্ন পোশাক পরিধান করে পর্দা অবলম্বন করল। অতঃপর মীরানো প্রশ্ন করল ঃ

খৃস্টীয়গনের মতে তৌরাত শরীয়ত এবং ইঞ্জিল কামাল (পরিশিষ্ট)। প্রকাশ্যে যে, শরীয়ত এবং কামালের পরে অপর কিছুর প্রয়োজন থাকে না। অতএব কুরআনে হাকীমেরও আর প্রয়োজন নেই। যেহেতু কুরআনে হাকীম তৌরাত ও ইঞ্জিলের সত্যতা ঘোষণা করেছে, কাজেই তা দ্বারা উক্ত অভিযোগ আরো দৃঢ় হয়।

ওমর লাহমী ঃ খৃস্টীয়গণ যদি তা উক্ত গুণ সম্পন্ন বিভিন্ন গুণ বর্ণনা করে থাকে, তবে প্রকৃতই তা উক্ত গুণ সম্পন্ন হয়ে পড়বে, তা অবধারিত নয়। এটা খৃস্টীয়দের দাবী মাত্র। আর দাবী প্রমানিত হওয়ার জন্য দলিলের প্রয়োজন। তথাপি যদি আমরা সাময়িক মেনেও নেই যে, তৌরাত শরীয়ত এবং ইঞ্জিল কামাল, তবে এগুলোর মোকাবেলায় কুরআন হলো মুহাইমিন। মুহাইমিন এমন শিক্ষাকে বলা হয়, শরীয়ত এবং কামাল উভয়ই যার অন্তর্ভুক্ত। এই শব্দটি কুরআন স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে ব্যবহার করেছে। সূরা মায়িদার ১০ রুকু দেখুন। আল্লাহ পাক বলে, "হে নবী, এই কিতাব (কুরআন) আপনার উপর সত্য সহকারে নাযিল করেছি, যা পূর্বের কিতাব সমূহের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং তার উপর মুহাইমিন।" কিন্তু ইঞ্জিল সম্বন্ধে ইঞ্জিলের কোথাও উল্লেখ নেই যে, তা কামাল। অতএব প্রমানিত হল যে, কুরআন শরীয়ত এবং কামাল উভয়েরই সমাবেশ।

মীরানো ঃ তৌরাত এবং ইঞ্জিলের আলোচনা কুরআনে আছে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা মেনে নেয়া আবশ্যকীয় বলা হয়েছে, তথাপি মুসলমানগণ তা মেনে নিতে কেন অস্বীকার করে ?

ওমর লাহমী ঃ এই জন্য যে, খৃস্টীয়গনের নিকট প্রকৃত তৌরাত ও ইঞ্জিল নেই।

মীরানো ঃ যদি প্রকৃত তৌরাত ও ইঞ্জিল না থাকে, কুরআন তার সত্যতার ঘোষনা কেন প্রদান করল ?

ওমর লাহমী ঃ কুরআনে হাকীম প্রকৃত তৌরাত ও প্রকৃত ইঞ্জিলের সত্যতা ঘোষণা করেছে, জাল এবং ভুয়া কিতাবের নয়।

মীরানো ঃ খৃস্টীয়গণ বলে, কুরআনর যে কিতাবের সত্যতা ঘোষণা করেছে এই তৌরাত ও এ ইঞ্জিলই সেই কিতাব।

ওমর লাহমী ঃ উত্তম, এখন আমি কুরআনে দ্বারাই যাচাই করছি যে, তার বর্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সত্য প্রতিপন্ন করে অথবা মিথ্যা। সূরা আহকাফ ১৬ পারা ৩ রুকু দেখুন। "তিনি আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি তা সৃষ্টি করতে পরিশ্রান্ত হননি।" কিন্তু তৌরাতে আছে, "খোদা ছয় দিবসে সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করেছেন" আদি পুস্তক ১ঃ২ঃ৩ দেখুন। বিশ্রাম তাকেই করতে হয়, পরিশ্রান্ত হওয়া প্রমানিত হয়, কিন্তু কুরআন বলে, খোদা পরিশ্রান্ত হন না। এখন বলুন, কুরআন বর্তমান তৌরাতকে সত্য প্রতিপন্ন করে না মিথ্যা ?

তৌরাতে লিখিত আছে যে, "হযরত সুলায়মান (আ.) মূর্তিপূজা করেছেন।" কিন্তু কুরআন বলে সুলায়মান (আ.) কুফরী করেননি।" এ দ্বারা বর্তমান তৌরাতকে সত্য বলা হল না মিথ্যা?

এখন ইঞ্জিলের প্রতি লক্ষ্য করুন। চারখানা ইঞ্জিলের মধ্যেই লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) (নাউযুবিল্লাহ) ক্রুশ দন্ডে বিদ্ধ অবস্থায় চীৎকার করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃতই তার ক্রুশে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কুরআন বলে, ইহুদীগণ ঈসাকে হত্যা করেনি এবং তাকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি।"

ইঞ্জিলে আরো লিখিত আছে, "হযরত ঈসা (আ.) (নাউযুবিল্লাহ) খোদায়ীর দাবী করেছেন।" কিন্তু কুরআন বলে, (সূরা মায়েদা ১৩ রুকু দেখুন) "যারা মরিয়মের পুত্র মছীহকে খোদা বলে, তারা কাফের।" এখন ইনছাফ সূত্রে কোন পাদ্রী বলুক, কুরআন বর্তমান ইঞ্জিলসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না সত্য ?

মীরানো ঃ কুরআন দ্বারা নিঃসন্দেহে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তা বর্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সত্য নয় বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

ওমর লাহমী ঃ স্পষ্ট প্রমানিত হল যে, কুরআন বর্তমান তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সত্য প্রতিপন্ন করেনি বরং সাংঘাতিক মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তাতে বর্ণিত ঘটনাবলি ও আকায়েদ সমূহকে কুফরী ও শিরক্ আখ্যায়িত করেছে। এখন আমি কুরআনে হাকমী হতে একটি সাধারণ

নিয়ম বর্ণনা করেছি, যাকে ভিত্তি করে প্রত্যেক কিতাবকে যাচাই করা যায়। কুরআনের এই অবদানটি যেন আমাদের জন্য একটি কষ্টি পাথর, যার উপর ঘর্ষণ করে প্রত্যেক কিতাব সম্বন্ধেই আমরা তাকে খোদার কিতাব হওয়ার না হওয়া সম্বন্ধে নির্ভুল ফয়সালা গ্রহণ করেত পারি। কুরআন বলে, যদি কুরআনে আল্লাহর পক্ষ হতে না হত, তবে তার মধ্যে মতদ্বৈততা থাকত। সূরা নিছা ১১ রুকু। এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিতাব মতভেদ হতে মুক্ত থাকতে পারে না। কেননা মানুষ ভুল ত্রুটি হতে মুক্ত নয় মানুষ যত সাবধানতা সহকারেই কোন কিতাব প্রণয়ন করুক তন্মধ্যে মতভেদ থাকবে তাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে না। নতুবা আল্লাহকে মিথ্যাবাদী অথবা ভুল ত্রুটি দ্বারা আক্রান্ত করা হবে। এই বিষয়টিকে কোন মানুষ অস্বীকার করতে পারে কি ?

মীরানো ঃ এই নিয়মটি যথার্থই সত্য এবং সম্পুর্ণ স্বাভাবিক। অবশ্যই যে কিতাবে মতভেদ থাকবে, তাকে একক সত্ত্বা বিশিষ্ট পবিত্র খোদার সাথে কখনই সম্পর্কিত করা যেতে পারে না। কিন্তু তৌরাতে ও ইঞ্জিলে মতভেদ আছে কি?

ওমর লাহমী ঃ অজস্র মতভেদ তার মধ্যে রয়েছে। এত পরিমাণ মতভেদ যে, মানব মস্তিষ্ক তা দর্শনে ঘুরপাক খেতে থাকে। আমি এ কষ্টি পাথরে খৃস্টীয়দের আসমানী কিতাব সমূহকে পুনরায় পরখ করে দেখাচ্ছি, যেন আপনিও প্রকৃত অবস্থা অবগত হতে সক্ষম হন। বোন মীরানো! বলুন তো আপনার বয়স কত ?

মীরানো ঃ একুশ এবং বাইশের মধ্যে, এই ধরুন বাইশ বছর।

ওমর ঃ উত্তম, এখন আপনি যদি বলেন, আমার বয়স বাইশ বছর এবং পুনরায় এক ঘন্টা পর বললেন যে, আমার বয়স বিয়াল্লিশ বছর, উভয় কথাই কি শুদ্ধ হবে ?

মীরানো ঃ দু'টি কথাই কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে। আমার বয়স বিয়াল্লিশ বছর একথা বলা সম্পূর্ণ ভুল এবং আমার বয়স বাইশ বছর, এটা নির্ভুল।

ওমর ঃ বেশ, এখন দেখুন, ২ রাজাবলি ৮ঃ২৬ এ লিখিত আছে, "অহসিয় যখন রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করল তখন তার বয়স ছিল

বাইশ বছর।" কিন্তু ২ বংশাবলী ২২ঃ২-এ লিখিত আছে, রাজ্য পরিচালনা আরম্ভ করবার সময় অহসিয়র বয়স বিয়াল্লিশ বছর ছিল।" দু'টি বর্ণনাই শুদ্ধ হতে পারে কি?

মীরানো ঃ কখনই নয়। এর মধ্যে একটি বর্ণনা শুদ্ধ ও অপরটি ভুল।

ওমর ঃ এখন এই প্রশ্ন যে, এদু'য়ের মধ্যে কোনটি শুদ্ধ, তার কোনই সমাধান হতে পারে না যতক্ষণ স্বয়ং খোদা তার সমাধান করে না দেন। এই জন্য বাইবেলের এই উভয় খন্ডই সন্দেহ যুক্ত হয়ে পড়েছে এবং তার এক খন্ডের মিথ্যা বর্ণনার উপর সিলমোহর যুক্ত হয়েছে। এখন আরো দেখুন, ২ সেমুয়েল ৯ঃ২৪-এ লিখিত আছে, "আট লক্ষ ইসরাইলী এবং পাঁচ লক্ষ ইহুদী ছিল, যারা তলোয়ার সমূহ হাতে ধারণ করল।" অথচ ১ বংশাবলী ৫ঃ২১-এ লিখিত আছে, "ইসরাইলী এগার লক্ষ ছিল এবং ইহুদী চার লক্ষ সত্তর হাজার ছিল।" এখন বলুন, এই উভয় কিতাবের লিখিত সংখ্যাগুলিই কি শুদ্ধ ?

মীরানো ঃ কখনই নয়। উভয়ের মধ্যে একটির বর্ণনা সম্পূর্ণ ভুল।

ওমর ঃ আর যে কিতাবে এই প্রকার ভুল বর্ণনা লিখিত হয়েছে তা কি খোদার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে?

মীরানো ঃ কখনই নয়। তওবা তওবা। নাউযুবিল্লাহ। এর দ্বারা তো খোদার পবিত্রতা কলঙ্কিত হয়। অতএব এই কিতাব সমূহকে খোদার সাথে সম্পর্কিত না করাই কর্তব্য।

ওমর ঃ আরও লক্ষ্য করুন। ২ রাজাবালি ৮ঃ২৪-এর আছে, "সিংহাসনারোহন কালে যিহোয়াথীন আঠার বছর বয়স্ক ছিলেন।" কিন্তু ২ রাজাবলি ৯ঃ৩৬-এ লিখিত আছে, যিহোয়াখীন সিংহাসন আরোহণের সময় শুধু আট বছর বয়সের ছিলেন।" এই সিংহাসনারোহণ ব্যাপারটিও যেন একটি বিরাট মোজেযা ছিল যে, একই সময়ে যিহোয়াখীন আট বৎসর বয়স্ক যুবকও ছিলেন। এই সকল মতভেদ থাকা সত্ত্বেও কেউ বর্তমান তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিলকে খোদার কালাম ও ঐশীবাণী বলতে পারে কি ? নাউযুবিল্লাহ, খোদা কর্তৃক এরূপ ভুল বর্ণনা কি সম্ভব?

মীরানো ঃ সুবহানাল্লাহ! খৃস্টীয় কিতাব সমূহের অবিশ্বাসযোগ্য হওয়ার জন্য এটা এমন প্রমাণ, যার মধ্যে কোন প্রকার অপব্যাখ্যাও

অচল, বরং একটি বালকও এই সকল মতভেদ দুই আর দুই-এ চার এর মত বুঝতে সক্ষম।

ওমর ঃ ২ সেমুয়েল ৮ঃ২৩-এ একই ঘটনা সম্পর্কে লিখেছে, "এক ব্যক্তি আটশত শত্রুকে হত্যা করেছে।" এর বিপরীত বংশাবলি ১১ঃ১১-এ' লিখেছে "শুধু তিনশত শত্রুকে হত্যা করেছে।" মজার ব্যাপার এই যে, ঘটনা একই।

২ সেমুয়েল ১৩ঃ২৪-এ লিখিত আছে, "হে দাউদ! আমি শত্রুদের উপর সাত বৎসরের জন্য দুর্ভিক্ষ পাঠাবো।" কিন্তু ১ বংশাবলি ১২ঃ২১-এ লিখেছে, "আমি তিন বৎসর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ রাখব।" সম্ভবতঃ প্রাচীন যুগে তিন এবং সাত সংখ্যার ভিতর কোন পার্থক্য করা হত না, যেরূপ খৃস্টীয়গণ এক খোদা এবং তিনি খোদায় কোন পার্থক্য করে না।

হাযেরীন ঃ অবশ্য এরূপই মনে হয়।

মীরানো ঃ তাজ্জবের ব্যাপার যে, নিজেদের এরূপ মোটা মোটা ভুলও খৃস্টীয়গনের চোখে পড়ে না।

ওমর ঃ তাদের এই ভুলসমূহ কেবল ঐ সময়েই দৃষ্টিতে পড়তে পারে, যখন তারা অনুসন্ধানে উৎসাহী হবে এবং এই ইচ্ছা করবে যে, ভুলকে পরিত্যাগ করব এবং সত্যকে গ্রহণ করব। কিন্তু তারা তো ভুলের উপরই এমনভাবে আকড়ে রয়েছে, যেরূপ আকড়ে ধরা কর্তব্য খাঁটি এবং সত্যকে। আরো দেখুন, ১রাজাবলি ২৬ঃ৪-এ লিখেছে "হযরত সুলায়মান (আ.)−এর গাড়িগুলোর ঘোড়াসমূহের জন্য চল্লিশ হাজার অশ্বশালা এবং বার হাজার অশ্বারোহী ছিল।" খোদাকে স্মরণ করে একটু চিন্তা করুন, বার হাজার এবং চল্লিশ হাজারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই কি ? এক কিতাব চল্লিশ হাজার আস্তাবলের বর্ণনা দেয়, আর অপর কিতাব ছত্রিশ হাজার করিয়ে শুধু চার হাজার আস্তাবল রক্ষা করেছে। আর মজা এই যে, উভয় কিতাবকেই ঐশীবাণী এবং খোদায়ী কিতাব বলে ধারণা করা হয়। অথচ কুরআনে বলে, খোদার কিতাবে কোন মতভেদ থাকে না।

ঈসাবেলা ঃ সুবহানাল্লাহ। কুরআনে কী প্রশংসা করব। যদি এই পবিত্র কিতাবের আগমন না হতো, তবে খৃস্টীয়দের কিতাবের অসারতা কখনই প্রকাশিত হত না।

ওমর ঃ আরও একটি মজার উদ্ধৃতি দেখুন, ২ সেমুয়েল ১৮ঃ১০-এ লিখেছেন, "হযরত দাউদ (আ.) আরামীওদের "সাতশত" রথারোহী এবং চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বধ করলেন। 'সাতশত' আর 'চল্লিশ হাজার' এই সংখ্যা দুইটি স্মরণ রাখুন। অতঃপর লক্ষ্য করুন, ১ বংশাবলি ১৮ঃ১১-এ লিখেছে, "হযরত দাউদ (আ.) আরামীওদের সাত হাজার রথারোহী এবং "চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য বধ করলেন।" উভয় কিতাবই ঐশীবাণী এবং উভয় কিতাবই আল্লাহর পক্ষ হতে আগত। আর উভয় কিতাবই মানুষ এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ হতে সংরক্ষিত। কিন্তু এক কিতাব বলে সাতশত রথারোহী এবং চল্লিশ হাজার অশ্বারোহীকে বধ করেছে অপর কিতাব বলে তা নয়, সাত হাজার রথারোহী এবং অশ্বারোহী একজনও নয় বরং চল্লিশ হাজার পদাতিক সৈন্য বধ করেছে।

এই কিতাবগুলোকেই বলা হয় ঐশীবানী। মুসলমানদের এই কিতাবসমূহের প্রতিই দাওয়াত দেওয়া হয়? এই কিতাবগুলিকেই খোদা নবীগণের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।

মীরানো ঃ তওবা তওবা। এই কিতাব সমূহের মধ্যে এত মতভেদ অথচ একেই বলা হয় ঐশী কিতাব। প্রকৃত প্রস্তাবে খৃস্টীয়গণের মস্তিস্কে আত্মপ্রবঞ্চনা ও কুফর-তোষণ নীতি এমন কঠিন আবরণ পড়ে গেছে যে, তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না। আল্লাহ তাদের হেদায়েত প্রদান করুন।

ওমর এতো হলো তৌরাত ও অন্যান্য প্রাচীন কিতাবের মতদ্বৈততার বর্ণনা, যার মধ্যে কোন ভাবেই সামঞ্জস্য সম্ভব নয় এখন পবিত্র ইঞ্জিলের প্রতিও একটু লক্ষ্য, করুন, দেখতে পারবেন, বর্তমান চারখানা ইঞ্জিলের অবস্থা সর্বাধিক শোচনীয়। প্রথমতঃ ইঞ্জিলসমূহ বিভিন্ন যুগে গঠিত ও রচিত হয়ে আসছে। প্রাচীন যুগে যে ইঞ্জিলসমূহ খোদার বাণী বলে স্বীকৃত ছিল, পরবর্তী যুগে তা এ পক্রিফল (মানব রচিত ইঞ্জিল) বলে কথিত হচ্ছে এবং তার জায়গায় অন্যরূপ ইঞ্জিল চালু করা হয়েছে। খৃস্টীয়গণের হাতে এই ইঞ্জিলসমূহ যেন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সিলেবাস। স্থানভেদে পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন খুশি পরিবর্তন করে নেয়া হল। আবার যখন খুশী এক নতুন সিলেবাস মঞ্জুর করা

হল। দ্বিতীয়তঃ একই যুগে বিভিন্ন ইঞ্জিল চালু রয়েছে। যেমন পূর্বদেশীয় 'কলীছা' (পাদ্রী কাউন্সিল)-এর ইঞ্জিল এক ধরণের। পশ্চিম দেশীয় কলীছার ইঞ্জিল অন্য ধরণের পূর্ব কলীছার অনুসারীগণ পশ্চিম কলীছার ইঞ্জিলকে অস্বীকার করে। তদ্রুপ পশ্চিম কলীছার অনুসারীগণ পূর্ব কলীছার ইঞ্জিলকে অস্বীকার করে। যুগে যুগে নতুন নতুন কাউন্সিল গঠিত হয়েছে এবং তাতে ইঞ্জিলের বিভিন্ন অংশকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এই সব কারসাজি দ্বারা এটাই মনে হয় যে, খোদার কালাম এবং ঐশীবাণীও আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কলীছার ফয়সালা ও স্বীকৃতির মুখাপেক্ষী।

ওমর ঃ বেশ, এখন কুরআনের কষ্টিপাথরে বর্তমান ইঞ্জিলসমূহকে পরীক্ষা করে দেখা যাক তবেই তার সম্পূর্ণ অস্থায়ীত্ব ও অসারতা প্রমানিত হয়ে যাবে।

মথীর ইঞ্জিল ২৭ অধ্যায় ৩-৮ পদে লিখিত আছে, হযরত ঈসা (আ.)এর এক শিষ্য ইহুদাস্ত্রিয়ুতী ত্রিশ টাকা ঘুষ নিয়ে "হযরত ঈসা (আ.) কে তার শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে। যখন শত্রুগন তাকে (নাউযুবিল্লাহ) শুলে বিদ্ধ করে, তখন ইহুদাস্ত্রিয়ুতী অত্যন্ত লজ্জিত হয় এবং ঐ ঘুষের ত্রিশ টাকা নিয়ে প্রধান যাজকের নিকট উপস্থিত হয় এবং ত্রিশ টাকা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে যায় ও আত্মহত্যা করে"- কিন্তু ইঞ্জিল প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকের ১ম অধ্যায় ১৫ পদে লিখেছে, ইহুদাস্ত্রিয়ুতী ঘুষের ত্রিশ টাকায় একটি জমি ক্রয় করে। এ জমিতে যাওয়ার সময় সে পা পিছলে অধোমুখে পড়ে যায় এবং তার পেটের অন্ত্রসমূহ বের হয়ে পড়ে।

একই বিষয়ে দুই ইঞ্জিলে পরস্পর বিরোধী দুই ধরণের বর্ণনা রয়েছে। অথচ এই উভয় কিতাবই খৃস্টীয়দের ধারণায় ঐশীবাণী এবং পবিত্র আত্মা এলহামের মাধ্যমে তা লিখেছেন। অর্থাৎ পবিত্র আত্মা মথীর ইঞ্জিলে ঘটনাটি একরকম লিখেছেন, অতঃপর যখন প্রেরিতদের কার্যবিবরণ লেখকের নিকট গিয়েছে তখন তা অন্যরকম লিখেছেন। এখন হয়ত পবিত্র আত্মাকে মিথ্যা বা ধোকাবাজ বলুন, অথবা উক্ত কিতাবকে ঐশীবানী বলতে অস্বীকার করুন। উত্তম এটাই হয় যে, পবিত্র আত্মার উপর দোষারোপ করার বদলে উক্ত ইঞ্জিল সমূহকেই

জাল এবং মিথ্যা ঘোষণা করা হোক। নতুবা খোদার পবিত্র গুণ বিশিষ্ট স্বত্তাকে এবং পবিত্র আত্মাকে নিস্কলঙ্ক এবং পবিত্র রাখার অন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

মীরানো ঃ নিঃসন্দেহে বর্তমান ইঞ্জিল সমূহই জাল এবং মিথ্যা আর হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুগণ আপন স্বার্থে তা রচনা করেছে।

যিশুর প্রধান শিষ্য বলে কথিত 'পোল ঃ যিনি খৃস্টধর্মে ত্রিত্ববাদের আবিষ্কার করে সমগ্র খৃস্টীয়জাতিকে অংশীবাদী (মুশবেক) বানিয়েছেন। তার খৃস্টধর্ম অবলম্বনের বর্ণনা ইঞ্জিল প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তকের তিনস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঐ তিন বর্ণনাই পরস্পর বিরোধী। বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, পবিত্র আত্মা (নাইযুবিল্লাহ) একই কিতাবে একই ঘটনা সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন।

ইঞ্জিল প্রেরিতদের কার্য বিবরণ, ১ অধ্যায় ৩ পদে লিখিত আছে, পোল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আপন সাথীগণসহ কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর উপর আকাশ থেকে এক নূর চমকায় এবং এক আওয়াজও আসে। পোল আওয়াজ শুনে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং সাথীগণ দাঁড়িয়ে রইল। সাথীগণ আওয়াজ শুনল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। ঐ ইঞ্জিলেরই ২২ অধ্যায় ৪ পদে আছে, "সাথীগন নূর দেখল কিন্তু কোন আওয়াজ শুনতে পেল না।" পুনরায় তার তৃতীয়স্থানে, ২৬ অধ্যায় ১৩ পদে বর্ণিত আছে, পোল এবং তার সাথীগণ সবাই মাটিতে পড়ে গেলেন।

এখন লক্ষ্য করুন, একই ইঞ্জিলে একই ঘটনা সম্পর্কে তিনটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনা। এই তিনটি বর্ণনাই কি সত্য হতে পারে ?

মীরানো ঃ কখনই নয়। তিনটি বর্ণনাই ভুল। যদি তা একটি সত্যও হয়, তথাপি তা নির্দিষ্ট করার কোন উপায় নেই।

ওমর ঃ দুই ইঞ্জিলে মতবিরোধ এবং একই ইঞ্জিলে মতবিরোধের নমুনা দেখতে পেলেন। এখন আর একটি অভিনব জিনিসের প্রতি লক্ষ্য করুন, অর্থাৎ একই পদ বা একই বাক্যের মধ্যে মতবিরোধ।

ইঞ্জিল লুক ২১ অধ্যায় ১৬ পদে হযরত ঈসা (আ.) আপন শিষ্যগণকে বললেন "লোকেরা তোমাদেরকে হত্যা করবে, ঘর থেকে

এবং শহর থেকেও বের করে দিবে, কিন্তু শত্রুগণ তোমাদের কেশও বক্র করতে পারবে না।" অর্থাৎ যীশুর শিষ্যদেরকে শত্রুগণ হত্যা করবে, কিন্তু তাদের কেশ বক্র করতে পারবে না। কেশ বক্র করা, কেশ স্পর্শ করা অল্প পরিমাণ ক্ষতি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর ইঞ্জিলের উক্ত বর্ণনায় কাউকেও দেশ থেকে বিতাড়িত করলে এমনকি হত্যা করে ফেললেও তার অল্প পরিমাণ ক্ষতি করাও সাব্যস্ত হয় না। জানি না ইঞ্জিলের লেখগণকে আল্লাহ জ্ঞান-বুদ্ধি কিছু দান করেছিলেন কিনা। একটি মাত্র বাক্যের ভেতরে এমন হাস্যোৎপাদক বর্ণনা!

ইসাবেলা ঃ এই দুর্ভাগা খৃস্টীয়গণ এই সব মতভেদের কি জবাব দিয়ে থাকে।

ওমর ঃ কি উত্তর দিবে? শুধু আবোল-তাবোল বকে পাশ কেটে যেতে চেষ্টা করে আর বলে, "এসব নকলকারীর ভুল মাত্র, আসল উদ্দেশ্য ঠিকই আছে।" যদি তাদের এই অবান্তর উত্তরও মেনে নেয়া হয়, তবে পুনরায় প্রশ্ন উদয় হয়, আসল কথা কি ছিল এবং নকলকারীর ভুল কোনটি? যেমন, যে স্থানে লিখিত আছে যে, এক ব্যক্তির বয়স একই সময় ২২ বৎসর এবং ৪২ বৎসর ছিল, তবে এই উভয় সংখ্যার মধ্যে নকলকারীর ভুল কোনটি এবং আসল কিতাবে লিখিত সংখ্যটি কি ? আজ কোন খৃস্টানের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা নেই যে, আসল কিতাবে সংখ্যাটি এটা ছিল এবং নকলকারী ভুলবশতঃ তদস্থলে এটা লিখে ফেলেছে। যখন নিশ্চিতরূপে নকলকারীর ভুলও প্রকাশিত হয় না, তখন এই আপত্তি এবং উত্তরও অযৌক্তিক। অতএব প্রমাণিত হল যে, স্বয়ং খৃস্টীয়গনের কাছেও এই সমস্ত কিতাব সন্দেহযুক্ত। আর যখন কিতাবের এক জায়গায় ভুল স্বীকৃত হল, তখন সম্পূর্ণ কিতাব হতে ঈমান ও বিশ্বাসের মূলোৎপাটিত হল।

ইসাবেলা ঃ নকলকারীর ভুল আসলকে সামনে রেখে সংশোধন করা সম্ভব নয় কি?

ওমর ঃ যদি আসল কিতাব থাকত তবে তো কোন সমস্যাই দেখা দিত না। আসল কিতাব কোথাও নেই। শুধু অনুবাদ, অনুবাদের অনুবাদ এবং নকল ও নকলের নকল। এর উপরই নির্ভরশীল এই খৃস্ট

ধর্ম। আরো মজার কথা এই যে, আজ পর্যন্ত ইঞ্জিল সম্পর্কে কোন ফয়সালা করা সম্ভব হয়নি যে, তা প্রথম কোন ভাষায় এবং কোন যুগে লিখিত হয়েছে, আর এও জানা যায়নি যে, তার লেখক কে ছিল। কেউ বলে, আসল ইঞ্জিল ইব্রানী ভাষায় লিখিত হয়েছিল, আবার কেউ বলে থাকে, ইউনানী (গ্রিসি দেশীয়) ভাষায়, যা ঐ সময় প্যালেস্টাইনের সাধারণ ভাষা ছিল। কেউ বলে থাকে, ইব্রানী এবং ইউনানী উভয় ভাষায়ই লিখিত হয়েছিল। সে যাই হোক এবং যে ভাষায়ই তা লিখিত হয়ে থাকুক, তার আসল কপি সুরক্ষিত থাকা অত্যন্ত জরুরী ছিল, কিন্তু এখন তা কোথাও নেই। আছে শুধু অনুবাদ, যা কখনই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না।

অতঃপর ইঞ্জিল লিখিত হওয়ার সময় সম্বন্ধেও বেশ মতভেদ রয়েছে। লেখকের পরিচয় সম্বন্ধেও অনুরূপ মতভেদ। কেউ বলেছে, ইউহান্না (যোহন) হাওয়ারী একটি ইঞ্জিল লিখেছেন। কেউ বলেছে, ইউহান্না হাওয়ারী নয় বরং অপর কোন লোক তা লিখেছে এবং তার নামও ইউহান্না। ইঞ্জিলের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যদ্বারাও জানা যায় না যে, তার লেখক কে ছিল, মথীর ইঞ্জিলে মথীর নামও পরোক্ষভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মীরানো ঃ খৃস্টীয়গণ তো বলে থাকেন যে, কলীছা কর্তৃক যে কিতাবকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাই আল্লাহর কিতাব এবং ঐশীবানী।

ওমর ঃ অর্থাৎ কোন কিতাবের ঐশীবাণী হওয়া না হওয়া কলীছার মিমাংসার উপর নির্ভরশীল এবং ঐশী কিতাব স্বয়ং বোবা ও বাকশক্তিহীন বলে ধরে নেয়া যায়।

ইসাবেলা ঃ খৃস্টীয়গণ বলে, কলীছার ফয়সালা ভুল-ত্রুটি মুক্ত হয়ে থাকে। তার ফয়সালাও ঐশী ফয়সালা বলে গন্য হয়।

ওমর ঃ কলীছার ফয়সালা ভুল-ত্রুটি মুক্তই হবে, তবে বিভিন্ন কলীছার ফয়সালায় মতবিরোধ কেন সৃষ্টি হল? কনস্টান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল "নাইস" কিছু সংখ্যক কিতাবকে ঐশীবানী বলে নির্ধারিত করে। তার মধ্যে থেকে কিছু সংখ্যক কাউন্সিল ট্রিনেট ও কাউন্সিল ফিলাডেলফিয়া কর্তৃক ঐশীবাণীর তরিকা থেকে নির্বাচিত হয়। কাউন্সিল নাইস যে কিতাবগুলোকে ঐশীবাণী থেকে বহিষ্কার করে

দিয়েছিল, কাউন্সিল ট্রিনেট পুনরায় ঐগুলোকে ঐশীবাণীর অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। ঐশী কিতবগুলো যেন কোন মূর্তির নাক, যার যেভাবে খুশী কেটে-ছেটে লাগিয়ে নিল।

আলিমগনের এই মজলিসের সব লোক বিদায় নেয়ার পর ইসাবেলা ও তার সহচরীবৃন্দের ইসলামী তা'লীমের সিদ্ধান্ত হয়।

তারা সবাই দ্বীনী এলম শিক্ষতে শুরু করে এবং চার বছরের চেষ্টায় তারা সবাই আরবী ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ব করে নেয় এবং ইসলামী তত্ত্বজ্ঞানও তারা প্রত্যক্ষ ভাবে অর্জন করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই ইসাবেলা কর্ডোভার মহিলা সমাজের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে যায়। কেননা সে দ্বীনী এলম শিক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী অনুষ্ঠান পালনের ব্যাপারেও আদর্শ স্থানীয় হয়ে ইঠেছিল সমগ্র কর্ডোভার মুসলমান তাকে মুহাদ্দিছা বলে। কেননা হাদীসের এলম এবং তার আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে সে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছিল।

যোহদ ও তাকওয়া, রিয়াযত ও ইবাদত এবং তায়াল্লোক বিল্লাহের দিক দিয়েও সে দিন দিন উন্নতি করে চলছিল এবং কর্ডোভার অসংখ্য মহিলা তার কাছ থেকে ফয়েয ও বরকত লাভ করে আপন আপন আঁচল পূর্ণ করে নেয়।

নির্জলা মিথ্যা

হিদায়েত এবং ইসলামের নূর আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা আপন অদৃশ্য ভান্ডার হতে তাকে এই নেয়ামত দান করেন। ইসাবেলা ছিলেন স্পেনের সর্বপ্রধান পাদ্রীর কন্যা, পাকা খৃস্টীয় এবং যিশুর খোদায়িত্বের দর্শনে উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু আজ তিনি একজন ওলী, আবেদা এবং সাধককুল শ্রেষ্ঠ। বহু আলেম তার শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ লাভে ধন্য। শরীয়তের কঠিন কঠিন সমস্যা তার সামনে পেশ করা হয়, আর তিনি তার সমাধান

অনায়াসে করে দেন। তার ইসলাম গ্রহণের পর দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। এই সময়ের মধ্যে খৃস্টীগণের ধর্মীয় মর্যাদা ক্ষীণ হয়ে গেছে। শত শত খৃস্টীয় নারী-পুরুষ ইসাবেলার মাধ্যমে এই সময়ের মধ্যে হিদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিতর্কে সর্বদাই তিনি আল্লাহর কৃপায় জয়লাভ করেছেন।

ঐ সময় জনৈক খৃস্টীয় মহিলার ধর্মজ্ঞানের খ্যাতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর তার সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যে, কুরআন-হাদীস এবং সকল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে তিনি বিশেষ পারদর্শী এবং তার নিকট খৃস্টধর্মের সত্যতার পক্ষে যেসব দলিল-প্রমাণ আছে, তা রদ করার মতো বিদ্যাবত্তা সমগ্র স্পেনের কোনো মুসলমানের নেই। তাছাড়া তার কিরামত সমূহের খ্যাতি তাকে খৃস্টীয় সমাজে এরূপ মর্যাদার আসন প্রদান করেছিল, যা স্বয়ং পোপের ভাগ্যেও জুটেনি। দূর-দুরান্ত হতে খৃস্টীয় নর-নারীগণ তার পরিধানের পোশাক স্পর্শ করে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দলে দলে আগমন করে থাকে। মরণাপন্ন রোগীর উপর তার কিরামতের দৃষ্টি একবার পতিত হওয়া মাত্রই সে রোগমুক্ত হয়ে যায়।

এই খৃস্টীয় মহিলার জানা ছিল যে, ইসাবেলা দশ বছর পূর্বে খৃস্ট ধর্ম পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেছে। কাজেই তিনি সমগ্র স্পেনে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, যদি ইসাবেলা আমার সঙ্গে মোকাবেলা করতে সাহসী হয়, তবে সে আমার কিরামত দর্শনে এবং দলিল-প্রমাণ ও যুক্তির সামনে হার মেনে পুনরায় খৃস্ট ধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু সে কিছুতেই মোকাবেলা করতে আসবে না। কেননা এই দশ বছর সময়ের মধ্যে ইসলামের ক্রটিসমূহ তার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে এবং ঐ ধোকাটিও সে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাকে খৃস্ট ধর্ম হতে বিচ্ছিন্ন করেছিলো।

এই ঘোষনাটি সমগ্র স্পেনে পুনরায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল এবং খৃস্টীয়গণকে উদ্ধত করে তুলল। একদিন তা'লীমের মজলিসে জনৈক আলেম ইসাবেলাকে জিজ্ঞেস করলেন

আপনি একটি নতুন ঘোষণা শুনেছেন কি ?

ইসাবেলা ঃ ঘোষনাটি কি?

আলেম ঃ একজন খৃস্টীয় মহিলা আপনাকে মোকাবেলার জন্য আহ্বান করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, ইসাবেলা আমার সাথে মোকাবেলা করতে আসবে না, আর যদি আসে তবে আমি তাকে কেরামত ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা খৃস্টান বানিয়ে ছাড়ব।

ইসাবেলা ঃ লা-হাওলা...... একজন খৃস্টান দলিল-প্রমাণ দ্বারা কোন মুসলমানকে খৃস্টান বানিয়ে ফেলবে? সত্য বলতে কি এসব ব্যাপারে এখন আমার কোন উৎসাহ নেই। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দেন সে নিজেই আমার নিকট চলে আসে। তবে আমার মনে হয় মহিলাটি খ্যাতি অর্জন করতে ইচ্ছুক।

আলেম ঃ তার খ্যাতি বহুদিন যাবতই হয়ে আসছে, কিন্তু তার মস্তিষ্কে এখন এ উন্মাদনা চেপে বসেছে যে, তিনি আপনার সাথে মোকাবেলা অবশ্যই করবেন। শহরব্যাপী এখন এই চর্চাই চলছে এবং খৃস্টানরা আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে।

ইসাবেলা ঃ আস্ফালন করা তো তাদের অভ্যাস; কিন্তু বলুন তার কিছু জানা শোনা আছে কি ?

আলেম ঃ শুনেছি ধর্ম সম্বন্ধে তার জ্ঞান অগাধ। খৃস্টানরা তো বলে থাকে, কুরআন-হাদীসে তার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম কোন আলেমই নেই।

ইসাবেলা ঃ বহুত আচ্ছা। যা হোক যদি মহিলাটির মোকাবেলা করারই সখ হয়। তবে তিনি তার সাথীগণকে নিয়ে এই স্থানেই আগমন করুন এবং যে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয় করুন।

এই আলোচনার ছয় দিন পর ইসাবেলার নিকট ঐ খৃস্টান মহিলাটির চিঠি আসল, যাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

"তুমি কি ইসলাম ও খৃস্ট ধর্ম সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে সম্মত? যদি আপত্তি না থাকে তবে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমি তোমার ধর্ম সম্বন্ধীয় সন্দেহাবলী নিসরন করতে প্রস্তুত।"

এই চিঠির উত্তরে ইসাবেলা লিখে পাঠালেন,

"অনর্থক কথায় সময় নষ্ট করার জন্য নয়, বরং সত্যের অনুসন্ধানে তুমি যে কোন সময়ে গরীবালয়ে আগমন করতে পার।"

ইসাবেলার উত্তর পাওয়া মাত্র মহিলাটি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করে দিলেন এবং পরদিনই শতাধিক খৃস্টান

মহিলাকে নিয়ে ইসাবেলার ঘরে উপস্থিত হলেন, যে ঘরটি প্রকৃত পক্ষে কুরআনী ইলমের দরসগাহ (শিক্ষালয়) সমতুল্য ছিল। ইসাবেলা মেহমানদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। অতঃপর আলোচনা আরম্ভ হল।

মহিলা ঃ আফসোছ ! কি ভেবে তুমি খোদাওন্দ যিশুকে এবং মহান আউলিয়াগণকে পরিত্যাগ করে ইসলাম রূপ (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা ধর্মকে অবলম্বন করলে? তোমার এই ভুলের অভিজ্ঞতা এ যাবত যথেষ্ট অর্জন করেছ, এখন পুনরায় খৃস্ট ধর্মে ফিরে আসাই তোমার জন্য বাঞ্ছনীয়।

ইসাবেলা ঃ আমাকে যদি কেউ অগ্নিকুন্ডে জীবন্ত ভস্ম করে তথাপি আমি ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং খৃস্টানগণের মুশরেকী ও লজ্জাকর ধর্মবিশ্বাস অন্তরে স্থান দিতে অক্ষম। অবশ্য আমি তোমাকে প্রশ্ন করতে পারি যে, তুমি কিসের ভিত্তিতে আমাকে খৃস্ট ধর্মের প্রতি দাওয়াত দিতে এসেছ ? তোমাদের বাইবেলে কোথাও তো লিখিত নেই যে, অপর জাতিকে খৃস্ট ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেয়া যেতে পারে, বরং তার বিপরীতে লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ.) শুধু ইহুদীগনের পয়গম্বর ছিলেন এবং তিনি তাদেরকেই নিজে দাওয়াত দিতে এসেছিলেন।

মহিলা ঃ বাঃ বাঃ । তবে কি বাইবেলে একথা লিখিত হয়েছে যে, মানুষের জন্য খৃস্ট ধর্মের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হোক? এ-ই কি তোমার গবেষণা, যার কারণে তুমি খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে বসেছ?

ইসাবেলা ঃ হ্যাঁ, বাইবেলে একথা লিখিত আছে এবং কুরআন শরীফ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

"ঈসা বনি-ইসরাইল (ইহুদী) গণেরজন্য রাসূল হয়ে এসেছিল।"

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে,

"এবং আমি ঈসাকে বনি-ইসরাইলদের জন্য আদর্শ বানিয়েছি" (সারাবিশ্বের জন্য নয়)।

মহিলা ঃ আমরা কি কুরআন বিশ্বাস করি যে, তুমি আমাদের সাথে কুরআন পেশ করছো? তোমার দাবী বাইবেল দ্বারা প্রমাণ করে দেখাও।

ইসাবেলা ঃ কুরআন হাকীমের নাম আমি এ উদ্দেশ্যে নিয়েছি যেনো তোমার স্মরণ থাকে যে, এ ব্যাপারে কুরআন এবং বাইবেল

উভয় একমত। বেশ, এখন। বাইবেলের কথাও শোন, বাইবেল মথী ১০-৫-এ লিখিত আছে-"বারজন হাওয়ারীকে যিশু প্রেরণ করলেন আর তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, অপর কওমের দিকে তোমরা যেও না এবং সামেরীদের কোন শহরেও তোমরা প্রবেশ কর না, বরং ইসরাইল বংশের হারান মেষগুলোর কাছে যেও।"

অতঃপর ঐ বাইবেলের ১৫ঃ২১-এ লিখেছে-"এবং দেখ জনৈক কেনআনী মহিলা ঐ সীমান্ত থেকে বের হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে দাউদ পুত্র খোদাওন্দ! আমার উপর অনুগ্রহ কর। এক বদরূহ আমার কন্যাকে অত্যন্ত জ্বালাতন করে। কিন্তু তিনি তাকে কোন উত্তর দিলেন না। তার শিষ্যগণ নিকটবর্তী হয়ে তার নিকট নিবেদন করল, তাকে বিদায় করুন, কেননা সে আমাদের পেছনে চিৎকার করছে। তিনি উত্তরে বললেন, আমি ইসরাইল বংশের হারান মেষগুলো ব্যতীত অপর কারও নিকট প্রেরিত হইনি।"

দেখ, তোমার বাইবেল দ্বারাও প্রমাণিত হল যে, হযরত ঈসা (আ.) আমাদের জন্য নয়, বরং বনি-ইসরাইলদের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তোমাদের খোদাওন্দের নির্দেশ মেনে চলাই তোমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। আমাদেরকে খৃস্টান বানান প্রকৃত পক্ষে বাইবেলের বিরুদ্ধাচরণ এবং যীশুর প্রতি শত্রুতা।

মহিলা ঃ বাইবেলের খবর তুমি কি জান? এই সকল বাক্যের তাৎপর্য আমাদের নিকট জিজ্ঞেস করো। বাইবেলে কি লিখিত নেই যে, সর্বত্র বাইবেলের ঘোষণা কর?

ইসাবেলা ঃ কখনই নয়।

মহিলা ঃ এমন নির্জলা মিথ্যা? ইসাবেলা! এই মজলিসে তুমি মিথ্যা বর্ণনা হতে ক্ষ্যান্ত হও। দেখ, বাইবেল মার্কাস ১৬ঃ১৫-এ এরূপ লিখেছে; "আর তিনি তাকে বললেন, তুমি সারাবিশ্বে গমন করে সকল সৃষ্টির সামনে বাইবেলের ঘোষণা কর। বাইবেলের উপর যে ঈমান আনবে সে মুক্তি পাবে।"

দেখলে তো কেমন পরিষ্কার বর্ণনা যে সম্পূর্ণ জগদ্বাসীকে খৃস্টান বানাও।

ইসাবেলা ঃ এই বাক্য বাইবেল মার্কাসের ১৬ অধ্যায়ের ১৫ নং বাক্য। সম্ভবত তোমার জানা নেই যে, আসল বাইবেলের ১৬নং অধ্যায়

শুধু আটটি বাক্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং বারটি বাক্য পরে যুক্ত করা হয়েছে। অতএব এ বানোয়াট বাক্য কোন দাবীর প্রমাণে পেশ করা যেতে পারে না।

মহিলা ঃ এটা কিরূপে জানা গেল যে, এ বাক্য পরে যুক্ত করা হয়েছে?

ইসাবেলা ঃ স্বয়ং খৃস্টীয়দের অনুসন্ধানে। বাইবেলের প্রাচীন কপির সাথে মিল করার ফলেই জানা গেছে যে, প্রাচীন কপির ১৬ নং অধ্যায়ে ৮টি বাক্য রয়েছে, অথচ বর্তমান কপি ২০টি বাক্যে সমাপ্ত হয়েছে। অতএব এর ১২টি বাক্যেই মানুষের তৈরী। (বর্তমান বাইবেলের যে উর্দু সংস্করণ পাওয়া যায়, তার মধ্যেও এই বাক্যের পাদটীকায় উক্ত বানোয়াটের কথা স্বীকার করা হয়েছে।)

মহিলা ঃ আমাদের নিকট বাইবেলের আসল কপি মওজুদ নেই, কাজেই তোমার কথার জবাব দেয়া সম্ভব হল না। আসল কপি দেখার পর জবাব দেয়া হবে। কিন্তু তুমি বলত, কুরআন এমন কোন শিক্ষা রয়েছে কি যা বাইবেলে নেই, যার অভাবে তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ?

ইসাবেলা ঃ এ প্রশ্ন আমি স্পেনের বিখ্যাত সকল পাদ্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও অতপর এই প্রশ্ন কর।

মহিলা ঃ আমি কি জানি, তুমি পাদ্রীদের কি উত্তর দিয়েছ? এখন বল, তুমি ইসলামে কোন্ সৌন্দর্য দেখেছ? বাইবেলে কোন সৌন্দর্য নেই কি? ইসলামের কিছু সৌন্দর্য বর্ণনা করে শুনাও।

ইসাবেলা ঃ তোমার ধারনা কি এই যে, আমি চক্ষু বন্ধ করে ইসলাম গ্রহণ করেছি? কোন কারণ তো আছে, যা আমাকে খৃস্ট ধর্ম হতে বিমুখ এবং ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহিলা ঃ তুমি ইসলামের সৌন্দর্য কেন বর্ণনা করছ না? আর কিরূপেই বা করবে, ইসলামে তো কোন সৌন্দর্য নেই। দেখ ইসাবেলা! আজ আমার জ্ঞানের সমকক্ষ সমগ্র স্পেনে এক ব্যক্তিও নেই। আমার যা কিছু জানা আছে, তার বাতাসও তোমাকে স্পর্শ করেনি।

আচ্ছা, এখন আমি তোমাকে এমন একটি প্রশ্ন করছি, যা দ্বারা সত্য ও অসত্যের মীমাংসা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যাবে। বলত, আদল (ইনসাফ) এবং ফযল (ক্ষমা) এদু'য়ের মধ্যে কোনটি উত্তম?

অর্থাৎ ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত উত্তম ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়তের উপর, না ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত উত্তম ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়তের উপর?

ইসাবেলা ঃ আপন আপন অনুকূল পরিবেশে প্রত্যেকটিই উত্তম এবং প্রতিকূল পরিবেশে উভয়ই অধম।

মহিলা ঃ আমি কি বলেছি তা তুমি বুঝতে পেরেছ কি? দেখ, তাওরাত ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত। কেননা এতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত আছে। আর ইঞ্জিল ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত যাতে খোদাওন্দ যীশুর প্রায়শ্চিত্তই শুধু গোনাহের বিনিময় সাব্যস্ত হয়েছে। এখন বল, ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়তের প্রাধান্যকে তুমি অস্বীকার করতে পার কি ?

ইসাবেলা ঃ আমি তো বলেছি যে, নিজ নিজ স্থানে উভয়ই ঠিক। যদি কোন অপরাধীকে এই উদ্দেশ্যে ক্ষমা করা হয় যে, ক্ষমা করলে সে সংশোধিত হয়ে যাবে, তবে ক্ষমা করাই উত্তম। আর যদি ক্ষমার কারণে অপরাধীর দুঃসাহস এবং অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা হয়, তবে এই ক্ষমা হবে অবৈধ এবং অপরাধীর উপর জুলুম।

মহিলা ঃ এখন বল, কুরআন ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত না ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত?

ইসাবেলা ঃ তোমার মীমাংসা অনুযায়ী তাওরাত ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত নয় বরং ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত। আর বাইবেল ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত নয় বরং ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত। এর দ্বারা উভয় কিতাবই নিজ নিজ স্থানে ক্রটিপূর্ণ সাব্যস্ত হল। কিন্তু কুরআন ক্ষমা এবং ইনসাফ উভয়েরই সমাবেশ এবং এদু'য়ের সঠিক ব্যবহার প্রণালীও এতে বিরাজমান। যেমন কুরআনে হাকীম ঘোষণা করে (২৬ পারা ৪ রুকু দ্রষ্টব্য) "মন্দের বিনিময় মন্দ।" এটা ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত। অতঃপর বলা হয়েছে, "আর যদি ক্ষমা করে দেয় এবং এর মধ্যেই সংশোধন সম্ভাবনা থাকে, তবে ক্ষমাকারী সুফল প্রাপ্ত হবে।" এই হলো ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত।

কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, "যদি তোমার উপর জুলম হয় তবে জুলুম মোতাবেক প্রতিশোধ গ্রহণ কর।" এটা ইনসাফ ভিত্তিক

শরীয়ত। "আর যদি ধৈর্যধারণ করো, তবে ধৈর্যাবলম্বনকারীদের জন্য তা-ই উত্তম।" এটা ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত।

কুরআনের আর একটি ঘোষণা ঃ "যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবী হয়, তবে তাকে একটি সহজ মেয়াদী সময় প্রদান করা উচিত।"এটা ইনসাফ ভিত্তিক শরীয়ত। "আর যদি তুমি ঋণকে ছদকা করে দাও, তবে তোমার জন্য উত্তম।" এটা ক্ষমা ভিত্তিক শরীয়ত। অতএব কুরআনে হাকীম ক্ষমা এবং ইনসাফ উভয়েরই সমাবেশ।

মহিলা ঃ কুরআনে অপরাধী হলে প্রতিশোধ গ্রহণের আদেশ আছে। কিন্তু বাইবেলে প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধ এবং ক্ষমা করার আদেশ আছে। সুতরাং বাইবেলের প্রাধান্য প্রমানিত হল।

ইসাবেলা ঃ প্রাধান্য নয় বরং ত্রুটি প্রমাণিত হল। যদি প্রতি ক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত ও অপরাধীদের ক্ষমা করে দেয়া হতে থাকে, তবে সারাবিশ্বে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিবে এবং জাগতিক শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু কুরআনুল হাকীম মঙ্গল এবং যুক্তিসাপেক্ষে ক্ষমা ও প্রতিশোধ উভয়বিধ ব্যবস্থাকে বৈধ ঘোষণা করেছে। পক্ষান্তরে বাইবেলের শিক্ষায় তো খোদার উপরই অভিযোগের উৎপত্তি হয়, কেননা খোদা যদি শুধু ধৈর্যাবলম্বন এবং ক্ষমার আদর্শ প্রদান করবেন, তবে তিনি মানুষের মধ্যে ক্রোধ এবং জিঘাংসা কেন সৃষ্টি করেছেন? এই শক্তি গুলোকে খোদা অনর্থক সৃষ্টি করেছেন কি? কখনই নয়। খোদা মানুষের কোন শক্তিকেই তিনি কুরআনের মাধ্যমে দয়া, ক্রোধ, ক্ষমা, জিঘাংসা প্রভৃতি শক্তিগুলোর সঠিক ব্যবহারের পন্থা বর্ণনা করেছেন এবং মানব বৃক্ষের কোন একটি শাখাকেও শুষ্ক হতে দেননি।

মহিলা ঃ ইসাবেলা ! এটা তোমার কত বড় অন্যায় যে, তুমি প্রত্যেক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করে চলেছ। আমাদের খোদাওন্দ কখনও কার সাথে যুদ্ধ করেননি এবং শত্রুদেরকে ক্ষমা করে তাদের নির্যাতনের উপর ধৈর্যাবলম্বন করেছেন। কিন্তু তোমাদের পয়গম্বর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন এবং কাউকে ক্ষমা করেননি। কাজেই প্রমাণিত হল যে, বাইবেল এবং খোদাওন্দের আদর্শই আমাদের জন্য মুক্তির উপায়।

ইসাবেলা ঃ ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, ইনসাফ প্রভৃতি গুণ এমন যে, সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষই ওয়াকিফহাল। কিন্তু এর গুঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা নগণ্য। মানুষের প্রত্যেকটি সৎ গুণ আপন প্রকাশস্থল অনুসারে উত্তম এবং অধমে পরিণত হয়। নতুবা ধৈর্য, ক্ষমা প্রভৃতি গুণ স্বীয় অস্তিত্বের দিক দিয়ে সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য হতে মুক্ত। ক্ষমাকে গুণের পর্যায়ে তখনই স্থান দেয়া যাবে, যখন ক্ষমাকারীর প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে যে অক্ষম ও দুর্বল ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা নেই, তার ধৈর্যাবলম্বন ও ক্ষমা, গুণ বলে নয়, বরং দুর্বলতা বলে গন্য হবে। এই ক্ষমা ও মার্জনার চারিত্রিক বল শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে পুর্ণ মাত্রায় ছিল। সে জন্যই মক্কা বিজয়ের পর যখন অত্যাচারী কাফেরদেরকে তার সামনে উপস্থিত করা হল, তখন তিনি তাদেরকে এ বলে আজাদ করে দিলেন, "আজ তোমাদের উপর কোনই অভিযোগ নেই।" অথচ যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে কাফেরদের হত্যা করে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলতে পারতেন। কেননা তিনি ছিলেন বাদশাহ এবং মুসলিম সেনাবাহিনী ছিল তার আদেশের অপেক্ষায় সদা প্রস্তুত। কিন্তু তোমার খোদাওন্দ যিনি শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন তার অবস্থা কিরূপ ছিল? একথা সকলে জানে যে, তিনি উৎপীড়িত ছিলেন তার সাথী কেউ ছিল না। প্রতিশোধ গ্রহণের কোন ক্ষমতাও তার ছিল না। এমতাবস্থায় ক্ষমা করা ব্যতীত তার কি করার ছিল? যদি তিনি ক্ষমতাবান হতেন, অতঃপর শত্রুগণকে ক্ষমা করতেন, তবে তা তোমাদের জন্য একটি গৌরবের কথা হতে পারত। অক্ষমতার নাম ধৈর্য ও ক্ষমা হতে পারে না।

মহিলা ঃ তওবা ইসাবেলা ! খুনীদের তুমি বল চরিত্রবান, আর ঐ ব্যক্তির কোনই মর্যাদা দাও না, যিনি কখনও এক বিন্দু রক্তপাত করেননি?

ইসাবেলা ঃ এ তোমার জ্ঞান বিভ্রাট যে, তুমি সহজ-সরল কথাকেও উল্টো বুঝে থাক। জিজ্ঞেস করি, সাহসিকতা তোমার ধারণায় কোন প্রশংসনীয় গুণ নয় কি? এবং ইনসাফকে তুমি ভাল মনে কর না মন্দ?

মহিলা ঃ এ উভয় গুণই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। একথা কে অস্বীকার করতে পারে?

ইসাবেলা ঃ উত্তম! এখন বল, সাহসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ কি যুদ্ধ ব্যতীত সম্ভব? আর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইনসাফ রূপ গুণটিকে চূড়ান্ত মাত্রায় পৌছান কি যায়? কখনই নয়। এ জন্যই আমাদের পয়গম্বর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এদুই পরিবেশই প্রদান করেছিলেন; অর্থাৎ তিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধও করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও অর্জন করেছেন; যেন এক দিকে যুদ্ধের অবস্থায় তার ক্ষমতা ও সাহসিকতার প্রকাশ হয়, অপর দিকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ইনসাফের গুণটি পরিপূর্ণতা পায়। তোমার খোদাওন্দের মধ্যে তুমি এই উভয় প্রকার গুণের সমাবেশ দেখাতে পার কি?

মহিলা ঃ তোমার ধারণায় যেন যুদ্ধ বিগ্রহ করাও একটি বড় গুণ। আমাদের খোদাওন্দ শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন, লড়াইয়ের পয়গাম নয়।

ইসাবেলা ঃ কিন্তু আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ সাল্লালাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উভয় গুণ বিরাজিত ছিল। এক দিকে তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন (জগদ্বাসীর জন্য রহমত) এবং রাউফুর রাহীম (অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও দয়ালু), অপরদিকে শ্রেষ্ট মুজাহিদ এবং মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহর মহাবীর সিপাহী, যেন তিনি মানব জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অনুকরণীয় উত্তম আদর্শ হতে পারেন।

মহিলা ঃ ইসাবেলা যদি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা এবং তাদের দুস্কৃতির পথ বন্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হয়, তবে হযরত মূসা (আ.)-এর সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, যিনি সারাজীবন শত্রুদের সাথে লড়াই করেছেন এবং যার সংগ্রামের সাক্ষ্য স্বয়ং তৌরাত? হযরত ঈসা (আ.) শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম বাহক এবং জীবনে তিনি কোন যুদ্ধ করেননি, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লালাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন 'জালাল' এবং 'জামাল' (নম্রতা) উভয়ের আধার। একদিকে তিনি হযরত মূসা

(আ.)-এর ন্যায় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে হযরত ঈসা (আ.)-এর ন্যায় জগদ্বাসীকে শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গাম দিয়েছেন। একাধারে তিনি হযরত মূসা (আ.) ও হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্ণ প্রকাশস্থল ছিলেন।

মহিলা ঃ বোঝা যাচ্ছে তুমি বড়ই চতুর হয়ে উঠেছ। কিন্তু আমি তোমাকে হার মানিয়ে ছাড়ব। আমি তোমার সাথে পরিষ্কার কথা বলতে চাই, যেন এ স্থানে যে সকল মহিলা আছে তারাও দু'আর দু'এ চার হয় এরূপ ভাবে বিষয়টা বুঝতে পারে। একবার কুরআন ও বাইবেলের ওজন করে দেখ যে প্রকৃত সত্য তোমার নিকট কত সত্ত্বর প্রকাশিত হয়।

ইসাবেলা ঃ তুমি যে প্রশ্ন করবে আমি তার উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিতে প্রস্তুত।

মহিলা ঃ দেখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পয়গম্বরের নবুওয়াত প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কথা অর্থহীণ। প্রথমে তার সত্যতা ও নবুওত প্রমানিত কর, তারপর আলোচনায় অগ্রসর হও।

ইসাবেলা ঃ নবুয়তের মাপকাঠি তোমার ধারনায় কি?

মহিলা ঃ যদি দু'টি কথা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যে তুমি প্রমাণ করে দেখাতে পার, তবে ইসলাম সত্য নতুবা তা মিথ্যা। কেননা প্রত্যেক নবীর বেলায় এ দু'টি কথা অত্যন্ত জরুরী। প্রথম হল, কোন পূর্ববর্তী নবী কর্তৃক তার আগমনের ভবিষ্যিদ্বাণী থাকতে হবে। দ্বিতীয়, তাকে মোজেযা প্রদর্শন করতে হবে। সুতরাং এ দু'টি কথা তুমি তোমাদের নবী সম্বন্ধে প্রমানিত করে দেখাও।

ইসাবেলা ঃ তোমার ধারণায় হযরত আদম (আ.) নবী ছিলেন কি?

মহিলা ঃ নিশ্চয়ই।

ইসাবেলা ঃ তার সম্বন্ধে কোন পূর্ববর্তী নবী কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কি?

মহিলা ঃ তার পূর্বে দুনিয়াই ছিল না, কোন পয়গম্বর তার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে করবেন?

ইসাবেলা ঃ বোঝা গেল, প্রত্যেক নবীর জন্য তার পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর প্রয়োজন আছে, তোমার এ কথা ভুল। নতুবা হযরত

আদম (আ.) নবুওয়াতের গন্ডি বহির্ভূত থেকে যান। তোমার দ্বিতীয় কথা মোজেযা প্রদর্শন। এ-ও নবুওয়াতের জন্য আবশ্যকীয় নয়, কেননা তোমাদের বাইবেলে লিখিত আছে যে, "মিথ্যা নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর চেয়ে অধিক মোজেযা প্রদর্শন করবে।"

মহিলা ঃ তুমি কোন কথাই মানছনা! তবে কেমন করে তোমাদের পয়গম্বরের নবুয়ত প্রমাণিত করবে? এই কথাই তো আমি তোমার কাছে জিজ্ঞেস করছি যে, খৃস্টানরা হযরত মূসা, দাউদ, সুলায়মান, ইয়াকূব, ইউসুফ, আইয়ূব, নূহ, ইব্রাহিম আলাইহিমুস্ সালামকে কোন্ প্রমাণে নবী স্বীকার করেছে? সে প্রমাণ তুমি পেশ কর, তোমার কথা দ্বারা ইনশাআল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবীর নবুওয়াত প্রমাণিত করে দেখাব, যা তোমার অস্বীকার করার কোন পথ থাকবে না।

মহিলা ঃ আমরা প্রত্যেক নবীকে তার কার্য দ্বারা শনাক্ত করেছি।

ইসাবেলা ঃ কোন কার্য? একটু বিস্তারিত বল যেন প্রমাণ পেশ করায় কোন অসুবিধা না হয়।

এ সময় খৃস্টীয় মহিলাটি ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত অবনত মস্তকে বসে থাকে। সমবেত মহিলাগণ অনুভব করতে পারল যে, ইসাবেলার কঠিন আবেষ্টনীর বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। আর এই মহিলাটি নিঃসন্দেহে খৃস্টীয় সমাজের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কারণ হবে। ইতোমধ্যে মহিলা মস্তকোত্তলন করে বলল ঃ

"আমরা অন্য পয়গাম্বরদের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমাদের শুধু আপন খোদাওন্দের সাথে সম্পর্ক এবং তার কারণেই আমরা সকল পয়গাম্বরের উপর ঈমান এনেছি।

ইসাবেলা ঃ তাহলে তুমি তোমার খোদাওন্দের সত্যতার কোন মাপকাঠি পেশ কর, যা দ্বারা শেষ নবীর নবুওত প্রমানিত করব।

মহিলা ঃ আমাদের খোদাওন্দের সত্যতার সর্ব প্রধান প্রমাণ তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, অন্ধকে চক্ষুদান করেছেন, গলিত কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ এবং সুশ্রী চেহারা দান করেছেন এবং লোকদেরকে শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করেছেন।

ইসাবেলা ঃ তোমার খোদাওন্দ এ সকল কাজ করেছেন, এর প্রমাণ কি? এ সকল মৃত ব্যক্তিরা এখন কোথায়, যাদের হযরত ইসা

(আ.) জীবিত করেছিলেন? এসব অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগী কোথায় বাস করে, যারা তোমার খোদাওন্দের হাতে চক্ষু এবং স্বাস্থ্য লাভ করেছিল?

এর মোকাবেলায় তোমার সম্মুখে আমি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মোজেযা পেশ করছি, যা আজও তদরূপ অবিকৃত ও জীবিত আছে, যেরূপ ছিল তার জীবদ্দশায় এবং কিয়ামত পর্যন্তও এই রূপ জীবত থাকবে। এ মোজযা হল কুরআন। কুরআনুল করীম সারাবিশ্বে সদম্ভে ঘোষণা করেছে যে, যদি তা প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের স্বরচিত কিতাব হয়, তবে সক্ষম হলে তোমরাও অনুরূপ কালাম রচনা করে পেশ কর।' দশটি বাক্য, পাঁচটি বাক্য, এমনকি অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করে দেখাও। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন খৃস্টান, ইহুদী, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক বা নাস্তিকের পক্ষ হতে এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়নি। এ হলো জ্যান্ত মোজেযা, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে পরাস্ত করে রাখবে। পক্ষান্তরে অন্যান্য নবীর মোজেযা ছিল সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। শুধু কাহিনী ব্যতীত তার স্বপক্ষে পেশ করার মত অন্য কোন প্রমাণ নেই।

মহিলা ঃ তুমি তো আসল কথা পরিহার করে এদিক-ওদিকের কথা বলছ। কারণ বল তো ঐ কিতাব কি কখনও মোজেযা হতে পারে, যার মধ্যে চার চারটি বিবাহ করার আদেশ রয়েছে? দেখ, আমাদের খোদাওন্দ বলেছেন, "সত্যপথ এবং সত্য জিন্দেগী আমি।" আমার মধ্যস্থতা ব্যতীত কেউই পিতা খোদাওন্দের নিকট পৌছতে পারবে না।

ইসাবেলা ঃ কুরআনুল করীম চার চারটি বিবাহের আদেশ কখনও করেনি, বরং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি প্রদান করেছে মাত্র। যদি অধিক বিবাহকরা অপরাধ হয়, তবে তুমি হযরত দাউদ এবং হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মতো পয়গাম্বরগণ সম্বন্ধে কি বলবে, যারা তৌরাতের বর্ণনা মতে শত শত নারীকে বিবাহ করেছিলেন? অতঃপর তোমাদের খোদাওন্দের কথা 'সত্য পথ ও সত্য জিন্দেগী আমি'-এ কথায় কুরআনের মোজেযা না হওয়া কিভাবে প্রমাণিত হয়? প্রত্যেক নবী সত্যপথ ও সত্য জিন্দেগীসহ দুনিয়ায় আগমন করেন। এর মোকাবেলায় আমাদের প্রিয় নবীর কার্যাবলীও লক্ষ্য কর, তোমার খোদাওন্দ তো

বলেছেন, "সত্যপথ এবং সত্য জিন্দেগী আমি।" আর কুরআনুল করীম আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে বলেছে, "আপনি না শুধু নিজে সত্য পথ্যের উপর রয়েছেন, বরং অপর লোকদেরকেও সত্যপথ প্রদর্শন করে থাকেন-"হে নবী! নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের দিকে পথ প্রদর্শণ করে থাকেন।" কুরআনুল করীম অন্যত্র বলে, তিনি নিজেই শুধু জিন্দেগী ছিলেন না, বরং তিনি সারা বিশ্বকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন-"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসূল যখন তোমাদেরকে ডাকেন তখন তোমরা তাদের ডাকে সাড়া দাও, যেন তিনি তোমাদের জিন্দা করে দেন।"

এ কথায় প্রমাণ হল হুজুর সাল্লালাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের অসভ্য জালেম, মুর্খ, চোর, ডাকাত, খুনী, ব্যাভিচারী, মুশরিক ও মূর্তিপূজকগণকে সভ্য, ভদ্র, ন্যায়পরায়ণ, খোদাপোরস্ত ও খোদাভীরু লোকে পরিণত করেছিলেন এবং লাখো সাহাবী তার পতাকার নীচে একপ্রাণ একদেহ স্বরূপ জমায়েত হয়েছেন। তিনি আপন জিন্দেগীতেই সমগ্র আরবকে জিন্দা করেছিলেন। অপরদিকে তোমাদের খোদাওন্দ সারাজীবনে বারজন লোককে আপন শিষ্য বানিয়েছিলেন। কিন্তু তাদেরকে কামেল জিন্দেগীদান করেননি। কেননা স্বয়ং যিশু তাদের মধ্যে কাউকে শয়তান, কাউকে বেঈমান, কাউকে অভিশপ্ত, কাউকে চোর বলেছেন।

মহিলা ঃ বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছ। কিন্তু এখনও প্রমানিত করনি যে, তোমাদের পয়গাম্বর কোন মোজেযা দেখিয়েছিলেন?

ইসাবেলা ঃ আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, তুমি দলিল-প্রমানের আলোচনা পরিত্যাগ কর এবং তোমার কিরামত দ্বারা আমাকে তোমার অনুসারী হতে বাধ্য কর। কেননা তেমার কিরামতের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং দূর-দুরান্ত থেকে লোকেরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তোমার সান্নিধ্যে এসে থাকে। দলিল-প্রমাণ দ্বারা আলোচনা করা তোমার দ্বারা অসম্ভব।

মহিলা ঃ তোমার মধ্যে সে যোগ্যতা কোথায় যে, তুমি কিরামত দেখতে সক্ষম হবে? এর জন্য অন্তরের পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন, আর তোমার উপর তো শয়তান পূর্ণ মাত্রায় অধিকার স্থাপন করে আছে।

ইসাবেলা মহিলার এ বাক্য শুনে নিশ্চুপ থাকেন। তখন সমগ্র মজলিসে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। খৃস্টীয় মহিলাগণ লজ্জায় মস্তক অবনত করে থাকে এবং মুসলিম মহিলাগণ বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। স্বয়ং খৃস্টান মহিলাটিও নীরবে বসে রইলেন। তার মুখ হতে আর কোন কথাই বেরুচ্ছিল না। ইসাবেলা মহিলাটিকে অত্যন্ত অসহায় ও কিংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থায় দেখে বললেন ঃ

"আপনি হয়ত এখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং আজকের আলোচনা আগামীকালের জন্য মুলতবী থাকুক। বলুন, আপনার শুভাগমন পুনরায় কোন দিন হবে?

মহিলা ঃ আমি তো সত্য-মিথ্যার মিমাংসা করে এই স্থান থেকে উঠব। অবশ্য যদি তুমি নিজে পরিশ্রান্ত হয়ে থাক, তবে অন্য কথা।

ইসাবেলা ঃ আমার পক্ষ হতে আপনার জন্য অনুমতি আছে, আপনি দিনরাত আলোচনা করুন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য-মিথ্যার মিমাংসা না হয় এখানেই অবস্থান করুন। আমি তো শুধু আপনার অস্থিরতার প্রতি লক্ষ্য করে এ কথা বললাম।

মহিলা ঃ ব্যাস, আমি আলোচনার চূড়ান্ত সীমায় পৌছাতে চাই। এখন বল, খৃস্টীয় ধর্ম বর্তমান থাকতে তোমার ইসলাম ধর্মের কী প্রয়োজন ছিল?

ইসাবেলা ঃ যদি ইসলাম আগমন না করত, তবে দুনিয়ায় কখনও সত্য প্রকাশিত হত না। ইসলাম আগমন করে নবীগণ ও তাদের শিক্ষাসমূহকে পূনর্জীবিত করেছে এবং দুনিয়াকে পবিত্রতার শিক্ষা দান করেছে। এখন আমি দুনিয়ায় ইসলাম আগমনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বর্ণনা করছি ঃ

১. ইসলাম এসে ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছে। কেননা পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের শিক্ষা শুধু তৎকালনী সময়ের জন্যই উপযোগী ছিল, কিন্তু সর্বকালীন মর্যাদা তার ছিল না। সুতরাং কুরআন এসে এই অভাব পূরণ করেছে।
২. নবীগণের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে তাদের অনুসারীগণ বিকৃত করেছিল। কুরআনুল করীম এসে এর সংশোধন করেছে। যেমন খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদার মর্যাদা দান

করে অংশীবাদের বিধ্বস্ত ইমারতকে পুনঃগঠিত করে নবরূপে দাঁড় করিয়েছিল। কুরআন সর্বপ্রথম এই শিরক নির্মুল করেছে। ইসলাম এসে তৌহিদের সূর্যকে পুনরুজ্জ্বল করেছে এবং খোদার রবুবিয়াত ও জালালের সঠিক রূপ দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করেছে।

৩. আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃস্টানরা) নবীগণের উপর নানা প্রকার লজ্জাজনক দোষারোপ করেছে। কাউকে মূর্তি পূজক বলেছে, কার উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দিয়েছে, কাউকে মিথ্যাবাদী এবং ধোঁকাবাজ আখ্যায়িত করেছে। মোট কথা, সকল নবীকে তারা গুনাহ্‌গার সাব্যস্ত করেছে। ইসলাম আগমন করে এ সমস্ত মিথ্যা দোষারোপের প্রতিরোধ করেছে এবং নবীগনের প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪. আহলে কিতাবগণ তাদের উপর অবতরণ কৃত কিতাব সমূহকে আপন ইচ্ছা মত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে বিকৃত করে ফেলেছিল যার ফলে আসমানী কিতাব সমূহ হতে মানুষের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। কুরআনুল করীম শুভাগমন করে আহলে কিতাবগনের ধোঁকা ও ষড়যন্ত্রের পর্দাকে ছিন্নভিন্ন করে পুর্ববর্তী কিতাব সমূহের যাবতীয় শিক্ষাকে নবরূপে পেশ করেছে। এখন আমাদের একমাত্র কুরআন ব্যতীত অন্য কোন কিতাবের প্রয়োজন নেই, কেননা এর মধ্যে পূর্ববর্তী সকল নবীর কিতাব সমূহের সারমর্ম রয়েছে।

৫. যেহেতু পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের কিতাব সমূহ বিশেষ যুগ এবং বিশেষ কওমের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, কাজেই এর মধ্যে ঐ সকল শিক্ষা ছিল না, যা কিয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। এ অভাব কুরআন-করীমের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়েছে এবং দ্বীনকে সর্বদিক দিয়ে সম্পূর্ণ করার পর সাধারণভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সর্ব শ্রেনীর মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয় সমসূহ এই কুরআনের অভ্যন্তরে

সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। যা থেকে মানবজাতি কিয়ামত পর্যন্ত উপকৃত হতে থাকবে। এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলাম দুনিয়ায় কেন আগমন করেছে?

মহিলা ঃ এসব কথা তোমার দাবী মাত্র। তার কোনটিরই প্রমাণ নেই। তুমি তোমার পয়গম্বরের কোন মোজেযার উল্লেখ করতে পারনি অথবা তার নবুওয়াতেরও প্রমাণ দিতে পারনি। অথচ শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনার স্থান উক্ত বিষযের মিমাংসার পরে বাঞ্ছনীয়।

ইসাবেলা আপনি বলেছিলেন যে, ইসলাম আগমনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলার জন্য। যে কারণে আমি কয়েকটি প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করলাম। এখন মোজেযার প্রমাণ দিচ্ছি এবং এমন একটি জিন্দা মোজেযা পেশ করছি, যা আজও সমগ্র জগৎ প্রত্যক্ষ করছে; 'যদি কুরআন আল্লাহর কালাম না হয়, তবে এবার অনুরূপ একটি বাক্য রচনা করে দেখাও' কিন্তু বিশ্ববাসী অদ্যাবধি তা করতে সক্ষম হয়নি। আর আমাদের আখেরী নবীর নবুওয়তের প্রমানও এই জ্যান্ত মোজেযাটির মধ্যে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় বিশ্ববাসীর অক্ষমতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম এবং এই কালামের বাহক খোদার নবী ব্যতীত অপর কেউ হতে পারে না। অতএব আমাদের পয়গম্বর আল্লাহর সত্য নবী।

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, আমাদের পয়গম্বর জগতে প্রেরিত হয়ে জগদ্বাসীকে যে প্রকারে সংশোধিত করেছেন এবং আপন জিন্দেগীতেই সমগ্র আরবকে খোদার দরবারে ঝুঁকিয়ে ছিলেন, তার দৃষ্টান্ত কোন মিথ্যাবাদীর বেলায় কথনও করা যায় না। কোন একজন ধোঁকাবাজ মানুষের নাম উল্লেখ করুন, যা দ্বারা মানব গঠনের এমন বিরাট কার্য সাধিত হয়েছে?

মহিলা ঃ তুমি যত কিছুই বল না কেন, তোমাদের পয়গম্বর কখনও অনুসরণ যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি সারা জীবন রক্তারক্তি করেছে এবং অনেকগুলো বিবাহ করেছে, সে কখনও মানব সংশোধনকারী হতে পারে না। দেখ, আমাদের খোদাওন্দের পবিত্রতা যে তিনি জীবনে কখনও বিবাহ করেননি।

ইসাবেলা ঃ আপনার খোদাওন্দ তো খোদা ছিলেন, তার আর বিবাহের কি প্রয়োজন? এর প্রয়োজন তো হয় মানুষের। যেহেতু আমাদের প্রিয় নবী অন্যান্য মানুেষের ন্যায়ই মানুষ ছিলেন; কাজেই তিনি বিবাহও করেছেন। আপনি অপর একজন নবীর নাম উল্লেখ করুন, যিনি মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করেননি।

মহিলা ঃ কামেল (পরিপূর্ণ) মানব তিনিই হতে পারেন, যার চরিত্রে অন্যান্য মানুষের চেয়ে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

ইসাবেলা ঃ কিন্তু আপনি তো আপনার খোদাওন্দকে খোদা এবং একই সাথে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করেন।

মহিলা ঃ কিন্তু তথাপি তিনি কামেল ইনসানও ছিলেন।

ইসাবেলা ঃ তবে তিনি কি পানাহারও করতেন?

মহিলা ঃ নিশ্চয়ই, কিন্তু তার পানাহার খোদা হওয়ার কারণে নয়, বরং ইনসান হওয়ার কারণে ছিল।

ইসাবেলা ঃ তবে অন্য মানব হতে আপনর খোদাওন্দের স্বাতন্ত্র্য কোথায় রইল? আচ্ছা বলুন তো, কামেল ইনসানের পরিচয় কি?

মহিলা ঃ কামেল ইনসান ঐ মানবকে বলা হয়, যার অনুসরণে অপর মানবদের কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

ইসাবেলা ঃ উত্তম বলেছেন। এখন ব্যাপারটি আপনি স্বয়ংই পরিষ্কার করে দিয়েছেন। প্রশ্ন হল, একজন খৃস্টান যিনি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিবেষ্টিত সংসারের মালিক, তিনি আপন পারিবারিক জীবনে আপনার খোদাওন্দের অনুসরণ কিভাবে করবেন? এরূপ যে খৃস্টান-সিপাহী মুসলমান এবং মূর্তিপূজকদের সাথে যুদ্ধে করেছে বা করবে, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে তার জন্য আপনার খোদাওন্দের অনুসরণ কিভাবে সম্ভব?

মহিলা ঃ আমাদের খোদাওন্দ কোন দিন যুদ্ধ করেননি এবং বিবাহও করেননি, অতএব এই প্রশ্নই অবান্তর।

ইসাবেলা ঃ আপনি কামেল ইনসানের পরিচয় দিয়েছিলেন যে, যার অনুসরণ ও আনুগ্যত্যে কোন মানবকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কঠিন অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। কেননা একজন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার পরিবেষ্টিত মানুষের জন্য আপনার খোদাওন্দের মধ্যে

কোন আদর্শ নেই, কারন তিনি ছিলেন চিরকুমার। তদ্রুপ যুদ্ধের ময়দানে রক্তের হোলী খেলায় মত্ত সিপাহীর জন্যও যিশু আদর্শ হতে পারেন না।

মহিলা ঃ (কিছুক্ষণ নীরব থেকে) খোদাওন্দ আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ। দৈহিক জীবনের সাথে তার কী সম্পর্ক?

ইসাবেলা ঃ উত্তম! যিশু আধ্যাত্মিক জীবনের তো আদর্শ হতে পারেন কিন্তু দৈহিক জীবনে নন। ভাব খানা যেন এমন, দৈহিক জীবনের জন্য অপর কোন পথ প্রদর্শকের সন্ধান করতে হবে। এই বিভাগে আপনার খোদাওন্দ অক্ষম। মানুষের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক জীবনের জন্য যে স্বত্তা আদর্শ হতে পারেন, তিনি একক। মানুষ কেবল আধ্যাত্মিক জীব নয়, যে তার শুধু আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হবে, আর তার কেবল দৈহিক জীবন নয় যে, তার শুধু পার্থিব পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন হবে।

মানব যেমন আত্মা ও দেহের সংমিশ্রণে সৃষ্ট, তেমনি তার এমন একজন পথ প্রদর্শক, পেশোয়া ও হিদায়াতকারীর প্রয়োজন, যিনি উভয় ক্ষেত্রে তাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। যার জীবনযাপন পদ্ধতি মানুষের পূর্ণ জিন্দেগীর জন্য আদর্শ হতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, হযরত মুসা (আ.)-এর জিন্দেগী জালালী (তেজস্বিতাপূর্ণ) জিন্দেগী ছিল। আর আমি সমর্থন করি যে, ঈসা (আ.)-এর জিন্দেগী জামালী (নম্রতাপূর্ণ) জিন্দেগী ছিল। কিন্তু খাতামুল মুরছালনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগী ছিল কামালী (সবগুণপূর্ণ)। তার জিন্দেগী যেমন একজন আবেদন, জাহেদ এবং সূফীর জন্য আদর্শ। তেমনই তার পবিত্র জিন্দেগী একজন শিক্ষক ব্যবসায়ী এবং একজন বাদশাহর জন্যও পূর্ণ আদর্শ। তার প্রাথমিক জীবনের ছাগল চরানো হতে শুরু করে হেরা গিরি গহ্বরে নির্জনবাস ও তপস্যার জিন্দেগী মূলকে শামে তেজারত, খাদীজাতুল কুবরার সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও ঘর-সংসারের জিন্দেগী অবলম্বন, ফারান গিরিশৃঙ্গে ও মক্কার অলিগলিতে ইসলামের তাবলীগ, তাবলীগের উদ্দেশ্যে তায়েফ এবং হিজাযের বিভিন্ন এলাকায় সফর, তাবলীগ সফরে শত্রু ও বিরোধীগনের হাতে নির্যাতন ভোগ, মেহনতী ও অনাহারক্লিষ্ট

মানুষের খেদমত, এতিম ও বিধবাগণের খোঁজ-খবর, মক্কা হতে মদনিায় হিজরত, মদীনায় ইহুদীগণের সাথে আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিভিন্ন স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার, জনগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধের মীমাংসা, নামাযে ইমামত, বিভিন্ন গণসমাবেশে বক্তৃতা প্রদান, বদর ও ওহুদের রণাঙ্গনে সৈন্য পরিচালনার শৃঙ্খলায় সেনানায়ক হিসেবে কমান্ড করে সৈনিক জীবনের দক্ষতা প্রদর্শন, রাত জাগরণরতঃ ইবাদত, আর এমন দীর্ঘ ইবাদত, যার কারণে পবিত্র পদযুগল ফুলে অবশ হয়ে এমনকি ফেটে যেত।

মোট কথা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক ও পবিত্র জিন্দেগীর মধ্যে মানব জীবনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও আদর্শ রয়েছে। তার জিন্দেগী ছাগলের পাল চারণাকারী একজন রাখালের জন্য ঐ রূপই আদর্শ যেরূপ আদর্শ একজন উচ্চ পর্যায়ের ব্যবসায়ীর জন্য। তার স্বত্তা একজন দ্বীন প্রচারক মুবাল্লিগের জন্য তদ্রুপই অনুসরণীয়, যেরূপ অনুসরণীয় একজন মুসাফের ও একজন মুহাজিরের জন্য। তার পবিত্র স্বত্তা একজন নির্জন অরণ্যবাসীরা জন্যও ঐরূপ পথনির্দেশক, যেরূপ পথ নির্দেশক একজন ঘর-সংসারের জিন্দেগী অবলম্বনকারী ব্যক্তির জন্য। তার পবিত্র শিক্ষা একটি আন্তর্জাতিক জিন্দেগীর জন্য ঐ রূপই পরিপূর্ণ নিয়মপদ্ধতি পেশ করে থাকে, যেরূপ পূর্ণ নিয়ম-পদ্ধতি পেশ করে একটি সামাজিক জিন্দেগীর জন্য।

তার কার্য ধারা যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে হিদায়াতের মশাল, তেমনি শান্তি এবং নিরাপদকালেও তা মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ। মোট কথা, গৃহসংসার, তাবলীগ, তিজারত, ইবাদত, সাধনা, যুদ্ধ ও সন্ধি স্থাপন, ঝগড়ার মিমাংসা, সামাজিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক চুক্তি। ইমামত ও বক্ততা, তপস্যা ও নির্জন বাস, আইন-শৃঙ্খলা, আনন্দ-উৎসব ও শোক প্রকাশ, বিবাহ ও তালাক, জন্ম ও মৃত্যু, ছোটদের শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি মানব জীবন ও মানব জাতির সভ্যতার যা কিছুর প্রয়োজন, তন্মধ্যে এরূপ কোন বিষয়টি আছে, যা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগীর মধ্যে নেই। অথবা তার পবিত্র স্বত্তা ঐ বিষয়ের জন্য আদর্শ নয়?

জিন্দেগীর এই পরিপূর্ণতা এবং মানবিক প্রয়োজনের এই বিশালতার দৃষ্টান্ত না আছে মুসা (আ.)-এর জিন্দেগীতে আর না আছে ঈসা (আ.)-এর জীবনে। অতএব আমরা ইনসাফ এবং ঈমানের তাগিদে এ কথা বলতে বাধ্য যে, শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক জিন্দেগীর শৃঙ্খলা বিধান-কেন্দ্র এবং জালাল ও জামালের সমন্বিত ব্যক্তিত্ব। দুনিয়া ও আখেরাতের বিশুদ্ধ জীবন-ব্যবস্থার বাস্তব অন্বেষণকারী যে কোন মানুষের জন্য আখেরী নবীর প্রশস্ত ও রহমতে ভরপুর আচলের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ এবং তার পবিত্র জিন্দেগীকে আপন জিন্দেগীর জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ ব্যতীত আর কোনই গতি নেই।

ইসাবেলার এই বক্তৃতার পর সমগ্র মজলিস এক নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল। খৃস্টান মহিলাটি অত্যাশ্চর্য কিরামতের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও যেন জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাকে লজ্জায় নিমজ্জিত দেখে ইসাবেলা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

আবু হাফস বলেন, এই আলোচনার প্রতিক্রিয়া এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে, মজলিসে অংশ গ্রহণকারী অধিকাংশ মহিলা কিছুদিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্বয়ং খৃস্টীয় মহিলাটিও কয়েক বছর পর ইসাবেলার সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেছিলেন; অবশ্য এই কার্য শিগগিরই সমাধা হতে পারেনি, বরং প্রায় চার বছরকালের মধ্যে সৌভাগ্যবান রূপ সমূহ খোদার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ লাভে ধন্য হয়।

ইসাবেলা যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ইসলামের সুমহান খেদমতে মশগুল ছিলেন। একদিকে খৃস্টীয়গণের মুখ বন্ধ করেছেন, অপরদিকে তাফসীর ও হাদীসের ইলমের সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন এবং হাজার মুসলিম তা থেকে ইসলামী ইলমের ফয়েয লাভে ধন্য হয়েছেন।

ইসাবেলা আশি বছরের হায়াত পেয়েছিলেন এবং এই সাধারন হায়াতের প্রান্তে পৌছার পর অনন্ত হায়াতের জগতে প্রস্থান করেন। মরহুমার ইন্তিকালের সংবাদে সমগ্র স্পেনে এক হৃদয়বিদারক

বিলাপরোল পড়েছিল এবং লাখো মানুষ তার জানায়ায় শরীক হয়েছিলেন।

পরিশেষে আমরাও মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বলছি, আল্লাহ! তুমি মরহুমার উপর আপন রহমত ও মাগফিরাতের অবিরাম ঝর্ণাধারা বর্ষণ কর। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

ইতিহাসের পাতায় মুক্তাখচিত নাম

ইসাবেলা

স্পেনের কর্ডোভায় –

আঁধারের বাঁধ ভেঙ্গে
চরম ত্যাগের বিনিময়ে
উদ্ভাসিত এক পরম লক্ষ্যে –

অজ্ঞের মারণ-পীড়ন উপেক্ষা করে
বিভীষিকাময় মৃত্যুযন্ত্রণা আর
অত্যাচারের পাষাণ-প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে
শাশ্বত শান্তির চিরন্তন আশ্রয়ে –

কাল্পনিক ত্রিত্ববাদের চোরাবালি থেকে
আদি-অন্তের মানবতা 'একত্ববাদ',
বিক্ষিপ্ত আত্মার কেন্দ্রিভূত পরিপূর্ণতা,
আর প্রোজ্জ্বল বাসনার সার্থকতায় –
সফল এক মহিয়ষী নারীর দুর্দম অভিযাত্রা।

অম্লান এক উপন্যাস

ইসাবেলা

প্রতিভা সাহিত্য কাফেলা